এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রাখিব যতনে
মডার্ন গিনি হাউস প্রাঃ লিঃ
নতুন ভূমি প্রতিশ্রুতে
২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১২
ফোন- ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১, ০৩৩ ২২৪১ ৮২০৩

৩ অ্যাকাউন্ট মামলায় হাইকোর্টে জোর ধাক্কা মমতাপন্থী তৃণমূলের
নোয়াপাড়ায় নিহত যুবকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য মন্ত্রীর ৩

কলকাতা ২৮ অগস্ট ২০২৬ ১০ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ৭৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.08.2026, Vol.20, Issue No. 78, 8 Pages, Price 3.00

মৃত্যুর বান

খোঁজ মিলছে না ২৮৮ জন ভারতীয়ের, ২০০ আটকে তিব্বতেও

নয়াদিল্লি, ২৭ অগস্ট: হড়পা বানের পরে নেপালে ২৮৮ জন ভারতীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তাঁদের মধ্যে ৭৩ জন ত্রিশূলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজ করছিলেন। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানাল কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, বিপর্যস্ত নেপাল থেকে ২১ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। তাঁরা সকলেই তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। তিব্বতে আটক ২০০ ভারতীয়ও নয়াদিল্লির থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে জয়সওয়াল বলেন, '২৮৮ জন ভারতীয়ের খোঁজ মিলছে না। তাঁদের মধ্যে ৭৩ জন ত্রিশূলি বিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজ করছিলেন। ওই প্রকল্পের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে কাঠমান্ডুতে অবস্থিত আমাদের দূতাবাস। তাঁদের বিষয়ে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছে।' তাঁরা কোন রাজ্যের বাসিন্দা, তা অবশ্য স্পষ্ট করেনি বিদেশ মন্ত্রক। জয়সওয়াল আরও জানান, তিব্বতে ২০০ জন ভারতীয় আটকে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯৫ জন রয়েছেন তিব্বতের ছোট গ্রাম দারচেনে। তাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে নেপালে আসার চেষ্টা করছেন। জিলংয়ে আটকে রয়েছেন চার জন, জুটুলফুকে ৩০ জন। তিব্বতে আটকে থাকা ভারতীয়েরা কোন রাজ্যের বাসিন্দা, তা-ও এখনও জানা যায়নি। তার পরেই জয়সওয়াল বলেন, 'এই কঠিন পরিস্থিতিতে নেপালের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে ভারত। আমরা সব ধরনের সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার নেপাল এবং চিনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তার পরেই তিনি জানান, নেপালে আটক ভারতীয়দের বর্তমান অবস্থা জানতে সবরকম চেষ্টা করছে ভারত। তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতেও সক্রিয় হয়েছে। বৃহস্পতিবার নেপালে উড়ে গিয়েছে আরও একটি সি-১৭ বিমান। তাতে খাবার, ওষুধ-সহ ৩৭.৫ টন ত্রাণ সামগ্রী রয়েছে। নেপালে মৃতের সংখ্যা বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বেড়ে হয়েছে ৩৫০। বিপর্যয়ের পর থেকে নেপাল এবং তিব্বত মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার মানুষের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রাণের খোঁজে...

নেপালে হড়পা বিপর্যয়ের পর প্রাণের খোঁজে চলছে তল্লাশি।

এখনও নিখোঁজ বাংলার ৩২ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপাল। এখনও পর্যন্ত সে দেশে ৩৫০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ৮০০-রও বেশি মানুষ এখনও নিখোঁজ। তাঁদের মধ্যে ২৮৮ জন ভারতীয়। অন্য দিকে, বৃহস্পতিবার দুপুরে নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, এই রাজ্যের ৩২ জন বাসিন্দার সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা যায়নি। তাঁদের নাম-ঠিকানাও প্রকাশ করেছে রাজ্য প্রশাসন।

নেপালের বিপর্যয়ের পর বুধবার রাতেই বিবৃতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, নেপালে নিখোঁজ ও আটকে পড়া পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের সহায়তায় সচেষ্ট রাজ্য সরকার। কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাস এবং নেপাল প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। নেপালের বিপর্যয়ে এ রাজ্যের যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের সহযোগিতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর ভবানীভবনে একটি হেল্পলাইন চালু করা হয়।

রাজ্য প্রশাসনের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী, আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট এলাকার ছ'জন বাসিন্দার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকার তিন বাসিন্দার এখনও খোঁজ নেই। কলকাতার চার বাসিন্দাও এই ৩২ জনের তালিকায় রয়েছেন।

নিখোঁজের তালিকায় রয়েছেন কলকাতা, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, দার্জিলিং-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলার পর্যটকেরা। উদ্বিগ্ন পরিবারগুলির দাবি, যোগাযোগ করা যাচ্ছে না তাঁদের কারও সঙ্গেই। তাঁরা কোথায় রয়েছেন, কী ভাবে রয়েছেন, এ সব চিন্তা করেই উদ্বেগে ওই পর্যটকদের পরিবারগুলি। কলকাতা থেকে নাকতলা এবং কসবা থেকে নেপাল ভ্রমণে গিয়েছেন রিনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুস্মিতা ভট্টাচার্য। ভ্রমণসংস্থার সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁরা। প্রয়াত তৃণমূল নেতা মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায় গত ২১ অগস্ট নেপাল গিয়েছিলেন একটি ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে। বুধবার থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। স্বামী শুভ্রাংশু জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও ভাবে যোগাযোগ করা যায়নি। রাজ্যের তরফেও পরিবারগুলির সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পর্যটনসংস্থা বা অন্য কোনও সূত্র মারফত পরিজনদের খবর পেলে তা তৎক্ষণাৎ জানাতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এ রাজ্য থেকে ৩২ জনের একটি দল ভ্রমণসংস্থার সঙ্গে দল বেঁধে মানস সরোবর দর্শনে গিয়েছিল। বুধবার সকালেই নেপাল-তিব্বত সীমান্ত পেরোনোর কথা ছিল দলটির। কিন্তু হড়পা বান বিপর্যয়ের পর থেকে আর তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

আজ জোড়া কর্মসূচি মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যজুড়ে রাখিবন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাখিবন্ধনকে শুধু ভাই-বোনের উৎসব হিসেবে নয়, সামাজিক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরতে রাজ্যজুড়ে বৃহৎ কর্মসূচি নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শুক্রবার রাখি পূর্ণিমার দিন রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মহকুমা, ব্লক, পুরসভা, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড স্তর পর্যন্ত এবার প্রথম সরকারি উদ্যোগে একযোগে পালিত হবে 'রাখিবন্ধন উৎসব' উৎসব উপলক্ষে প্রায় ২৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৫০০টি রাখি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শনিতে তারাপীঠে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার বীরভূম জেলায় আসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম তাঁর বীরভূম সফর। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে বৃহস্পতিবার তারাপীঠে প্রস্তুতি বৈঠকে বসেন জেলা প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকরা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ধবল জৈন, পুলিশ সুপার ভিদিত রাজ বুন্দেশ, রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে তারাপীঠে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে। তারাপীঠ মন্দির কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রী মা তারার দর্শন ও পুজো দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি প্রশাসনিক বৈঠকও করতে পারেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য স্তরের মূল অনুষ্ঠানটি হবে কলকাতার নজরুল মঞ্চে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য ও বিশিষ্টজনদের পাশাপাশি সেখানে প্রায় আড়াই হাজার কলেজ পড়ুয়া, এনএসএস এবং যুব কম্পিউটার সেন্টারের শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন। পাশাপাশি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকবে। অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রায় ৫ হাজার বিশেষ রাখির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এ ছাড়াও কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে পৃথকভাবে রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের ২২টি জেলা সদর, জিটিএ, কলকাতা পুরসভা, ৪৫টি মহকুমা, ৩৪৫টি ব্লক, ১২১টি পুরসভা, ৬টি পুরনিগম, কলকাতা পুরনিগমের ১৪৪টি ওয়ার্ড এবং ৩,৩৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে বলে রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। এই কর্মসূচির জন্য রাজ্য সরকারের মোট আর্থিক বরাদ্দ ৮ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার বেশি।

যাদবপুরে বন্দে মাতরম

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক ছাত্র সংঘর্ষের রেশ এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষিক মহাসংঘের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ১০ হাজার কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার কর্মসূচিতে তিনি উপস্থিত থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতাও শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি এবিভিপি এবং বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই পরিস্থিতির মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শান্তি বজায় রাখার পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রসারের বার্তাও দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

আজকের এই সরকারি অনুষ্ঠানে ১০ হাজার পড়ুয়ার কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেও যাদবপুরে রাষ্ট্রবাদী ও জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ উঠে আসবে বলে সূত্রের খবর। ক্যাম্পাসে নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পক্ষেও মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়েছেন।

এলঅ্যান্ডটি মাইন্ডট্রির ক্যাম্পাস উদ্বোধন

'শিল্পের অমৃতকালে' ঘরে ফেরার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বাংলার যুবকদের আর কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে বা বিদেশে ছুটতে হবে না। যাঁরা বাইরে চলে গিয়েছেন, তাঁদেরও নিজের রাজ্যে ফিরে আসার সময় এসেছে।' নিউটাউনে এলঅ্যান্ডটি মাইন্ডট্রির নতুন আইটি ক্যাম্পাস 'আনন্দ নিকেতন' উদ্বোধন করে এমনই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, এই প্রকল্প শুধু একটি তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র নয়, বাংলার মেধাকে নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার একটি বড় পদক্ষেপ।

বৃহস্পতিবার নিউটাউনে এলঅ্যান্ডটি মাইন্ডট্রির নতুন আইটি ক্যাম্পাস 'আনন্দ নিকেতন' উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার বহু দক্ষ প্রযুক্তিবিদ দীর্ঘদিন ধরে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুণে কিংবা বিদেশে কাজ করছেন। তাঁর আশা, এই ধরনের বিশ্বমানের প্রযুক্তি পরিকাঠামো তৈরি হলে সেই মেধার একটি বড় অংশ আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরবে। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গ নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বজায় রেখেও বিশ্বমানের ডিজিটাল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

রাজ্যে আরও শিল্প বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন, শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করবে সরকার। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, চিপ ডিজাইন-সহ আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার কথাও জানান তিনি। নিউটাউনের 'সিলিকন ভ্যালি হাব'-এ গড়ে ওঠা প্রায় ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার বর্গফুট আয়তনের এই ক্যাম্পাসে প্রথম পর্যায়ে ৫,৮০০ জন প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি পেশাদারের কাজের সুযোগ তৈরি হবে বলে জানিয়েছে সংস্থা। শিল্পমহলের মতে, পূর্ব ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে এটি অন্যতম বড় বিনিয়োগ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলঅ্যান্ডটি গ্রুপের চেয়ারম্যান এস. এন. সুব্রহ্মণ্যন বলেন, 'আনন্দ নিকেতন' নামটি শান্তিনিকেতনের ভাবনা থেকে অনুপ্রাণিত। শিক্ষা, সৃজনশীলতা ও মুক্তচিন্তার যে ঐতিহ্য বাংলা বহন করে, সেই আদর্শকেই সামনে রেখে এই ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি জানান, ২০২৩ সালের শেষ দিকে নির্মাণ শুরু হওয়া প্রকল্পে প্রায় ৩ হাজার কর্মী কাজ করেছেন এবং নির্মাণপর্বে ৮৫ লক্ষেরও বেশি নিরাপদ কর্মঘণ্টা অতিক্রম করেছে। বর্তমানে দুটি টাওয়ার সম্পূর্ণ হয়েছে, আরও চারটি টাওয়ার নির্মাণের অনুমোদন মিলেছে।

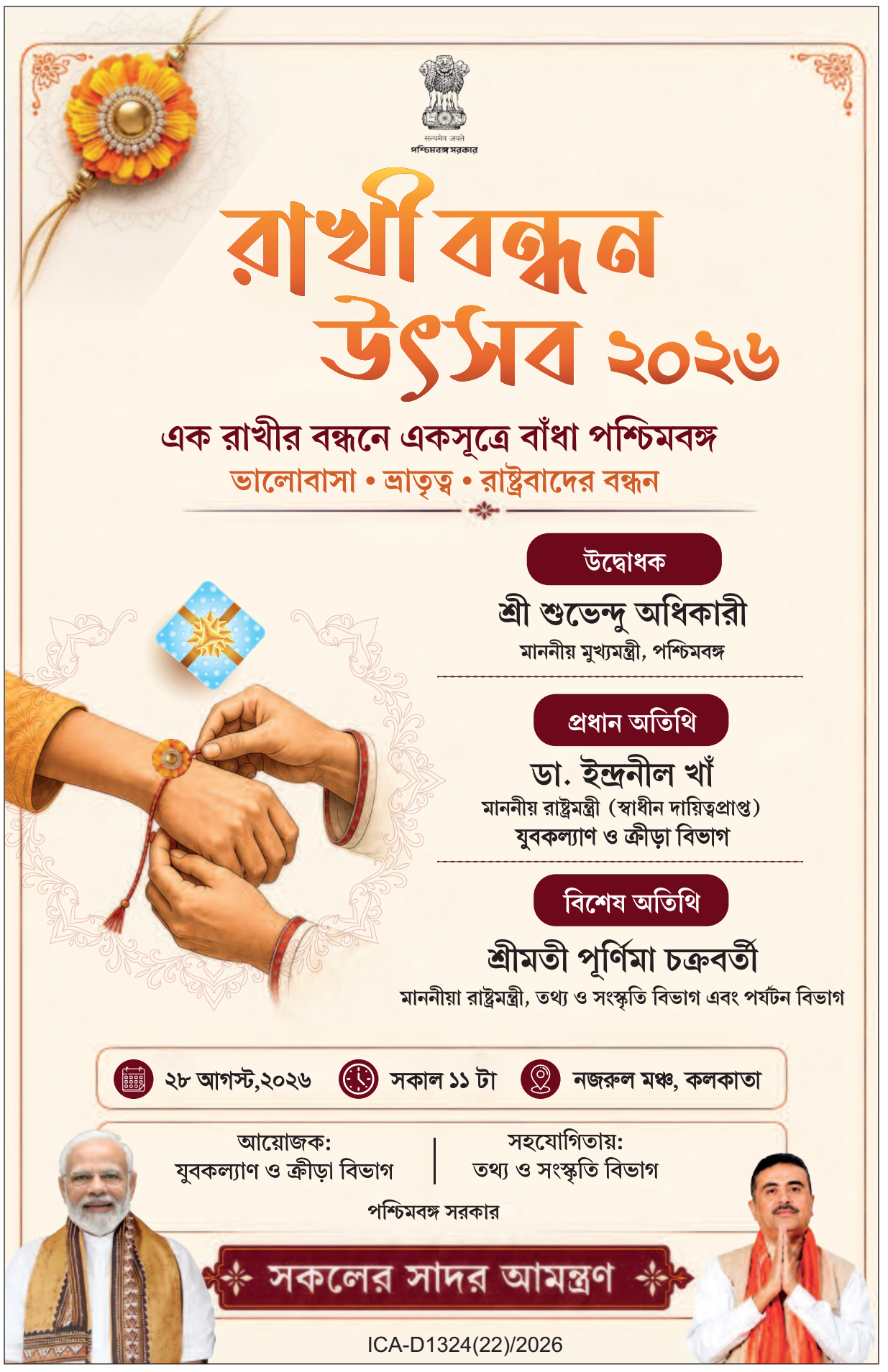

'অবৈধ' বিলবোর্ডে ক্যামাক স্ট্রিটে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদীয় কার্যালয়ে কলকাতা পুরসভা ও পুলিশের যৌথ অভিযানকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার চরম উত্তেজনা ছড়ালো। এ নিয়ে অভিষেকের সঙ্গে তাঁদের বচসা চলে দীর্ঘক্ষণ। অভিযোগ, অবৈধ ভাবে ওই বিলবোর্ড লাগানো হয়েছে। তবে তা মানতে চাননি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। পুলিশ ও পুর আধিকারিকদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় তাঁর। দপ্তরের ভিতরে চলে ধস্তাধস্তি, স্লোগান। জোর করে ভবনের ছাদে উঠে পুরকর্মীরা বিলবোর্ড থেকে তৃণমূলের নাম লেখা ব্যানার ছিঁড়ে দেন। ঘটনাস্থল থেকে বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন অভিষেক।

কলকাতা পুলিশের তরফেই অভিষেকের দপ্তরের বিলবোর্ডটি নিয়ে পুরসভায় অভিযোগ জানানো হয়। বলা হয়, ওই বিলবোর্ড অবৈধ ভাবে লাগানো হয়েছে। তার ভিত্তিতে পুরসভার বিজ্ঞাপন বিভাগের আধিকারিকেরা বৃহস্পতিবার বিকেলে ক্যামাক স্ট্রিটে যান। খবর পেয়ে অভিষেকের পাশাপাশি সেখানে পৌঁছে যান বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েনরা। তাঁদের অভিযোগ, যে নির্দেশের কপি পুরসভা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, তা বৈধ নয়। বেশ কিছুক্ষণ এ নিয়ে তর্কাতর্কির পর পুর আধিকারিকেরা ফিরে যান, কিন্তু পরে আবার আসেন এবং পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে জোর করে ভিতরে ঢোকেন। অভিষেকদের বিরুদ্ধে পুরসভা এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পাল্টা পুলিশের বিরুদ্ধে মহিলাদের আক্রমণ ও হেনস্থার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল।

ভেঙে দেওয়া হয় ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের বিলবোর্ড।

তৃণমূল সাংসদের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে ভয় পেয়েই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তাঁর দপ্তরের বিলবোর্ড ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে পুরসভা। অভিষেক বলেন, 'জোর করে তৃণমূলকে শেষ করার চেষ্টা চলছে। বিজেপির এত ভয় কেন? তৃণমূলকে মিটিং-মিছিলের অনুতি দেব না। নেতাদের আক্রমণ করব, পার্টি অফিস ভাঙব, বিলবোর্ড ভাঙব; এত ভয়? শুভেন্দু অধিকারীকে বলতে চাই, আমরা ঘাসফুল। ঘাস যত কাটবে, ততই বাড়বে।' ক্যামাক স্ট্রিটের ওই এলাকায় অনেক দোকানের উপর ফুটপাতে অনেক বিলবোর্ড রয়েছে বলে জানান অভিষেক। অভিযোগ, অন্য কোনও বোর্ডই খোলা হচ্ছে না। কেবল তাঁর দপ্তরেই পুরসভা বোর্ড খুলতে চায়। তাঁর কথায়, 'ফুটপাতের উপর এত বোর্ড লাগানো আছে। কেউ সেটা খুলবে না। যাঁরা এত দিন ধরে একের পর এক অবৈধ বিল্ডিং তৈরি করেছেন; সকলের সাত খুন মাফ। কারণ, তাঁরা এখন বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছেন। পুলিশের এই আচরণ, গুন্ডাগিরির বিরুদ্ধে আমরা হাইকোর্টে মামলা করব। সংবিধানের বাইরে কেউ নয়।'

ক্যামাক স্ট্রিটের দপ্তরে ঢোকার সময় নিরাপত্তারক্ষীরা পুলিশ ও পুরকর্মীদের বাধা দেন বলে অভিযোগ। বিলবোর্ড খুলতে হলে দপ্তরের ছাদে উঠতে হত। পুলিশ বাধা কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেও অভিষেক ও তাঁর অনুগামীরা ছাদের রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেখানে মহিলারাও ছিলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে সিঁড়িতেই বচসা চলে। পুলিশকে উপরে উঠতে দেওয়া হচ্ছিল না। এদিকে বাইরে থেকেও দপ্তর ঘিরে ফেলে পুলিশ। উত্তেজনা বাড়লে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 27/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14884 নং এফিডেভিট বলে আমি Surojit Jana S/o. Panchanan Jana ও Surajit Jana S/o. P Jana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

গত 27/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14885 নং এফিডেভিট বলে আমি Nand Kishor Shaw S/o. Lalji Shaw ও Nand Kishor Show S/o. Lalji Show সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

গত 25/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14855 নং এফিডেভিট বলে আমি Ajoy Dhara S/o. Ganesh Dhara ও Ajoy Dhara S/o. Gohash Dhara সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

গত 25/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14854 নং এফিডেভিট বলে আমি Gopal Adhikary S/o. Krishnachandra Adhikary ও Gopal Ch Adhikary S/o. Lt. K. C. Adhikary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

গত 27/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 20295 নং এফিডেভিট বলে আমি, Ashoke Kumar Dey S/o. Late Basudeb Dey সাকিম আম আদলপুর, পোঃ ইলাহিপুর, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী- ৭১২৭০৭, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. Singur II/124/2000, dated 19/05/2000,) ও অফিশিয়াল রেজিস্টারে পুত্রের সঠিক নাম Aritra Dey-এর পরিবর্তে Arannya Dey লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্রের সঠিক নাম Aritra Dey লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। Aritra Dey ও Arannya Dey S/o. Ashoke Kumar Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

গত 25/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14866 নং এফিডেভিট বলে আমি Sunirmal Krishna Sil ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Srinath Sil ও Lt S. Sil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলেন।

গত 25/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14862 নং এফিডেভিট বলে আমি Prabal Kumar Ghosh S/o. Nirapada Ghosh ও Prabal Ghosh S/o. N Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

গত 14/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12103 নং এফিডেভিট বলে আমি Biren Agan S/o. Nidhu Agan, Biren Agan S/o. Nidhuram Agan ও Biren Agon S/o. N Agon সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি, প্রবজন সাউ, পিতা-দীনবন্ধু সাউ, বয়স-আনুমানিক ৫৮ বছর, বর্তমান ঠিকানা ৩৬বি বেলতলা রোড, পোঃ- ওল্ড ক্যাম্প রোড, থানা-গালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে প্রবজন সাউ এবং গোরা সাউ উভয়ই একই ব্যক্তি এবং আমিই তারা, এই ঘোষণা ১৪.০৮.২০২৬ তারিখে (1st Class) জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর-এর নিকট দাখিলকৃত Affidavit No. 6141 অনুযায়ী প্রদান করা হলো এবং ভবিষ্যতে সকল উদ্দেশ্যে আমি প্রবজন সাউ নামেই পরিচিত ও পরিচয় বহন করব।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিতা মহঃ সাবির আনসারী, পিতা ৺আব্দুল শুকুর, সাং Ansar Nagar, Chatra, PO+PS + Dist Chatra (Jharkhand) কে আমমোক্তার দাতা ১. মহঃ রফিক আহমদ, ২. মহঃ সৈফ আনোয়ার, ৩. শগুফ্তা পরভিন, পিতা মহঃ সাবির আনসারী, ৪. রেহানা পরভিন, স্বামী মহঃ সাবির আনসারী, ৫. শাহনাজ খাতুন, পিতা সাবির হুসেন এবং ৬. মহঃ আক্রাম ওর্ফে আক্রাম হুসেন, পিতা জলালুল আবেদিন, সাং Ansar Nagar, Chatra, PO+PS + Dist Chatra (Jharkhand)। তাদের নিজ নামিত রেকর্ড জমি জামুন মৌজার (JL No. 131) LR খতিয়ান নং 12053, 12054, 12055, 12064, 12066 এবং 12067, LR প্লট নং 2631, 4230 ও 4231 ও 4233 এই 4 টি প্লটে মোট পরিমাণ 89.76 (ঊননব্বই দশমিক সাত ছয়) ডেসমিল জমি বিক্রি করার জন্য Purulia D.S.R. অফিসে 2025 সালের 2597 নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়েছেন। বর্তমানে আমমোক্তার গ্রহিতা মহঃ সাবির আনসারী, পিতা আব্দুল শুকুর এর নিকট আমার মক্কেল :- ১. ডিকি বরিদ, ২. আতিক খান, ৩. মবিন খান, পিতা ... Jhalda ADSR অফিসে 2026 সালের রেজিস্ট্রিকৃত 745 নং কোবালা দলিল মূলে LR প্লট নং 4230 ও 4231 - 2 টি প্লটে মোট পরিমাণ 7.88 (সাত দশমিক আট আট) ডেসমিল জমি ক্রয় করেন এবং 8. ... Jhalda ADSR অফিসে 2026 সালের 747 নং দলিল মূলে 3.92 (তিন দশমিক নয় দুই) ডেসমিল জমি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে D. S. R. Purulia, A.D.S.R. Jhalda ও B. L. & L. R. O Jhalda - I অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Prabhat Ranjan Daripa, Advocate,
District Judge's Court Purulia

PUBLIC NOTICE

IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE, SENIOR DIVISION AT PANVEL

M. A. No. 940 of 2026
Exh-610, Nad date-4/9/26

1. SMT. SEEMA YADAV, W/o Late Shri Prabhakar Prasad Yadav Aged 60 years, Occu. Housewife
2. SHRI. PRANAY SETU, S/o Late Shri Prabhakar Prasad Yadav, Aged about 40 years, Occu. - Service.
3. SHRI. PREET ANKUR YADAV, S/o Late Shri Prabhakar Prasad Yadav, Aged about 37 years, Occu. Service Applicants No. 1 to 3 Residing at: Flat No. B-704, Sai Pearls, Plot No. 14/15, Near Metro Station, Sector-35-D, Kharghar, Taf Panvel, Dist. Raigad, Maharashtra-410210. ... Applicants

VERSUS
NIL

That the Applicant No. 1 is Wife of the Late Shri Prabhakar Prasad Yadav and Applicant No. 2 and 3 is son of the deceased Late Shri Prabhakar Prasad Yadav. The Late Shri Prabhakar Prasad Yadav, expired on 10.03.2002 at P.D. Hinduja Hospital, Mumbai, At the time of his death was residing at Flat no. 201 Harikripa Apt. Sector 9 New Panvel Matheran Rond New Panvel -410206. The said deceased left behind him the following property

SCHEDULE

Description of the Movable Property / Shares

Details of shares held by the Deceased, Late Shri Prabhakar Prasad Yadav, with ITC Limited (Corporate Identity Number: L16005WB1910PLC001985), having its registered office at Virginia House, 37 1. 1.. Nehru Road, Kolkata 700 071 under **Account No. 21/08896:**

Sr. No.	Share Certificate No.	No. of Shares	Distinctive Nos.	Face Value per Share (Rs.)
1.	58652	1920	94394671-94396590	1.00
2.	124876	960	2550630451-2550631410	1.00
3.	192908	2880	3919037579-3919040458	1.00
4.	263021	2880	8111253014-8111255893	1.00
Total		8640		

Approx Value of the Shares Rs. 26,34,336/- (As of 20.04.2026).

Whereas the above named applicant have filed Misc. Application for Succession Certificate under Succession Act. Under Section 372 Hon'ble Civil Judge S. D. Panvel Maharashtra State. You the members of Public are hereby given notice to appear in the Court of Civil Judge (S.D.) Panvel in person or by pleader duly instructed and to file your Say/Objection if any within 30 (Thirty) days from the date of publication of this public notice, failing which the said application will be held presuming that there is no objection from anybody and the application will be finally decided.

Given under the hand and seal of the Court on this 22 day of July 2026.

By Order,
Asst. Superintendent, Civil Judge S. D. Panvel
Sushma Sherkhane, Advocate, 9833473656

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, মৌজা খড়দহ-এর অধীনস্থ এল.আর. দাগ নং ৬৬৩৮-এর এল.আর. খতিয়ান নং ৭১৫৬-তে অনুমতি দং (Anumuti Dang) হিসাবে নথিভুক্ত প্রয়াত বাসুদেব পোরেল দীর্ঘকাল আগে মারা গেছেন এবং তাঁর স্ত্রী শোভা পোরেল ও কন্যা ২০০২ সালের আগে উক্ত এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন এবং তাঁদের বর্তমান অবস্থান অজানা। ১২৮/এন, বি.টি. রোড, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগণা ঠিকানায় কার্যালয় থাকা আস্থা রিয়েলটি উক্ত সম্পত্তির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছে এবং যথাসম্ভব চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের সন্ধান পেতে ব্যর্থ হয়েছে। যদি উক্ত ব্যক্তিবর্গ বা তাঁদের বর্তমান উত্তরসূরি সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা থাকে অথবা কোনো ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তিটি পড়েন, তবে তাঁদের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ৯৯০৩৩৫৭৭৫৮ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় আস্থা রিয়েলটি তাঁদের আর কোনো উদ্বেগ না করে উক্ত সম্পত্তির প্রস্তাবিত উন্নয়নের বিষয়ে আইন অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার স্বাধীনতা পাবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল শ্রীমতী প্রতিমা মাঝী স্বামী শ্রী সমীর মাঝী সাং ইন্দরাটী পোঃ সেনাই থানা গোঘাট জেলা হুগলী উপস্থিত হইয়া জানাইতেছি যে, শ্রী বিকাশ প্রামানিক পিতা ৺বিশ্বনাথ প্রামানিক সাং ইন্দরাটী পোঃ সেনাই থানা গোঘাট জেলা হুগলী পিন কোড ৭১২৬১১ ইংরাজী ২০১৬ সালে Goghat A.D.S.R. Office – এ রেজিস্ট্রিকৃত ৩৭৩৫নং ও ৪৯৩১নং আমমোক্তারনামা নামা পত্র দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার আছেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী জয় তপশীল জেলা হুগলী থানা গোঘাট মৌজা ইন্দরাটী J.L. ৩৬, L.R. Kh. ২৪০, Plot ৫৬৬, শ্রেণী শালি, ০.৫০০০ অংশে ২২ শতক ও L.R. Kh. ২৪১, Plot ৫৭৬, শ্রেণী শালি ০.৫০০০ অংশে ৩০ শতক সম্পত্তি ২০১৬ সালে Goghat A.D.S.R. Office- এ রেজিস্ট্রিকৃত ৫৭৫৯নং দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন। যাহা আমার মক্কেল ক্রয় করিয়াছেন এবং B.L. & L.R.O অফিসের মিউটেশন কেস নং হইল MN/2026/0614/7370।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহা হইলে এই সঠিক প্রদক্ষেপ গ্রহণ করে অত্র নোটিশ প্রকাশিত ৭দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

Manas Banerje, Advocate
Arambagh Court
EN-F/937/943/2024

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি **শঙ্কর টুডু**, পিতা সাগর টুডু, সাকিম বারুইপাড়া, পাটুলীগ্রাম, বলাগড়, হুগলী- ৭১২৫০১, পরবর্তী সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত, আমার নামীয় সম্পত্তি যাহা জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, ৯৯ নং জে.এল. ভুক্ত, পাটুলী মৌজায় অবস্থিত, যাহার হাল এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৪, হাল এল.আর. দাগ নং ৫৫, শুনা জমি ১৮ শতক, তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করব। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাহারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার উপরোক্ত ঠিকানায় (ফোন নং- ৯৩১৩৮৭৩০৪৩) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমি নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পন্ন করিব। - শঙ্কর টুডু

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the general public that (1) **original Sale Deed No. 1705 of 2019 (2) original Sale Deed No. 1712 of 2019 (3) original Sale Deed No. 1710 of 2019 (4) original Sale Deed No. 1707 of 2019 (5) original Sale Deed No. 1709 of 2019 (6) original Sale Deed No. 1711 of 2019 (7) original Sale Deed No. 1708 of 2019** all registered in the office of A.D.S.R. Haripal belong to my client **Shri Pritish Kumar De**, son of Shri Profulla Kumar De has been lost/misplaced from the custody of my client and has not been dealt with or given to anybody with intent to create any security or any other claim thereon and a complain has been lodged before the **Dhaniakhali Police Station, Dhaniakhali vide G.D.E. No. 1329 dated 25.08.2026**. If the above referred Title Deeds are found to be in the custody of any person or persons, that should be intimated to the undersigned within 15 days from the date of notice hereof.
Date :- 26.08.2026
Place :- Dhanaiakhali

Sourav Shubhra Sen, Advocate
P.S.C.C. Bar Association, 4th Floor, 2 & 3 K. S. Roy Road, Kolkata – 700001
Mob – 8582820865

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিতা ১. গুড্ডু রাইন, পিতা সরফু রাইন, ও ২, আরমান হুসেন, পিতা সেখ কুরবান সাং - ঝালদা, পোঃ + থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া কে আমমোক্তার দাতা - ১) শ্রী মিহির কুমার চন্দ্র, ২) শ্রী মনবোধ চন্দ্র, পিতা ৺অমূল্যরতন, ও ৩) শ্রীমত্যা নমিতা চন্দ্র, স্বামী৺ অহির চন্দ্র, সাং+ পোঃ+থানা, ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, ১নং, ২নং দাতার পিতার নামিত এবং ৩নং দাত্রীর শ্বশুরের নামিত রেকর্ডভুক্ত জমি, ঝালদা মৌজার (জে. এল. নং ১৩১), খতিয়ান নং -২৮৩৮, ২৬৭৭ ও ৩৫, হাল প্লট নং ৪১০৭, শ্রেনী - পরিমান ৪৩.৪০ (তেতাল্লিশ দশমিক চার শূন্য) ডেসমিল জমি বিক্রি করার জন্য ঝালদা এ. ডি. এস. আর. আফিসের ২০২১ সালের ১৫৭০ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়েছেন। বর্তমানে আমমোক্তার গ্রহিত্রীর নিকট আমার মোক্কেল :- ১) ইমতিয়াজ ইদ্রিশি, পিতা রফিক ইদ্রিশি ও ২) সাহিন পারবিন, স্বামী ইমতিয়াজ ইদ্রিশি, সাং + পোঃ - রাঙ্গাড়ি, থানা বলরামপুর, জেলা পুরুলিয়া, ওবতরধত অঈজছ অফিসের ২০২৫ সালের রেজিস্ট্রিকৃত ১৭১৯ নং কোবালা দলিল মুলে কছ প্লট নং ৪১০৭ তে পরিমাণ ২.২৪ (দুই দশমিক দুই চার) ডেসমিল জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে A.D.S.R., Jhalda ও B.L. & L.R.O., Jhalda - I অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Prabhat Ranjan Daripa, Advocate,
District Judge's Court Purulia

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥
Prabhat Ranjan Daripa,
Advocate, District Judge's Court Purulia

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী অর্জুন ঘোষ, ২)শ্রী মুকুন্দ ঘোষ, ৩)শ্রী লালমোহন ঘোষ, ৪)শ্রী উদয় ঘোষ, দাস,** সকলের পিতা ৺বিশ্বনাথ ঘোষ, বিগত ইং ২৪/০১/২০২০ তারিখে A.D.S.R. চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00082/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে এবং **৫)শ্রীমতী শংকরী ঘোষ** স্বামী ৺তারক চন্দ্র ঘোষ, **৬)শ্রীমতী অলকা চাঁই** স্বামী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চাঁই, **৭)শ্রীমতী লিপিকা ঘাউ** স্বামী শ্রী জহর ঘাউ, **৮)শ্রীমতী মনিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, **৯)শ্রীমতী কণিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, বিগত ইং ১২/০৩/২০১৮ তারিখে A.D.S.R. চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00053/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **শ্রী অশোক কুমার দত্ত**, পিতা ৺ভূপেশ চন্দ্র দত্ত, সাকিম ৩ নম্বর শান্তিপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল __তপশীল__: জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুঁড়িগাছি, ২০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৬৮ নং খতিয়ান হইতে শালি জমি বিগত ইং ২৯/০১/২০২১ তারিখে A.D.S.R. চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১)I-00361/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী বিসাল বিন**, পিতা মতুক বিন, সাকিম ৪২/১৩, এ্যাঙ্গাস লাইন, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১, মহাশয়কে ১)আর.এস. ১৫২৭ তথা এল.আর ১৫২৩ নং দাগে ০৩ ছটাক এবং ২)আর.এস. ১৫২১ তথা এল.আর ১৫২৪ নং দাগে ০৮ ছটাক ২০ বর্গফুট, একুনে দুইটি দাগে মোট ১১ ছটাক ২০ বর্গফুট এবং ২)I-00363/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী উত্তম কুমার বিন**, পিতা মতুক বিন, সাকিম ৪২/১৩, এ্যাঙ্গাস লাইন, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১, মহাশয়কে ১)আর.এস. ১৫২৭ তথা এল.আর ১৫২৩ নং দাগে ০২ ছটাক ১৫ বর্গফুট, এবং ২)আর.এস. ১৫২১ তথা এল.আর ১৫২৪ নং দাগে ০৯ ছটাক ০৫ বর্গফুট, একুনে দুইটি দাগে মোট ১১ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, **শ্রী বিসাল বিন** এবং **শ্রী উত্তম কুমার বিন**, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী সুস্মিতা প্রামানিক (বসাক)**, স্বামী - অরিন্দম বসাক, পিতা - ৺অমিয় কুমার প্রামানিক, সাং - এ-৩০৩, অশোক রেসিডেন্সি, প্লট নং - ৩, এপিজে স্কুল সেক্টর-১২, খড়গড়, নেভি মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, পিন - ৪১০২১০ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি মধ্যে অর্দ্ধাংশ সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য তাঁহার মাতা **শ্রীমত্যা কানন প্রামানিক**, স্বামী- ৺ অমিয় কুমার প্রামানিক, সাং - এ-৩০৩, অশোক রেসিডেন্সি, প্লট নং - ৩, এপিজে স্কুল সেক্টর-১২, খড়গড়, নেভি মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, পিন - ৪১০২১০ কর্তৃক আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া বিক্রয় করিয়াছেন। দাতা ও গ্রহীতার নাম, বিক্রীত সম্পত্তির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। __আমমোক্তারনামার বিবরণ__:- আমমোক্তার নং - ৮১৭৩/২০২৪, তারিখ - ১৯/০৪/২০২৪, পানভেল-২ সাবরেজিস্ট্রী অফিস। __দাতাগনের বিবরণ__:- ১) **শ্রীমত্যা কানন প্রামানিক**, স্বামী ৺ অমিয় কুমার প্রামানিক, ২) **শ্রীমতী সুস্মিতা প্রামানিক (বসাক)**, স্বামী- অরিন্দম বসাক, পিতা - ৺ অমিয় কুমার প্রামানিক, সাং - এ-৩০৩, অশোক রেসিডেন্সি, প্লট নং - ৩, এপিজে স্কুল সেক্টর-১২, খড়গড়, নেভি মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, পিন - ৪১০২১০। __গ্রহীতা ও বিক্রীত সম্পত্তির বিবরণ__:- ১) **শ্রীমতী শাশ্বতী ব্যানাজ্জী**, পিতা - ৺ জয়দেব ব্যানাজ্জী, স্বামী - ডাঃ বিনয় কুমার সিং, সাং - ইন্দা, পাঞ্জাবী কলোনী, পোঃ - ইন্দা, থানা - খড়্গপুর (শহর), জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০৫। দলিল নং - ৫০৪০, তাং - ২৭/০৬/২০২৪, এ.ডি.এস.আর. অফিস খড়্গপুর, সম্পত্তির পরিমান - ২.০৫ ডেঃ বাস্তুভূমি মায় তদুপরিস্থ ৩৩৪ বর্গফুট গৃহাদি, আর.এস. দাগ নং - ১৭০, এল.আর. দাগ নং - ২৭২, আর.এস. খতিয়ান নং - ৩৮৪,এল.আর. খতিয়ান নং - ৩৬, মৌজা - সাঞ্জাল, জে.এল. নং - ৩১২, থানা - খড়্গপুর (শহর), জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর। যদি উক্ত বিক্রয়ের ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সমূহ কাগজপত্রাদি সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিবেন।

ABHIJIT MUKHERJEE, Advocate
Judge's Court, Paschim Medinipur
Enrolment No-F/3983/4305/2023

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **আব্দুল ওহেদ**, পিতা আব্দুল আহাদ, সাকিম বল্লালদিঘী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, হাল মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ২৩/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-04474/ 2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(নাদেরা পারভিন**, স্বামী আব্দুল ওহেদ, সাকিম বল্লালদিঘী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, হাল মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিগত ইং ০১/১২/২০২৩ তারিখে A.D.S.R. পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06014/ 2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)মহঃ মেহফুজ আলম**, পিতা মহঃ নাসিম ও **২)জয়নাব খাতুন**, স্বামী মহঃ মেহফুজ আলম, উভয়ের সাকিম পুরুষোত্তমপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। __তপশীল__- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা পুরুষোত্তমপুর, ৪৩ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩০৫৫ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩১৫ নং দাগে ষোল আনায় ২৬ শতক, তন্মধ্যে ০.১২৬৯ অংশে ২ কাঠা বা ৩.৩১ শতক শালি বর্তমানে ভিটি জমি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)মহঃ মেহফুজ আলম, ও ২)জয়নাব খাতুন**, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **নাদেরা পারভিন, আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)শ্রী **অর্জুন ঘোষ, ২)শ্রী মুকুন্দ ঘোষ, ৩)শ্রী লালমোহন ঘোষ, ৪)শ্রী উদয় ঘোষ, দাস,** সকলের পিতা ৺বিশ্বনাথ ঘোষ, বিগত ইং ২৪/০১/২০২০ তারিখে A.D.S.R. চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00082/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে এবং **৫)শ্রীমতী শংকরী ঘোষ** স্বামী ৺তারক চন্দ্র ঘোষ, **৬)শ্রীমতী অলকা চাঁই** স্বামী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চাঁই, **৭)শ্রীমতী লিপিকা ঘাউ** স্বামী শ্রী জহর ঘাউ, **৮)শ্রীমতী মনিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, **৯)শ্রীমতী কণিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, বিগত ইং ১২/০৩/২০১৮ তারিখে A.D.S.R. চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00053/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **শ্রী অশোক কুমার দত্ত**, পিতা ৺ভূপেশ চন্দ্র দত্ত, সাকিম ৩ নম্বর শান্তিপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ০৭/০৮/২০২০ তারিখে A.D.S.R. চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01654/2020 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী উমেশ সিং**, পিতা ৺পরমানন্দ সিং, **২)শ্রীমতী গীতা দেবী**, স্বামী তুমেশ্বর সিং, উভয়ের সাকিম পি.বি.এম. রোড, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। __তপশীল:__ জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুঁড়িগাছি, ২০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৬৮ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ১৫২৬ তথা এল.আর ১৫৩৫ নং দাগে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ১৩ বর্গফুট শুনা জমি। প্রকাশ থাকে যে, **১)শ্রী উমেশ সিং, ২)শ্রীমতী গীতা দেবী**, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী ছন্দা দাস, স্বামী ৺অশোক দাস, বিগত ইং ১৮/০৭/২০২৪ তারিখে A.D.S.R. চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02250/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে শ্রী **বিনোদ রুইদাস**, পিতা ৺তারক রুইদাস, সাকিম ধিতারা পশ্চিম পাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিগত ইং ৩০/০৯/২০২৪ তারিখে A.D.S.R. চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03255/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী দিলীপ বর্মন**, পিতা ৺গোপাল বর্মন, সাকিম ২, অরুন কুমার কর লেন, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়কে বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই **শ্রী দিলীপ বর্মন** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি বিগত ইং ০১/০৬/২০২৬ তারিখে A.D.S.R. চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01422/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী পরিতোষ চ্যাটার্জ্জী**, পিতা শ্রী নারায়ন চ্যাটার্জ্জী, সাকিম রসোড়া, কান্দী, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১৩৮ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। __তপশীল:__ জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা ধিতাড়া, ১৩ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩৬৮ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৭০১ তথা এল.আর ৭৪৮ নং দাগে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ০৬ বর্গফুট বাগান জমি। প্রকাশ থাকে যে, **শ্রী পরিতোষ চ্যাটার্জ্জী**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী লক্ষ্মী সরকার**, স্বামী শ্রী সুকুমার সরকার, **২)শ্রী সুকুমার সরকার**, পিতা ৺মনীন্দ্র নাথ সরকার, উভয়ের সাকিম ধিতাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, বিগত ইং ১৫/০৫/২০১৫ তারিখে A.D.S.R. চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00150/ 2015 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **শ্রী বিনোদ রুইদাস**, পিতা ৺তারক রুইদাস, সাকিম ধিতারা পশ্চিম পাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিগত ইং ১৭/০৪/২০২৬ তারিখে A.D.S.R. চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01044/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী তাপসী রুইদাস**, স্বামী শ্রী বিনোদ রুইদাস, সাকিম ধিতারা, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। __তপশীল:__ জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা ধিতাড়া, ১৩ নং জে.এল. ভুক্ত, আর.এস. ১২৩ তথা হাল এল.আর. ১০৭১ ও ১০৭২ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৭৮৭ তথা এল.আর ৮৪৬ নং দাগে ০১ কাঠা বাঁশবাগান জমি। প্রকাশ থাকে যে, **শ্রীমতী তাপসী রুইদাস**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী শংকরী ঘোষ** স্বামী ৺তারক চন্দ্র ঘোষ, **২)শ্রীমতী অলকা চাঁই** স্বামী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চাঁই, **৩)শ্রীমতী লিপিকা ঘাউ** স্বামী শ্রী জহর ঘাউ, **৪)শ্রীমতী মনিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, ৫)শ্রীমতী কণিকা ঘোষ স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, মহাশয়াগণ বিগত ইং ১২/০৩/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00053/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী অশোক কুমার দত্ত**, পিতা ৺ভূপেশ চন্দ্র দত্ত, সাকিম ৩ নম্বর শান্তিপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল সম্পত্তির অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে __তপশীল:__ জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুঁড়িগাছি, ২০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৬৮ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ১৫৩২ তথা হাল এল.আর ১৫৩৯ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ১ কাঠা ১৫ ছটাক সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/০৬/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01907/2018 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী জয়কিষাণ সাহানি ওরফে জয় কিষাণ সাহানি**, পিতা শ্রী বৈজনাথ সাহানি, ২২/ই/৩১৭, এন.বি. লাইন, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, **শ্রী জয়কিষাণ সাহানি ওরফে জয় কিষাণ সাহানি**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী শংকরী ঘোষ** স্বামী ৺তারক চন্দ্র ঘোষ, **২)শ্রীমতী অলকা চাঁই** স্বামী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চাঁই, **৩)শ্রীমতী লিপিকা ঘাউ** স্বামী শ্রী জহর ঘাউ, **৪)শ্রীমতী মনিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, ৫)শ্রীমতী কণিকা ঘোষ স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, মহাশয়াগণ বিগত ইং ১২/০৩/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00053/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী অশোক কুমার দত্ত**, পিতা ৺ভূপেশ চন্দ্র দত্ত, সাকিম ৩ নম্বর শান্তিপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল সম্পত্তির অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিগত ইং ১৯/০৩/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00702/2018 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রাজু সেনাপতি**, পিতা শ্রী কালিদাস সেনাপতি, সাকিম ৩৪/১১, এ্যাঙ্গাস লাইন, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। __তপশীল:__ জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুঁড়িগাছি, ২০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৬৮ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ১৫১৯, ১৫২৯ ও ১৫৪০ তথা হাল এল.আর ১৫২০, ১৫৩৬ ও ১৫৪৯ নং দাগে কমবেশী ০২ কাঠা ০১ ছটাক ৩১ বর্গফুট সম্পত্তি শালি ও শুনা জমি। প্রকাশ থাকে যে, **শ্রী রাজু সেনাপতি**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী সন্ধ্যা মেটে**, পিতা ৺নন্দলাল পাল, স্বামী শ্রী শ্যামসন্দর মেটে, সাকিম মোক্তারপুর, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪০১, মহাশয়া বিগত ইং ২৭/০৪/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01919/ 2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী সঞ্জীব কাঁড়ার**, পিতা সুফল কাঁড়ার, ও **২)শ্রী জয়ন্ত পাল**, পিতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র পাল, উভয়ের সাকিম ব্রাহ্মনপাড়া, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ২৭/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00747/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী ববিতা দাস**, স্বামী শ্রী অনিল দাস, সাকিম মোহনবাটী, কৈকালা, হরিপাল, হুগলী মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। __তপশীল__ - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা ব্রাহ্মনপাড়া, ৭৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১২৩ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৭৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২০ শতকের মধ্যে ০.১২৫০ অংশে ২.৫০ শতক তন্মধ্যে ০২ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী ববিতা দাস**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)
চন্দননগর আদালত, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিতাগন ১) শ্রী বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, পিতা শ্রী অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য ও ২) শ্রী সান্নী ব্যানাজ্জী, পিতা শ্রী দীপক ব্যানাজ্জী কে আমমোক্তার দাতা শ্রী ভুদেব ব্যানাজ্জী, পিতা ৺রামসত্য ব্যানাজ্জী, সকলের ঠিকানা সাং + পোঃ - পাট ঝালদা, থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া। তার নিজ নামিত রেকর্ডভুক্ত জমি যার মৌজা পাট ঝালদা, জে. এল. নং ১৩২, খতিয়ান নং ৬৮০, হাল দাগ নং ১০৩, পরিমাণ ৩৬ (ছত্রিশ) ডেঃ জমি বিক্রি করার জন্য ঝালদা এ. ডি. এস. আর. আফিসে ২০২৪ সালের ১৩৫৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে ক্ষমতা প্রদান করেন। বর্তমানে আমমোক্তার গ্রহিতাগনের নিকট আমার মোক্কেল ঃ- ১) নির্মল রজক, ২) সমির রজক, পিতা ভিখু রজক, সাং মাঝিডি থানা কোটশিলা জেলা পরুলিয়া ঝালদা এ. ডি. এস. আর. আফিসে ২০২৪ সালের ১৭৭০ নং কোবালা দলিল মূলে উক্ত হাল দাগ নং ১০৩ -এ ২ (দুই) ডেঃ জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে A.D.S.R., Jhalda ও B.L. & L.R.O., Jhalda - অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Prabhat Ranjan Daripa, Advocate,
District Judge's Court Purulia

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিতা ১. গুড্ডু রাইন, পিতা সরফু রাইন, ও ২. সেখ সাগির, পিতা সেখ লালু সাং - ঝালদা, পোঃ + থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া কে আমমোক্তার দাতা - সেখ ছুটুবাবু, পিতা সেখ নুলু ওর্ফে সেখ নহু, সাং - ঝালদা ওয়ার্ড নং ৭, পোঃ+থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, তার নিজ নামিত রেকর্ডভুক্ত জমি, ঝালদা মৌজার (জে. এল. নং ১৩১), খতিয়ান নং - ১০৬২২, হাল প্লট নং ৪০৮০, শ্রেনী - বহাল, পরিমান ৩০ ডেঃ (ত্রিশ ডেসমিল) জমি বিক্রি করার জন্য ঝালদা এ. ডি. এস. আর. আফিসের ২০২৬ সালের ১৪৪ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়েছেন। বর্তমানে আমমোক্তার গ্রহিতার নিকট আমার মোক্কেল ঝালদা এ. ডি. এস. আর. আফিসের ০১/০৬/২০২৬ তারিখের রেজিস্ট্রীকৃত কোবালা দলিল মুলে উক্ত খতিয়ান নং ১০৬২২, হাল দাগ নং ৪০৮০ তে :- ১) সেখ ইসরাক, পিতা সেখ হামিজ, দলিল নং ১৫৭৯, ক্রয় পরিমাণ ' - ১.৬ (এক দশমিক ছয়) ডেঃ, ২) রেজাক সেখ, পিতা সেখ মকবুল, দলিল নং ১৫৮০, ক্রয় পরিমাণ - ২.৫ (দুই দশমিক পাঁচ) ডেঃ, ৩) সেখ কায়েম, পিতা মেসের সেখ, দলিল নং ১৫৮১, ক্রয় পরিমান - ১.৫ (এক দশমিক পাঁচ) ডেঃ, এবং ৪) সেখ জাফর, পিতা সেখ ইউনুস, দলিল নং ১৫৮২, ক্রয় পরিমাণ - ১.৫ (এক দশমিক পাঁচ) ডেঃ। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে A.D.S.R., Jhalda ও B.L. & L.R.O., Jhalda - I অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Prabhat Ranjan Daripa, Advocate,
District Judge's Court Purulia

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী ১) কৃষ্ণেন্দু মুখার্জী (মুখোপাধ্যায়), পিতা- মৃত প্রশান্ত কুমার মুখার্জী (মুখোপাধ্যায়), ওরফে প্রশান্ত মুখার্জী (মুখোপাধ্যায়) ২) শিবাশিস মুখার্জী ৩) শুভাশীষ মুখার্জী, উভয়ের পিতা- মৃত অনুজ মুখার্জী ওরফে অনুজ কুমার মুখার্জী সাং+পোঃ- দেবগ্রাম, নিকট হইতে 2024 সালে 8559 নং A.D.S.R Debagram অফিসে GENERAL POWER OF ATTORNEY, করেন দেবগ্রাম নিবাসী তপন নন্দন, পিতা- মৃত অক্ষয় নন্দন-কে, যার মৌজা- দেবগ্রাম, ৬০ নং L.R. দাগ-4926, খতিয়ান নং- L.R.- 12042, 12988, 12989, দেবগ্রাম অফিসে গৃহীত। ১) সুনীল দাস, পিতা- বাঙালী দাস, ২) গোপাল দাস, পিতা- অনুকূল দাস, দলিল নং- 1086/2025 ও 7382/2025 অনুযায়ী L.R. রেকর্ড করিবেন। যদি কারোর আপত্তি থাকে, তাহা হইলে দেবগ্রাম BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন ৩০ দিনের মধ্যে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

I, Pronab Kumar Singha son of Late Rudra Kinkar Singha, Vill- Mithapur, P.O. & P.S. Jakkanpur, Dist. Patna, do hereby affirm and state that I have been duly appointed as Attorney on behalf of the co shares of schedule property as given below by 1. শ্রীমতি নিভারানী সিংহ 2. সমর কুমার সিংহ 3. আরতি সিংহ 4. শ্রীমতি কনিকা 5. বীনাপাণি সিংহ 6. অমরেন্দ্র কুমার সিংহ 7. আসিস কুমার সিংহ 8. অজ্জন কুমার সিংহ 9. শিপ্রা ঘোষ 10. স্নিগ্ধা মিত্র সর্ব সাং- মিঠাপুর, পোঃ ও থানা- জাকনপুর, জেলা- পাটনা, তপশীল- মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেলডাঙ্গা থানার দলুয়া (জে.এল. 27) মৌজাস্থিত সম্পত্তি খতিয়ান নং- সাবেক 2706 হাল 1762 দাগ নং 3856 পরিমান 3 শতক সম্পত্তিতে আপনাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলাম। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, কাহারও কোন প্রকার আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

NOTICE

By affidavit No. 10733 dt. 13/8/ 2026 sworn before Magistrate, 1st class, Kharagpur I declared that my real name is **Alok Kumar Dutta.** Whereas in Birth Certificate No. 216621 dt. 19.03.2004 and also in the Admit issued by WBBSE my name as father of my son, **Samarjit Dutta** has been entered as **Aloke Kumar Dutta**. **Alok Kumar Dutta** and **Aloke Kumar Dutta** are one and the same person.

Alok Kumar Dutta
Ghagra, P.O.- Hijli Co-Op.
P.S. - Kharagpur (L),

NOTICE

This is to inform that, 1). **Nichu Bala Pramanik** W/o Satish Pramanik and {2). **Kalpana Pramanik,** 3). **Alpana Pramanik** 4). **Kabita Pramanik)}** D/o Satish Pramanik, R/o- Chandipur, P.O. -Rakhajangal, P.S.- KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur, executed General Power of Attorney in respect of **104** Dec. property, vide Deed No IV-48 on dt. 19/04/1975 at A.D.S.R. Sadar, Midnapore in favour of **Badal Chandra Pramanik** S/o Satish Pramanik in respect of **104** Dec. property, Plot No.- RS & LR- 20, Khatian No.-RS-13/1, LR- 6, 11, 13, 41, 48, J.L. No.-92, Mouza - Kantageria, P.S.-KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur.
Then said attorney sold out approx 104 Dec. area of the said property to **Bikash Routh** S/o **Sarat Routh**, R/o- Rajpura, P.O. -Rakhajangal, P.S.- KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur, 721301, through the Deed No.- I-9593/26 on 05/ 08/2026 at A.D.S.R. Sadar, Midnapore. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law. **Nichu Bala Pramanik**

NOTICE

This is to inform that, **Ramani Mohan Banerjee** S/o Late Radhika Ranjan Banerjee, R/o- Kot Bazar, P.O. Midnapore, P.S.- Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur, executed General Power of Attorney in respect of **33** Dec. property, vide Deed No IV-20 on 31/01/ 2006 at A.D.S.R. Sadar, Midnapore in favour of **Panchanan Dolai** S/o Late Gunadhar Dolai in respect of **33** Dec. property, Plot No. RS-871, 872 & 875, CS Khatian No.- 187, Khatian No.-RS-1321, J.L. No.- 232, Mouza - Inda, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur. Then said attorney sold out approx **02½** Dec. area of the said property to **Harishankar Bhattacharjee** S/o Anidi Bhattacharjee, R/o- Bamunpara, P.O. Inda, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur- 721305, through the Deed No.- I-7330/2006 on 25/09/2006 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he /she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/ her claim shall not be entitled as per law.

Ramani Mohan Banerjee

NOTICE

This is to inform that, **Poulomi Choudhury Ghosh @ Poulomi Ghosh Choudhury** W/o Anubhav Choudhury, R/o- Sanjoal, P.O. Kharagpur, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur- 721301, executed General Power of Attorney in respect of 30 Dec. property, vide Deed No IV -1760/23 on 28/02/ 2023 at A.D.S.R. Kharagpur, in favour of **Supra Ghosh** W/o Partha Pratich Ghosh in respect of **30** Dec. property, Plot No. RS-2205 & LR-6263, Khatian No. RS- 176, LR-4897, J.L. No.-232, Mouza - Inda, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx **05** Dec. area of the said property to **C Kalpana Rao** W/o **C Shankar Rao**, R/o- Traffic Settlement, Golekhuli, P.O. Kharagpur, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur- 721301, through the Deed No.- I-4958/26 on 24/ 07/2026 at Kharagpur A.D.S.R.

That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

Poulomi Ghosh Choudhury

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

একাধিক ইস্যুতে কাঁকিনাড়ার রথতলা বালিকা বিদ্যামন্দিরে পড়ুয়াদের তুমুল বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিম্নমানের মিড ডে মিলের খাবার, মিউজিক কক্ষ বন্ধ থাকা-সহ একাধিক ইস্যুতে বৃহস্পতিবার কাঁকিনাড়ার রথতলা বালিকা বিদ্যামন্দিরে বিক্ষোভ দেখাল পড়ুয়ারা। সেই বিক্ষোভে সামিল হলেন গুটিকয়েক অভিভাবিকারা। পড়ুয়ারা হাতে পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। পাশাপাশি প্রধান শিক্ষিকার বদলির দাবিতে এদিন পড়ুয়ারা সরব হয়েছিল। প্রসঙ্গত, জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের ভাটপাড়া পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনস্থ রথতলা রাজলক্ষ্মী বালিকা বিদ্যামন্দির ৭১ বছরের প্রাচীন। এই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা হাজারেরও বেশি। এদিন টিফিনের সময় একাধিক সমস্যা নিয়ে পড়ুয়ারা একজোট হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অভিযোগ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বাবদ ফি নেওয়া হয়। অথচ কম্পিউটার শেখানো হয় না। তাছাড়া শৌচালয়গুলো খুব অপরিচ্ছন্ন থাকে। শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত পাখা নেই। পাখা থাকলেও ঠিকঠাক চলে না। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া সুচন্দ্রা দাস জানায়, মিড ডে মিলের খাবারে পচা ডিম দেওয়া হয়। অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষিকার কাছে জানিয়ে কাজ হয়নি। তাঁরা প্রধান শিক্ষিকার বদলি চায়। অপরদিকে অভিভাবিকা স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য বলেন, মিড ডে মিলের খাবারে পচা গন্ধ ডিম দেওয়া হয়। মিড ডে মিলের খাবার খেয়ে মাঝে মধ্যেই বাড়িতে ফিরে মেয়ে অসুস্থ বোধ করে। তাঁর অভিযোগ, অন্যান্য সরকারি স্কুলের চেয়ে এখানে অতিরিক্ত ফি নেওয়া হয়। নজরদারির জন্য স্কুলে নেই সিসিটিভি ক্যামেরা। স্নিগ্ধা দেবীর আরও অভিযোগ, প্রধান শিক্ষিকা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, প্রধান শিক্ষিকা শুধরাতে হবে। অন্যথায় ওনাকে অন্য স্কুলে বদলি করা হোক। যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ প্রধান শিক্ষিকা চৈতালি সরকার। প্রধান শিক্ষিকা জানান, ১৯৫৫ সালের স্কুল। ওয়ারিং নষ্ট হয়ে গেছে। যেই শ্রেণি কক্ষে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেখানে নতুন করে ওয়ারিং করা হয়েছে। পাখাও লাগানো হয়েছে। প্রধান শিক্ষিকার দাবি, মিড ডে মিলের খারাপ অনেক ভালো। পুরসভার আধিকারিকরা এসে খাবারের গুণগতমান পরীক্ষা করেন। শৌচালয় অপরিষ্কার নিয়ে তাঁর সাফাই, এনওসি ছাড়াই সকালে একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে। ওই স্কুলে ৭০০ জন পড়ুয়া প্রতিদিন শৌচালয় ব্যবহার করছে। দশ বছর ধরে ওই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্কুল ছাড়তে বলা হচ্ছে। কিন্তু ওরা কিছুতেই স্কুল ছাড়তে রাজি হচ্ছে না। অভিভাবকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন প্রধান শিক্ষিকা চৈতালি সরকার। তাঁর দাবি, কেউ উস্কানি দিয়ে ছাত্রীদের উত্তেজিত করেছে।

ভয় দেখিয়ে জমি দখল ও টাকা না দেওয়ার অভিযোগ, প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জমি হাতিয়ে বহুতল নির্মাণের পর চুক্তি অনুযায়ী সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা না দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠল কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর বাপি ঘোষের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারিণী উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর এলাকার এক বাসিন্দা। আর এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাক্তন ওই পুরপ্রতিনিধি ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তর কলকাতার ৫ নম্বর গোপী মোহন দত্ত লেনের বাসিন্দা অনিতা সাউ নামের এক মহিলা সম্প্রতি শ্যামপুকুর থানার দ্বারস্থ হন। অভিযোগকারিণীর দাবি, ২০২০ সালে ভয় দেখিয়ে এবং চরম মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তাঁর কাছ থেকে একটি জমি হস্তান্তরের চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নেন বাপি ঘোষ ও তাঁর অনুগামীরা। উদ্দেশ্য ছিল, ওই জমিতে বহুতল আবাসন নির্মাণ। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বহুতল তৈরির পর অনিতাদেবীকে একটি তৈরি ফ্ল্যাট, একটি দোকানঘর এবং নগদ সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে।

অনিতাদেবীর অভিযোগ, বহুতল নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পর তাঁকে চুক্তিমতো ফ্ল্যাট ও দোকানঘর ফিরিয়ে দেওয়া হলেও, প্রাপ্য সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা দিতে অস্বীকার করেন অভিযুক্ত প্রাক্তন কাউন্সিলর। অভিযোগ, বকেয়া টাকা চাইতে গেলে অনিতাদেবী এবং তাঁর ছেলেকে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং বিষয়টি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে চরম ফল ভুগতে হবে বলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। দীর্ঘ সময় আতঙ্কে মুখ না খুললেও, সম্প্রতি সাহসে ভর করে ২৫ আগস্ট শ্যামপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

অভিযোগের তীব্রতা বিবেচনা করে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে প্রতারণা, তোলাবাজি এবং হুমকি-সহ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক জামিনঅযোগ্য ও মারাত্মক ধারায় মামলা রুজু করেছে শ্যামপুকুর থানার পুলিশ। গোটা ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এই সমস্ত অভিযোগ এবং দায়ের হওয়া এফআইআর নিয়ে অভিযুক্ত প্রাক্তন কাউন্সিলর বাপি ঘোষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে তদন্তকারী আধিকারিকরা চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য নথি পরীক্ষা করে দেখছেন।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের রাখির এক্সক্লুসিভ কালেকশন লঞ্চ

কলকাতা: সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস, ৮৭ বছরেরও বেশি পুরনো এক ঐতিহ্যের অধিকারী সর্বভারতীয় জুয়েলারি রিটেইলার, যার ভারতজুড়ে ১৮৯টিরও বেশি শোরুম রয়েছে। এবার সেনকো সোনা, রুপা এবং হীরা দিয়ে রাখির এক্সক্লুসিভ কালেকশন লঞ্চ করেছে। ভাই-বোনের অমূল্য বন্ধনকে উদযাপন করতে, এই কালেকশনটি সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর তৈরি চিরন্তন রত্নগুলিকে একত্রিত করেছে। 'ক্রাফটেড উইথ লাভ, র‍্যাপড ইন লাভ' এই চিন্তাকে মাথায় রেখে আকর্ষণীয় অফার নিয়ে এল সেনকো। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জয়িতা সেন (ডিরেক্টর, হেড অফ মার্কেটিং ও ডিজাইন, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস) বলেন, 'গ্লপিস বাই সেনকো' তারুণ্যময়, প্রাণবন্ত এবং উৎসবমুখর গয়নার মাধ্যমে এই অনন্য ও প্রিয় বন্ধনকে সম্মান জানিয়ে রাখিবন্ধনের উৎসবকে উদযাপন করে।

বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাবের কেন্দ্রীয় সভাপতি হলেন স্বপন রায়চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, রাজারহাট: সাংবাদিক সংগঠন বেঙ্গল মিডিয়া ক্লাবের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হলেন রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভার বিশিষ্ট ব্যবসায়িক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বপন রায়চৌধুরী। পাশাপাশি উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি এবং জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হলেন তন্ময় ব্যানার্জি এবং রনক প্রসাদ রায়। কেন্দ্রীয় সম্পাদক শেখ মিডিয়া ক্লাবের কৌশিক আলি জানান,এদিন স্বপন রায়চৌধুরী সহ তন্ময় ব্যানার্জি এবং রনক প্রসাদ রায়কে সংবর্ধনা জানানো হল মেমেন্টো, উত্তরীয় এবং মেডেল পরিয়ে। পাশাপাশি নবনিযুক্ত পদাধিকারীদের হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে শংসাপত্রও তুলে দেওয়া হয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৮ অগস্ট ২০২৬, ১০ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার

অ্যাকাউন্ট মামলায় হাইকোর্টে জোর ধাক্কা মমতাপন্থী তৃণমূলের, ৮০৩ কোটি ফ্রিজই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হরিশ মুখার্জি রোডের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে থাকা তৃণমূলের ৪টি অ্যাকাউন্টের ৮০৩ কোটি টাকা ফ্রিজ করার সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার দলের চার-চারটি প্রধান ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চালুর আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট অর্থাৎ মমতাপন্থী তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু শুনানি শেষে সেই আবেদন কার্যত নাকচ করে দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, আসল তৃণমূল কারা, সেই সংক্রান্ত আইনি বিবাদের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার বিষয়ে কোনও নতুন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই হাইকোর্টের এই নির্দেশে চরম ব্যাকফুটে মমতাপন্থী তৃণমূল শিবির।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ মুখার্জি রোডের ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ৪টি অ্যাকাউন্টে বিপুল অঙ্কের টাকা জমা রয়েছে। বিধাননগর সাইবার থানার একটি মামলার তদন্তে নেমে সম্প্রতি ওই অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ বা বন্ধ করে দেয় রাজ্য পুলিশ। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং অ্যাকাউন্টগুলি দ্রুত চালুর দাবি জানিয়ে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল।

এদিন শুনানির সময় রাজ্য সরকারের আইনজীবী আদালতে বিস্ফোরক তথ্য পেশ করেন। রাজ্য পুলিশের তদন্তের গতিপ্রকৃতি উল্লেখ করে আদালতে জানানো হয়, বিধাননগর সাইবার থানার তদন্তে বেশ কিছু সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে। এই ৪টি অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন সময় দেবরাজ চক্রবর্তী একাধিক দফায় মোট ১০ কোটি টাকা পাঠিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, বিতর্কিত সংস্থা 'লিপস অ্যান্ড বাউন্স'-এর তরফে জমা পড়েছে ৩০ কোটি টাকা। পাশাপাশি সুমিত রায় নামের এক ব্যক্তি দিয়েছেন ৭ কোটি টাকা। রাজ্যে কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি ও হাওলা সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় এঁরা সকলেই বর্তমানে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সংস্থার তদন্তের আতশকাঁচের তলায় রয়েছেন। সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে কেন এত বিপুল পরিমাণ টাকা ওই দলীয় অ্যাকাউন্টগুলিতে জমা পড়ল, তা খতিয়ে দেখতেই ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে রাজ্য জানায়।

পাল্টা যুক্তিতে মমতাপন্থী তৃণমূলের আইনজীবী ফ্রিজ হওয়া অ্যাকাউন্ট চালুর জোর সওয়াল করলেও বিচারপতির কড়া পর্যবেক্ষণে সেই আশা ভেস্তে যায়। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, দলের দৈনিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে যাতে কোনও চরম সমস্যা না হয়, তার জন্য অন্য একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে থাকা বন্ধ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার বিকল্প ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি নজরদারির জন্য আদালত আগেই এক স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ করেছে। তাই আপাতত অতিরিক্ত কোনও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। এর পাশাপাশি হাইকোর্ট এ নির্দেশও দেয়, মামলাটির সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি পক্ষকে নিজ নিজ বক্তব্য জানিয়ে দ্রুত হলফনামা পেশ করতে হবে। একই সঙ্গে রাজ্য পুলিশকেও তাদের তদন্তের অগ্রগতির নতুন রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের এই অন্তর্বর্তী নির্দেশের ফলে পুজোর ছুটির আগে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের টাকা পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা রইল না। দুর্গাপুজোর ছুটির পর হাইকোর্ট পুনরায় খুললে এই হাইপ্রোফাইল মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

নোয়াপাড়ায় নিহত যুবকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য মন্ত্রীর

মৃতের স্ত্রীকে চাকরির আশ্বাস অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সাউথ জুটমিল রোডে নিহত প্রতিবাদী যুবক শেখর চৌধুরী ওরফে বান্টির বাড়িতে গেলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক অর্জুন সিং। নিহতের পরিবারের হাতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে দেন। পাশাপাশি মৃতের স্ত্রীকে গারুলিয়া পুরসভায় চাকরির বন্দোবস্ত করার আশ্বাস দেন। মন্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, খুনে অভিযুক্ত বিকি চৌধুরীর মাসি তথা মাদক বিক্রেতাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিংয়ের সঙ্গী বিবেক যাদব গারুলিয়ায় মাদক বিক্রি করে। এঁদের একটা চক্র রয়েছে। মন্ত্রীর কথায়, জনবহুল এলাকায় একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হল। অথচ কেউ ছুটে এসে ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন না। এটাই বিস্ময়ের। তবে অপরাধীদের কঠোর সাজা দিতে আদালতে ঠিকমতো সাক্ষ্য দেওয়ার তিনি পরামর্শ দিলেন। প্রসঙ্গত, বুধবার রাতে বাড়ির পাশে মহাদেব ক্লাবে মদ্যপানের আসর বসেছিল। মদ্যপানের প্রতিবাদ করেছিলেন স্থানীয় যুবক শেখর চৌধুরী ওরফে বান্টি। অভিযোগ, প্রতিবাদী যুবককে ইট দিয়ে থেঁতলে বেধড়ক পেটানো হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং পরে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রবিবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় নোয়াপাড়া থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই বিকি চৌধুরী, আমন চৌধুরী ও পিন্টু চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে। নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিংয়ের অভিযোগ, ধৃত বিকির মাসি ইছাপুর ফাঁড়ির কাছে রুটি বিক্রির আড়ালে মাদক বিক্রি করেন। গারুলিয়া-সহ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে উনি মাদক পাচার করেন। ওনাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি, ভাসবে উপকূল ও রাঢ়বঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাদ্রের শুরুতেই বদলাতে চলেছে রাজ্যের আবহাওয়া। চলতি সপ্তাহের শেষেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তুমুল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির 'হলুদ সতর্কতা' জারি করা হয়েছে। উপকূল ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলিতে দুর্যোগের মাত্রা সর্বাধিক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পাশাপাশি আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আজ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে বজায় থাকবে চরম আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। তবে শনিবার থেকে ছবিটা একলপ্তে বদলে যাবে। এরপর দক্ষিণবঙ্গে শনিবার থেকেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও তীব্রতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং হুগলি; এই চার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর রবিবার ঝড়ের দাপট বাড়বে রাঢ়বঙ্গে। ওই দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় ভারী বর্ষণের সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। এরপর সোমবারেও দুর্যোগ অব্যাহত থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায়। মঙ্গলবার থেকে অবশ্য বৃষ্টি কমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সমুদ্র আপাতত খুব বেশি উত্তাল না থাকায় মৎস্যজীবীদের জন্য নতুন করে কোনো নিষেধাজ্ঞার বার্তা নেই।

দক্ষিণবঙ্গে জমিয়ে বৃষ্টি হলেও উত্তরবঙ্গে শনিবার থেকে সার্বিকভাবে বৃষ্টির দাপট কমবে। শুক্রবার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং সহ পার্বত্য অঞ্চলের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া বইবে। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিতে ভুগতে হবে সাধারণ মানুষকে।

এদিকে মহানগরীর আবহাওয়া সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, কলকাতাতেও বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৫ থেকে ৯৬ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করায় মারাত্মক ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিল ৩২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শহরে এদিন মাত্র ১.১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত নথিভুক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার শহরে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও, শনিবার থেকে সোম কলকাতা শহরতলিতেও ভারী বৃষ্টির স্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

যাদবপুরের ঘটনায় সল্টলেকের ক্যাম্পাসে তদন্ত কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অচলাবস্থা ও নিরাপত্তার অভাবের অজুহাতে এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস এড়িয়ে সল্টলেক ক্যাম্পাসে আয়োজিত হল উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিশনের বৈঠক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক অনভিপ্রেত ঘটনার তদন্তে গঠিত এই কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি বৃহস্পতিবার সেখানে সম্পন্ন হলেও, জল এতটুকু ঘোলা হওয়া কমেনি। একদিকে কমিশনের বৈঠকে ছাত্র-প্রতিনিধি রাখা নিয়ে কর্তৃপক্ষের টালবাহানা, অন্যদিকে বহিরাগতদের অবাধ দাপাদাপিতে ক্যাম্পাসের পঠনপাঠন শিকেয় ওঠার অভিযোগ তুলে সোজাসুজি কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের এই দুই পৃথক ঘটনায় ফের উত্তপ্ত কলকাতার এই বিখ্যাত শিক্ষাঙ্গন। বৃহস্পতিবার বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে কমিশনের চেয়ারম্যান তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট জানান, তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ হবে। অভিযোগ কীভাবে সংগৃহীত হবে এবং কার কার বয়ান রেকর্ড করা হবে, তা আলোচনার মাধ্যমেই ঠিক হচ্ছে।

নিউ মার্কেটের অভিশপ্ত ভবনে ৪০টি ট্রেড লাইসেন্স ঘিরে প্রশ্নের মুখে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের অভিশপ্ত 'শিখা ইন' অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে নেমে চরম অনিয়ম ও দুর্নীতির চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল তদন্তকারীদের হাতে। সূত্রের খবর, ওই একটিমাত্র ভবনের ভিতরেই মোট ৪০টি পৃথক ট্রেড লাইসেন্সের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। আর এই সিংহভাগ লাইসেন্সই প্রদান করা হয়েছে তৃণমূল পরিচালিত বর্তমান পুরবোর্ডের জমানায়। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, একটি ভবনের অন্দরে সত্যিই কি ৪০টি ব্যবসা চালানোর পর্যাপ্ত পরিকাঠামো বা অগ্নি-সুরক্ষাবিধি রয়েছে কি না তা নিয়ে। অনুমোদন দেওয়ার আগে সরজমিনে তা আদৌ যাচাই করা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বড়সড় বিতর্ক।

তদন্তে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে তৎকালীন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের জমানায় ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া 'সহজতর' করার লক্ষ্যে অনলাইনে স্বয়ংক্রিয় ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের নয়া ব্যবস্থা চালু হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী, আবেদনকারী অনলাইনে কেবল একটি 'সেলফ ডিক্লেয়ারেশন' বা হলফনামা জমা দিলেই মাত্র কয়েকটি ক্লিকে মিলত ট্রেড লাইসেন্স কিংবা তার রিনিউ। পুরসভার কোনও আধিকারিক ঘটনাস্থলে না গিয়েই স্রেফ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এই অনুমোদন দিয়ে দিতেন। অভিযোগ, এই শিথিল নিয়মের সুযোগ নিয়েই নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে ওই ভবনে যথেচ্ছভাবে একের পর এক লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অথচ বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে চালু থাকা নিয়ম অনুযায়ী, নতুন ট্রেড লাইসেন্স বা পুনর্নবীকরণের আবেদন জমা পড়লেই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইনস্পেক্টররা ঘটনাস্থলে গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করতেন। অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হলে তবেই মিলত ছাড়পত্র। পরবর্তীতে তৃণমূল চালিত পুরবোর্ড 'ইনস্পেক্টর রাজ' এবং পরিদর্শনের নামে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে সেই সরেজমিন পরিদর্শনের প্রথা বাতিল করে অনলাইন সেলফ-ডিক্লারেশন প্রথা নিয়ে আসে। দুর্ঘটনা ঘটার পর এখন প্রশ্ন উঠছে, দুর্নীতি বা তোলাবাজি রুখতে গিয়ে পুরসভা নাগরিক নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো যাচাইয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছিল কি না সে ব্যাপারেও।

শুধু পুরসভার ট্রেড লাইসেন্সই নয়, দমকল বিভাগের বিরুদ্ধেও উঠেছে কাড়ি কাড়ি টাকার বিনিময়ে ছাড়পত্র বিক্রির গুরুতর অভিযোগ। অভিযোগ, নগদ দেড় থেকে দু'লাখ টাকার বিনিময়ে ওই ভবনকে দেওয়া হয়েছিল তিন বছরের 'ফায়ার সেফটি' সার্টিফিকেট। এছাড়া 'ফায়ার লাইসেন্স' বের করতে আরও ৫০ হাজার টাকার বেশি দিতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলকে।

এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই তদন্তকারী পুলিশ ও বিশেষ তদন্তকারী দল-এর নজরে এখন দমকল বিভাগের একাধিক আধিকারিক। গত ১০ থেকে ১২ বছর ধরে দমকলের সদর দপ্তরে 'ফায়ার সেফটি' ও 'ফায়ার লাইসেন্স' দেওয়ার দায়িত্বে থাকা অফিসারদের তালিকা তৈরি করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হতে চলেছে। পুরসভা ও দমকল সূত্রের খবর, তদন্তের জল গড়াতেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে নিউ মার্কেট জোনেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকা অন্তত ৬০ থেকে ৭০টি বেআইনি হোটেল ও গেস্ট হাউস সিল করে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

পুজোর পর বদলাতে পারে লেনিন সরণি, কার্ল মার্কস সরণির নাম?

কার্তিক মহারাজের দাবিতে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা ও শহরতলির একাধিক রাস্তার নাম বদল হতে চলেছে দুর্গাপুজোর পর থেকেই, বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের নির্ধারিত কমিটির পক্ষ থেকে এমনটাই ইঙ্গিত পাওয়া গেল। দুর্গাপূজা শেষ হলেই এই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে বলেই বৃহস্পতিবার দাবি করলেন কমিটির সদস্য কার্তিক মহারাজ। তাঁর বক্তব্য, মুঘল, পাঠান রাজা কিংবা ব্রিটিশদের নামের সঙ্গে যুক্ত রাস্তার নাম সরিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নামে রাস্তার নামকরণের পরিকল্পনা সরকার করছে।

কার্তিক মহারাজের আরও দাবি, রাস্তার নাম বদলের বিষয়টি দেখার জন্য রাজ্য সরকারের তৈরি কমিটিতে ইতিহাসবিদ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের একাধিক বিশেষজ্ঞরা নিযুক্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই তাদের কাছেও বেশ কিছু নামের প্রস্তাব এসেছে। সেগুলি খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে বৃহস্পতিবার জানান তিনি।

সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায় শোরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম বদলে গোপাল মুখার্জি রোড করা হয়েছে। এই নাম পরিবর্তনকে ঘিরে রাজ্যে বিতর্কও তৈরি হয়েছিল। এবার আরও কয়েকটি রাস্তার নাম বদলের সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হল।

ঝুঁকির পারাপার...। কুমোরটুলি রেললাইনে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

কলকাতার পুজো-পার্বণেও এবার রাজনীতির ছোঁয়া বড়বাজারে ছেয়েছে 'মোদী-শুভেন্দু' রাখি

রাজীব মুখোপাধ্যায়

উৎসব মানেই বাঙালির কাছে এক টুকরো অনাবিল আনন্দ। আর সেই উৎসবে যদি রাজনীতির ছোঁয়া লাগে, তবে তা হয়ে ওঠে খাস কলকাতার খবরের শিরোনাম। এই বছর রাখিবন্ধন উৎসবের আগে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বড়বাজারের রাখি পট্টিতে পা রাখলে চোখ এড়ানো যাচ্ছে না এক নতুন ট্রেন্ড। এবার আর কেবল কার্টুন বা পুঁতি-চুমকির সনাতনী রাখি নয়, কলকাতার পাইকারি এবং খুচরো বাজার কাঁপাচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি দেওয়া বিশেষ রাজনৈতিক রাখি।

বিজেপির পদ্ম শিবিরের এই দুই শীর্ষ নেতার ছবি বসানো রাখিগুলো নিয়ে কলকাতার মানুষের মধ্যে কৌতূহল ও উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। ধর্মতলার মোড় থেকে শুরু করে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরের হকারদের ডালাতেও দেখা মিলছে এই রাখির। উৎসবের আঙিনায় রাজনীতি কীভাবে সাধারণ মানুষের ড্রয়িংরুম থেকে বাজারের থলিতে ঢুকে পড়েছে, তারই জলজ্যান্ত উদাহরণ এই নতুন ট্রেন্ড।

আর এই বছরের এই নতুন ট্রেন্ড নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার রকমারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। রাজনীতি ও উৎসবের এই অদ্ভুত মেলবন্ধন নিয়ে কী ভাবছেন কলকাতার সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা? বাস্তব চিত্রটা বুঝতে 'একদিন' ঘুরে দেখল বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাতিবাগান এলাকার বিভিন্ন রাখির দোকানে। কথা বলল বেশ কয়েকজন ক্রেতা এবং বিক্রেতার সঙ্গেও।

বড়বাজারের পাইকারি রাখি বিক্রেতা নিমাই সাহা বলেন, আমি প্রায় পঁচিশ বছর ধরে রাখির ব্যবসা করছি। প্রতিবারই কোনো না কোনো নতুন থিম আসে। কখনো ছোট ভীম, কখনো বাহুবলী। তবে এবার 'মোদী-শুভেন্দু' রাখির যে এত বিপুল চাহিদা হবে, তা ভাবিনি। মূলত কাঁথি, মেদিনীপুর বা সবংয়ের মতো জেলাগুলো থেকে আসা খুচরো ব্যবসায়ীরা এই রাখির খোঁজে বেশি আসছেন। বড়বাজারে আমার দোকানে আসা প্রায় প্রতি পাঁচজন ক্রেতার মধ্যে একজন এই রাখির খোঁজ করছেন। বিক্রিও বেশ ভালো, কম সময়ে স্টক শেষ হয়ে যাচ্ছে।

শ্যামবাজার বাজারে বাড়ির জন্য রাখি কিনতে এসেছিলেন গৃহবধূ শম্পা মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, আমি শ্যামবাজারের বাজারে এসেছিলাম ভাইয়ের জন্য রাখি কিনতে। হঠাৎই এই রাখিটা চোখে পড়ল। আমার পরিবার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়, তবে আমার ছোট ভাই প্রধানমন্ত্রী মোদীর বড় ভক্ত। তাঁর কাজ ও ব্যক্তিত্ব ভাইকে খুব টানে। তাই ভাবলাম, এবার তাকে একটু অন্যরকম কিছু দেওয়া যাক। ভাই এটা দেখলে সত্যিই সারপ্রাইজড হবে এবং আনন্দ পাবে। উৎসবের দিনে এটাকে আমি নিছকই একটা মজা হিসেবে দেখছি, এর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক পছন্দ নেই।

যদিও হাতিবাগান বাজারে দেখা গেল এক ভিন্ন ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া। সেখানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক তরুণ-তরুণী এসে রাখিগুলো দেখে হাসাহাসি করছে, ছবি তুলছে এবং কিনছেও। তবে সবাই যে ভালো চোখে দেখছে তা নয়। কয়েকজন ক্রেতা এসে তো বলেই গেলেন, ধুর মশাই, রাখির পবিত্র উৎসবেও রাজনীতি ঢুকিয়ে দিলেন! তবে বাজারের ব্যবসায়ীদের দাবি বিক্রি ভালো হলেও, এই রাখি নিয়ে বাজারে মৃদু বিতর্কও তৈরি হচ্ছে।

শ্যামবাজার বাজারের ফুটপাথের হকার বাপি দাস বলেন, 'বাজারের হাওয়া বুঝে আমাদের ব্যবসা করতে হয়। বিভিন্ন জায়গায় আমার চেনা ব্যবসায়ীদের থেকে শুনলাম মোদী-শুভেন্দুর ছবি দেওয়া রাখি দারুন বিক্রি হচ্ছে, তাই শুনে আমিও এবার বড়বাজার থেকে কয়েক ডজন এই রাখি তুলে এনেছিলাম। ভালোই বিক্রি হয়েছে। রাজনীতি হোক আর যাই হোক, আমাদের বিক্রিটাই শেষ কথা।' তবে সল্টলেকের আইটি কর্মী ও ক্রেতা সৌগত চ্যাটার্জি অবশ্য দাবি করে বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে উৎসবের মধ্যে এই ধরনের রাজনৈতিক প্রচার পছন্দ করি না। রাখিবন্ধন ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্কের উৎসব, সেখানে রাজনৈতিক নেতাদের ছবি থাকাটা একটু দৃষ্টিকটু লাগে। তবে হ্যাঁ, এটা অনস্বীকার্য যে আজকাল মার্কেটিংয়ের দুনিয়ায় রাজনীতি একটা বড় ফ্যাক্টর। মানুষ যেটা পছন্দ করছে, ব্যবসায়ীরা সেটাই বিক্রি করছেন। বাজার অর্থনীতির খাতিরে এটা ঠিক হলেও, বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে এটা কতটা মানানসই, তা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। কলকাতার বাজার সবসময়ই সমসাময়িক ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায়। কখনো পুজো মণ্ডপে রাজনৈতিক থিম, আবার কখনো রাখির সুতোয় নেতাদের ছবি, বাঙালির মজ্জায় মজ্জায় যে রাজনীতি জড়িয়ে রয়েছে, তা এই বছরের রাখির বাজার আরও একবার প্রমাণ করে দিল।

তবে ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে, এই রাখিগুলোর পেছনে সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের মদত না থাকলেও, কোনো কোনো রাজনৈতিক কর্মী নিজেদের অনুগামীদের দেওয়ার জন্য বা এলাকায় বিলি করার জন্য একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এই রাখি কিনছেন। ফলে বাজারে এর চাহিদাও তৈরি হচ্ছে। তবে বিতর্ক যাই থাক না কেন, উৎসবের মুখে কলকাতার অর্থনীতিতে এই 'রাজনৈতিক রাখি' যে নতুন অক্সিজেন জোগাচ্ছে, তা মেনে নিচ্ছেন সকলেই।

সম্পাদকীয়

আদালতের সিদ্ধান্ত সাধারণ যাত্রীদের রেলযাত্রা আরও নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ করবে

রেল দুর্ঘটনায় এদেশে নিরীহ যাত্রীদের মৃত্যুর ঘটনা কম নয়। নিয়ম মেনে দুর্ঘটনায় মৃত বা আহত যাত্রীদের ক্ষতিপূরণ দেয় রেল। সেই ক্ষতিপূরণ নিয়েই এবার বড়সড় নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের সেই নির্দেশে কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত হয়েছেন সাধারণ রেলযাত্রীরা। তাদের নিরাপদ রেলযাত্রা নিশ্চিত করতে এই রায় অত্যন্ত কার্যকরি হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কোনও রেল দুর্ঘটনায় মৃত যাত্রীর কাছ থেকে টিকিট উদ্ধার না হলেই যে তিনি বিনা টিকিটে ভ্রমণ করছিলেন, এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। সম্প্রতি রেল দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত এক মামলায় এমনই তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। শুধু তাই নয়, রেলওয়ে ক্লেমস ট্রাইব্যুনালের একটি রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আপিল মামলায়, ওই ট্রাইব্যুনাল মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেছিল। সেই রায়কেও খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশ, নিয়ম মেনেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য রেলওয়ে। আদালত আরও বলেছে, দুর্ঘটনার পর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে টিকিট হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। শুধুমাত্র টিকিট পাওয়া যায়নি, এই যুক্তিতে রেল কর্তৃপক্ষ কারও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবি খারিজ করতে পারে না। যাত্রী বৈধ টিকিটে ভ্রমণ করছিলেন কি না, তা অন্যান্য ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকেও বিচার করা যায়। এসব ক্ষেত্রে সেই সব বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে তবে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এই রায়ের ফলে আগামী দিনে রেল দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পথ আরও প্রশস্ত হল বলেই মনে করছে আইনজীবীমহল। সেই সঙ্গে রেল দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ নিয়ে একাধিক সমস্যারও সমাধানের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে আদালত। আদালতের এই নির্দেশের ফলে যাত্রীস্বার্থ আরও সুরক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি রেলের তরফেও দায়িত্ব আরও বাড়ল। যাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা উপহার নিশ্চিত করতে রেলকে আরও তৎপর হতে হবে। কারণ, মনে রাখতে হবে, ভারতীয় রেল দেশের লাইফলাইন। একে আরও নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত করতে হবে আম জনতার জন্য। এই রায় রেলকে সেই পথে আরও একধাপ এগিয়ে দিলে সেটাই বড় পাওনা।

শব্দছক ২৫৪

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. জয়ের অভাব ৫. অশ্রু ৮. চেহারা ৯. শক্তি ১২. জনশূন্য বিশাল অঞ্চল ১৩. হেনস্তা ১৫. ভুল বকা ১৬. পুষ্পে গাঁথা হার ১৭. শামুক গেঁড়ি প্রজাতীয় ১৮. বাংলা প্রদেশের সমার্থক ১৯. সরু হাত লাঠি ২০. শোওয়া

ওপর-নিচ: ২. প্রবল বন্যায় মানুষজনের অবস্থা ৩. নবগ্রহের সংখ্যা (পূর্বতন) ৪. শিকারী পক্ষী ৫. নতুন বউ ৬. আকাশ ৭. রামের পুত্র ১০. বক্র ১১. অনুকূল ১২. জলপাইগুড়ি শহরের কাছাকাছি এক শহর ১৩. সরু নর্দমা ১৪. গরমমশলার একটি পদ ১৬. মর্দন ১৮. অরণ্য

সমাধান ২৫৩ — পাশাপাশি: ২. অসময় ৫. লবঙ্গ ৭. ঝড় ৮. ঢাক ৯. নরকঙ্কাল ১১. হাত ১২. দর ১৩. চাঙ্গা ১৪. কর্ম ১৬. দলমাদল ১৮. সাল ১৯. লতা ২০. মধুপ ২১. প্রজাপতি

ওপর-নিচ: ১. জলঢাকা ২. অঙ্গ ৩. ময়ূর ৪. মোড়ল ৬. বক ৭. ঝঙ্কার ৯. নত ১০. কদম ১১. হাঙ্গামা ১৩. চালতা ১৪. কল ১৫. জলপথ ১৬. দলমা ১৭. দরজা ১৮. সাধু ২০. মতি

আজকের দিন

■ **১৯৩৭** — কিচিরো টয়োডা কর্তৃক টয়োটা মোটর কর্পোরেশন একটি স্বাধীন কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **১৯৫৫** — এমেট টিলকে মিসিসিপিতে অপহরণ করে হত্যা করা হয়, এই বর্বর ঘটনাটি আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে।

জন্মদিন

১৮২৮ বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী অদ্বৈতানন্দের জন্মদিন।

১৮৫৫ বিশিষ্ট কবি ও সমাজসেবী স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্মদিন।

১৯২৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

স্বর্ণকুমারী দেবী

হিমালয়ের ভঙ্গুরতা ও ভোটেকোশী নদীর রুদ্ররূপ ধারণ

শুভজিৎ বসাক

নেপালের উত্তর দিকের রসুয়া জেলায় তিব্বত ও নেপাল সীমান্তের জিরু ল্যান্ডপোর্টের কাছে ভোটকোশি নদীর অববাহিকায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আকস্মিক হড়পা বান মানবসভ্যতার চরম ভঙ্গুরতাকে পুনরায় স্পষ্ট করে তুলেছে। আমরা প্রযুক্তি আর আধুনিকতায় যতটাই বলিষ্ঠ হই না কেন, প্রকৃতির রুদ্ররূপ আর পর্বতীয় ভূপ্রকৃতির চরম অনিশ্চয়তার সামনে মানুষ কতটা ক্ষুদ্র ও অসহায়; এই ঘটনা যেন তারই এক করুণ নিদর্শন। বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে প্রচারিত শিউরে ওঠা ফুটেজে দেখা গিয়েছে, পাহাড়ের ওপর থেকে প্রচণ্ড গর্জনে নেমে আসছে কাদা, বরফ, বিশাল পাথর ও প্রলয়ঙ্করী জলস্রোত। মুহূর্তের মধ্যে তা গ্রাস করে নেয় সীমান্ত এলাকার বহুতল ভবন, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সেতু এবং দীর্ঘদিনের নির্মিত সংযোগ পরিকাঠামো। মাটি থেকে প্রায় ২০-৩০ ফুট ওপরে বসানো শক্তপোক্ত সিসিটিভি ক্যামেরাও কয়েক সেকেন্ডে তলিয়ে যায় কাদা-জলের তোড়ে। চোখের পলকে গোটা এলাকা রূপান্তরিত হয় এক মহাশ্মশানে। এই বিপর্যয় কেবল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের আকস্মিক স্থানীয় ঘটনা নয়, বরং এটি হিমালয় পর্বতমালার জটিল ভূতাত্ত্বিক গঠন এবং পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক আবহাওয়ার এক ভয়ঙ্কর ও বাস্তব প্রতিফলন।

ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, হিমালয় হলো পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ ও সর্বাধিক সক্রিয় পর্বতমালা। ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে এই অঞ্চলের শিলাস্তর অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং ভূকম্পনপ্রবণ। নেপালের ভূপ্রকৃতি অত্যন্ত খাড়া ও চ্যুতিপ্রবণ হওয়ায় চরম বৃষ্টিপাত বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে জমা হওয়া বিপুল জলরাশি সহজে সমতলে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায় না। ফলে তা সংকুচিত পাহাড়ি উপত্যকা দিয়ে তীব্র গতিতে নদীর তাণ্ডবরূপী প্রবাহে পরিণত হয়। সাম্প্রতিক এই বিপর্যয়ের পেছনে ভূকম্পনজনিত ভূমিস্খলন অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তথ্যসূত্রে জানা যায়, বিপর্যয়ের দিন সকালে তিব্বতে সৃষ্ট ৪.৯ মাত্রার ভূকম্পনের জেরে পাহাড়ি ঢালে তীব্র তুষারধস ও ভূমিস্খলন ঘটে। এই বিশাল শিলাখণ্ড ও কাদার স্তূপ ভোটকোশি নদী বা তার কোনো উপনদীর গতিপথ সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ করে একটি প্রাকৃতিক বাঁধ বা কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করেছিল। পরবর্তীকালে জলের ক্রমবর্ধমান চাপে সেই বাঁধ মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে যাওয়ায় সঞ্চিত বিপুল জলরাশি দানবীয় শক্তিতে নিম্নাঞ্চলে আছড়ে পড়ে।

এছাড়াও হিমালয় অঞ্চলে হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণজনিত বন্যা বা 'GLOF' (Glacial Lake Outburst Flood) এবং 'সুপ্রা-গ্ল্যাসিয়াল লেক' বা হিমবাহের ওপর গড়ে ওঠা অনিয়ন্ত্রিত হ্রদের পাড় ভাঙার সম্ভাবনাকে ভূতত্ত্ববিদরা অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছেন। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে হিমালয়ের বিশাল বিশাল হিমবাহগুলো দ্রুত গলছে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত নতুন নতুন হ্রদ সৃষ্টি হচ্ছে। বরফ ও মোরেইনের দুর্বল প্রাকৃতিক বাঁধে আটকে থাকা এই বিপুল জলরাশি অতিবৃষ্টি কিংবা ভূকম্পনের সামান্য ধাক্কাতেই ভেঙে পড়ে চরম তাণ্ডব শুরু করে। একই সাথে মানবসৃষ্ট অপরিকল্পিত পরিকাঠামো নির্মাণ, অনিয়ন্ত্রিতভাবে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি, বনাঞ্চল ধ্বংস এবং লাগামহীন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিস্তার পাহাড়ি ঢালগুলোর প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করছে। মানুষ ভেবেছিল সে প্রযুক্তি দিয়ে পাহাড় ও নদীকে বশ করেছে, কিন্তু প্রকৃতির একটিমাত্র ঝাঁকুনিতেই মানুষের সেই অহংকার চুরমার হয়ে গেল।

নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী ভোটকোশি নদী তিব্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে নেপালের ত্রিশূলী নদী ব্যবস্থার সাথে মিশেছে এবং পরবর্তীতে ভারতের প্রধান নদী অববাহিকায় প্রবেশ করেছে। ফলে এই হড়পা বান কেবল একটি স্থানীয় ভৌগোলিক বিপর্যয় নয়, এটি সীমান্ত পেরিয়ে আন্তঃদেশীয় পরিবেশগত ও মানবিক সংকটের সৃষ্টি করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের দরুন অতিবৃষ্টি, তুষারধস, হিমবাহ গলে যাওয়া এবং ভূমিকম্পের মতো একাধিক প্রাকৃতিক বিপদের ক্যাসকেড ইফেক্ট বা শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ভয়াবহ ঘটনার সবচেয়ে আশঙ্কাজনক দিকটি হলো; পূর্বাভাব বা সতর্ক হওয়ার মতো বিন্দুমাত্র সময় না মেলা। মানুষ প্রযুক্তির চাক্ষুষ প্রমাণ হিসেবে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতির এই প্রলয় থামানোর কোনো ক্ষমতা তার ছিল না।

কয়েক মিনিটের ব্যবধানে হাজারো মানুষের জীবন ও অর্জিত সম্পত্তি ধ্বংস করে দেওয়া এই হড়পা বান প্রমাণ করে যে, প্রকৃতির ভয়াল ক্ষমতার সামনে আমরা কতটা ক্ষুদ্র ও অসহায়। হিমালয়ের মতো অতিসংবেদনশীল এলাকায় পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা এবং আগাম বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানোই এখন সকল সভ্য মানুষের একমাত্র করণীয়।

SBI — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
আরএএসএমইসিসিসি-কাম এসএআরসি (১০২৬৪) ৩য় ফ্লোর, মিউনিসিপ্যাল হকার্স মার্কেট, বর্ধমান (৭১৩১০১)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর অ্যাক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে সারফায়েশি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে তাদের নামের বিপরীতে উল্লেখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন বকেয়া পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	বন্ধক/চার্জ করা সম্পত্তির বিবরণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দখলের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা: **শ্রী সঞ্জয় রায়** পিতা- তারা দাস রায়, গ্রাম- মির্জাপুর, নবপল্লী, পোঃ- বর্ধমান, থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১০২	**সম্পত্তির মালিকের নাম শ্রী সঞ্জয় রায়,** পিতা- তারা দাস রায়, গ্রাম- মির্জাপুর, নবপল্লী, পোঃ- বর্ধমান, থানা- বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১০২। সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১৪৪০ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমি এবং তার সাথে অবস্থিত ভবন, যা প্লট নং: ১৪১৪, এল.আর. খতিয়ান নং: ৬০৩৮, জে.এল. নং: ৬৬, মৌজা মির্জাপুর, সরাইটিকর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- দেওয়ানদিঘি এবং জেলা: পূর্ব বর্ধমান-এ অবস্থিত। যা এ.ডি.এস.আর, বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমানের ২০২৪ সালের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং- I-৭০২৬ এর বলে প্রাপ্ত। **সীমানা:- উত্তরে:** অন্যদের সম্পত্তি, **দক্ষিণে:** কাঁচা রাস্তা, **পূর্বে:** অন্যদের সম্পত্তি, **পশ্চিমে:** অন্যদের সম্পত্তি।	০৬.০৫.২০২৬	২৬.০৮.২০২৬	**৩৬,৯৬,১৮৯.০০ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশো উননব্বই টাকা মাত্র) [৩৬,০০,২৫৭.০০** টাকা (এইচবিএল) + ৯৫,৯৩২.০০ টাকা (সুরক্ষা)] যা **০৬.০৫.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, ইত্যাদি।

তারিখ: ২৬.০৮.২০২৬
স্থান: পূর্ব বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — **এসবিআই এইচএলসি সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)**
১ম ফ্লোর, "উইন্ডসর হাইটস" ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা- ৭০০১০৩, ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: শর্মি দাশগুপ্ত, মোবাইল: ৯৬৭৪৭৯৯১৫৬/৯৮৩০৩৩৯৯০৭, ই-মেইল আইডি: sbi.16286@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮(৬)-এর অনুবিধির সাথে পঠিত রুল ৯(১)**-এর অধীনে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/হাইপোথিকেটেড করা হয়েছে, **যার বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত তারিখে **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ১৮.০৯.২০২৬, সময়: সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত ৩০০ মিনিট, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্র. নং.	ঠিকানা সহ ঋণগ্রহীতা(দের)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রীমতী পিয়ালী রায়,** স্বামী- শ্রী ইন্দ্রজিৎ রায় **ঠিকানা ১)** বি-২০ রামগড়, ২য় ফ্লোর, পোঃ- নাকতলা, লুনা বেকারির কাছে, কলকাতা- ৭০০০৪৭ **ঠিকানা ২)** সি/ও অ্যাবে হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, ৪/১৯এ, বিদ্যাসাগর, পোঃ- নাকতলা, ৪ নং মিলনী ক্লাবের কাছে, কলকাতা- ৭০০০৪৭ **এবং শ্রী সুজয় শঙ্কর মুখার্জি, পিতা- মৃত ভূদেব চন্দ্র মুখার্জি** **ঠিকানা ১)** পুষ্পবীথি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ০৮, এ/৮০, নিউ রায়পুর রোড, কলকাতা-৭০০০৮৪ **ঠিকানা ২)** সি/ও অ্যাবে হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, ৪/১৯এ, বিদ্যাসাগর, পোঃ- নাকতলা, ৪ নং মিলনী ক্লাবের কাছে, কলকাতা-৭০০০৪৭	আংশিক জি+২ তলা এবং আংশিক সোজা ৩ তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং "জি-১" চিহ্নিত আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া প্রায় **৭৮৫ বর্গফুট,** কম বা বেশি হতে পারে, এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি কার পার্কিং স্পেস, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া প্রায় **১৪৫ বর্গফুট,** কম বা বেশি হতে পারে, এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধা সহ উক্ত ফ্ল্যাটের সাথে সম্পর্কিত জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ/স্বার্থ, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রাঙ্গণ নং ৮৭/১২/২৩১ডি, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, অনুরূপ ডাক প্রাঙ্গণ নং ডি-৭৯, রামগড় কলোনি-তে অবস্থিত। থানা - নেতাজি নগর, কলকাতা - ৭০০০৪৭, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০০ নং ওয়ার্ডের মধ্যে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা, **পূর্বে:** ই.পি নং ৪৭৭/এ, **দক্ষিণে:** ই.পি নং ৪৭৬, **পশ্চিমে:** ১৩ ফুট ২ ইঞ্চি চওড়া রাস্তা। দলিদের বিবরণ: এ.ডি.এস.আর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬ সালের জন্য ১৬০৫০২০০১ নম্বর দলিল হিসেবে বুক - I, ভলিউম নম্বর ১৬০৫-২০১৬, পৃষ্ঠা ৫৫০২৬	২১,০৯,৭৭২.০০/- টাকা (একুশ লক্ষ নয় হাজার সাতশো বাহাত্তর টাকা মাত্র) যা ১৭.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং ১৮.১২.২০২৫ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ, এবং তার উপর খরচ ইত্যাদি।	**২৮,৮৬,০০০.০০ টাকা** / **২,৮৮,৬০০.০০ টাকা** / **১০,০০০/- টাকা**

থেকে ৫৫০৫৪-এ নিবন্ধিত।
মালিক:- ১. শ্রীমতী পিয়ালী রায়, পিতা- মৃত চিত্তরঞ্জন বনিক এবং স্বামী- শ্রী ইন্দ্রজিৎ রায়, ২. শ্রী সুজয় শঙ্কর মুখার্জি, পিতা- ভূদেব চন্দ্র মুখার্জি।

দখলের ধরন:- বাস্তবিক **পরিদর্শনের তারিখ:- ১৪.০৯.২০২৬**

a) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক:- https://BAANKNET.com দেখুন।
b) ইচ্ছুক বিডার/দের পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর বিডার অ্যাকাউন্টে জেনারেট করা চালানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে নিলামের তারিখের আগেই ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:- support.baanknet@psballiance.com
ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৮.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

5 STAR SUPER COLOUR — A Product of MSL INDIA
MANAKSIA STEELS LIMITED — An ISO 9001 : 2015 Company
5 STAR SUPERLUME — A Product of MSL INDIA

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : L27101WB2001PLC138341
নিবন্ধিত কার্যালয় : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং : ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫/৫৬
ইমেইল : info.steels@manaksiasteels.com ওয়েবসাইট : www.manaksiasteels.com

২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর সদস্যদের ২৫তম (পঁচিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য সমস্ত বিধানসমূহ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'')-এর ৮ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ০৫ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ২০/২০২০, ০৫ মে, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ০২/২০২২ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলি, যার মধ্যে সর্বশেষটি হল ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'')-এর ০৫ জুন, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2025/83 (সম্মিলিতভাবে ''সার্কুলারসমূহ'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর সাথে পঠিত সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') মেনে একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য আগামী **বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'')/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''ওএভিএম'')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলি মেনে, কোম্পানি গত ২৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে কোম্পানির সেই সমস্ত সদস্যদের ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠিয়েছে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের (ডিপি) কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, সাথে তা অ্যাক্সেস করার ওয়েবলিঙ্কও পাঠিয়েছে। আরও, সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপি-র কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের একটি ওয়েবলিঙ্ক প্রদানকারী চিঠি পাঠানো হচ্ছে, যার মধ্যে সঠিক পাথ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের (বিজ্ঞপ্তি সহ) সম্পূর্ণ বিবরণ উপলব্ধ রয়েছে।

২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com-এ এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ উপলব্ধ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা)-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

যে সমস্ত সদস্য তাদের ইমেইল ঠিকানা (ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্য সহ) কোম্পানি/ডিপি-র কাছে নিবন্ধন করেননি, তাদের এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট করা পদ্ধতিতে তা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সভার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিবরণের জন্য সদস্যদের গত ১১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির দ্বারা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরেজি) এবং একদিন (বাংলা)-এ প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রকাশনাটি দেখার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত বিজ্ঞাপনগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে তাদের ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ রয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানের সাথে পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০, সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে ২৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে আচ্ছাদিত রেজোলিউশনগুলি রিমোট ই-ভোটিংয়ের (এজিএম-এর স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে ভোট দেওয়ার সুবিধা) মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য কোম্পানি দ্বারা এনএসডিএল -কে নিযুক্ত করা হয়েছে। ই-ভোটিংয়ের সুবিধাও এজিএম-এ উপলব্ধ থাকবে এবং যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা পাননি, তারা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন।

কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে যে সমস্ত সদস্যের নাম কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস-এ বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বেনিফিসিয়াল ওনারদের তালিকায় নথিভুক্ত থাকবে, তারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তার এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বলে গণ্য করা উচিত। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া ব্যক্তিরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের অনুরোধ করে এনএসডিএল-কে evoting@nsdl.com বা compliance@mdpicorporate.com-এ লিখতে পারেন। তবে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর কাছে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত সদস্যরা এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ০৯০০ টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫ টায় (আইএসটি) শেষ হবে, এরপর রিমোট ই-ভোটিং এনএসডিএল দ্বারা ব্লক করা হবে। আরও, একবার কোনো সদস্য কর্তৃক রেজোলিউশনের ওপর ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, তা পরবর্তীতে পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন তবে সভায় পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে ভার্চুয়াল সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিং/এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং বা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় যোগদান সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা শ্রী প্রীতম দত্ত, সিনিয়র ম্যানেজার-এর কাছে pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ভোটিং প্রক্রিয়াটি স্ক্রুটিনাইজ করার জন্য বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, কলকাতা-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভোটের ফলাফল শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ তাৎক্ষণিকভাবে কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com-এ এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হবে। এই ফলাফল কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড-এর কাছেও ফরোয়ার্ড করা হবে।

বোর্ড-এর আদেশে
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭.০৮.২০২৬

যুব সমাজকে খেলার মাঠে ফেরার আহ্বান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'খেল কি বাত' এবং 'খেলো ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আসানসোলের বানওয়ারিলাল ভালোটিয়া (বি বি) কলেজে। দেশের নির্বাচিত ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র এই কলেজটিতেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ক্রীড়াপ্রেমী ও যুবসমাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি অগ্নিমিত্রা পল বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রদের ডিজিটাল প্রযুক্তির দিকে অতিরিক্ত মনোনিবেশ করা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য প্রসঙ্গে অগ্নি মিত্রা পল বলেন, 'আজকের দিনে আমাদের প্লে-স্টেশনের বদলে

প্লে-গ্রাউন্ডের বেশি প্রয়োজন। বর্তমান তরুণ প্রজন্ম যেভাবে ভিডিও গেম, মোবাইল স্ক্রিন কিংবা মাদকাসক্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে, সেখান থেকে তাদের মুক্ত করতে একমাত্র খেলাধুলার চর্চা সঠিক উপায়।' এদিনের অনুষ্ঠানে অগ্নি মিত্রা পল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামুড়িয়ার বিধায়ক ডা. বিজন মুখোপাধ্যায়, আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি-সহ কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও জাতীয় স্তরের ক্রীড়াবিদরা উপস্থিত ছিলেন। একইসঙ্গে এদিন সাংবাদিকদের কাছে নেপালের প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মন্ত্রী। নিখোঁজ কাঁকসার বাসুনারার এক দম্পতির খবর নেন।

'খেলো ইন্ডিয়া যুব সংবাদ'

প্রধানমন্ত্রীর লাইভ বার্তা শুনল বাঁকুড়ার যুব সমাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মেরা যুব ভারত বাঁকুড়া ও এনএসএস ইউনিট বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ এবং এনএসএস ইউনিট শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজের উদ্যোগে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল 'খেলো ইন্ডিয়া যুব সংবাদ খেল কি বাত পি.এম. মোদী কে সাথ'। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর যুবদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণ লাইভ দেখানো হয় যুবদের। দুই কলেজের অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা ও শালতোড়া বিধানসভার বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি। বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজে উপস্থিত ছিলেন অনিমেষ মুখার্জি জাতীয় স্তরের জ্যাভেলিন খেলোয়াড় ও স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোচ শুভম ভাজারি। শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজে উপস্থিত ছিলেন স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোচ রজনীশ শর্মা। এই খেলোয়াড়দের সঙ্গে দুই কলেজের যুবরা ক্রীড়া ও নেশা মুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথন করে। বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজে এদিন উপস্থিত ছিলেন মাই ভারত বাঁকুড়ার জেলা যুব আধিকারিক অম্বেষা ভট্টাচার্য, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসাররা-সহ কলেজের টিচার ইন চার্জ বসুমিত্রা সিং প্রমুখ। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটিতে এবার বেশ নতুনত্ব রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মাই ভারত বাঁকুড়া জেলা যুব আধিকারিক অম্বেষা ভট্টাচার্য। আগামী ২৯ শে আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে সব যুবদের অন্তত ১ ঘণ্টা কোনও না কোনও ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান তিনি।

ভাই-বোনের অটুট বন্ধনের বার্তা বিধায়ক শীতল কপাটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: পশ্চিম মেদিনীপুর রাখি পূর্ণিমার পবিত্র দিনে বোনের হাত থেকে রাখি পরে ভাই-বোনের অটুট ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হলেন ঘাটাল বিধানসভার বিধায়ক শীতল কপাট। রাখি বন্ধনের এই বিশেষ দিনে বোনের সঙ্গে রাখি পূর্ণিমার আনন্দ ভাগ করে নেন তিনি। ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়ে দেন বোন। ভাই-বোনের ভালোবাসা, স্নেহ ও পারস্পরিক বন্ধনের এই মুহূর্তে আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। বোনের আশীর্বাদে ভাইয়ের জীবনের সমস্ত কালো ছায়া দূর হোক, সুখ-সমৃদ্ধি ও মঙ্গলময় হোক আগামী শীতল কপাট বলেন, 'ভাই-বোনের সম্পর্ক পৃথিবীর অন্যতম পবিত্র সম্পর্ক। ভালোবাসা, স্নেহ ও বিশ্বাসের এই বন্ধন যেন সারাজীবন অটুট থাকে। রাখি পূর্ণিমার দিনে ভাই-বোনের সম্পর্ক আরও মধুর, ভালোবাসায় ভরা ও চিরস্থায়ী হোক।' এই কামনাই করেন তিনি।

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬-এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী
অভিজিৎ টোল রোড (কর্ণাটক) লিমিটেড - দেউলিয়াগ্রস্ত
CIN : U45400WB2011PLC162615

[illegible]

ইভেন্ট	সময়সীমা
[illegible]	১৯-০৯-২০২৬
ই-নিলাম	[illegible]

[illegible]

তারিখ : ২৮/০৮/২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/- সুনীল চোরারিয়া, লিকুইডেটর
মেসার্স অভিজিৎ টোল রোড (কর্ণাটক) লিমিটেড - দেউলিয়াগ্রস্ত
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-002/IP-N01209/2022-2023/14078
এএফএ নং : AA2/14078/02/300627/204366, ৩০-জুন-২৭ পর্যন্ত বৈধ, মোবাইল ৯৮৩১২ ৭৮৩২৬
ই-মেইল : chorariamba@rediffmail.com/cirp.abhijeettoll@outlook.com

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L01222WB1983PLC059695
রেজিস্টার্ড অফিস : অরিহন্ত বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোন নং : (০৩৩) ৪০৪১ ৬৬৬৬, **ফ্যাক্স :** (০৩৩) ২২৪৯ ৭৩১৯, **ই-মেইল :** info@taiind.com
ওয়েবসাইট : www.taiind.com

সংবাদপত্রে সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হচ্ছে তাতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর (এরপর থেকে "বৈদ্যুতিন মোড" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') কর্তৃক জারি করা যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ০৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ২১/২০২১, ০২/২০২২, ১০/২০২২ এবং ১১/২০২২ (সংশোধিত হিসাবে) (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা ১২ মে, ২০২০ এবং ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 এবং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 এবং ১৩ মে, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 (সংশোধিত হিসাবে) (সম্মিলিতভাবে 'সেবি সার্কুলারসমূহ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুসারে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন'), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫, সংশোধিত হিসাবে ('লিস্টিং রেগুলেশনস'), এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারসমূহ মেনে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') অনুষ্ঠিত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কোম্পানির এজিএম ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যার জন্য একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। এজিএম-এর কার্যধারা কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে পরিচালিত হবে বলে গণ্য করা হবে যা এজিএম-এর স্থান হিসেবে গণ্য হবে। মেসার্স এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে লিংক ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত) ('এমইউএফজি ইন্টাইম') রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে, যাতে ভিসি সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করা যায় এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং করা যায়। ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের পদ্ধতি নিচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.taiind.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পূর্বোক্ত এমসিএ সার্কুলার এবং ১২ মে, ২০২০ তারিখের সেবি কর্তৃক জারি করা সার্কুলার অনুসারে কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিদের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। সদস্যরা মনে রাখবেন যে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.taiind.com, মেসার্স এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট https://instavote.linkintime.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**-এও উপলব্ধ থাকবে।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমেই বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪-এর বিধানের সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানসমূহ মেনে, কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ("রিমোট ই-ভোটিং") প্রদান করছে। উপরন্তু, কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা ("ই-ভোটিং") প্রদান করছে। রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

১) রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ০৯.০০ টায় শুরু হবে এবং ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে।

২) বৈদ্যুতিন উপায়ে বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কাট-অফ তারিখ হল ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
   ক) ভোট দেওয়ার জন্য উপরোক্ত তারিখ ও সময়ের পরে মেসার্স এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং একবার কোনো সদস্য কর্তৃক রেজোলিউশনের ওপর ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, সদস্যকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
   খ) যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন তবে সভায় পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

৩) রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে অথবা এজিএম চলাকালীন ভোট দেওয়ার সুবিধা কেবলমাত্র সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ করা হবে যাদের নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা রেজিস্টার অফ মেম্বারস-এ নথিভুক্ত থাকবে।

যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি enotices@linkintime.co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, সদস্য যদি ইতিমধ্যেই এমইউএফজি ইন্টাইম-এর ই-ভোটিং সিস্টেম https://instavote.linkintime.co.in-এ নিবন্ধিত থাকেন এবং/অথবা রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য কোনো কোম্পানির আগের ভোটিংয়ে ভোট দিয়ে থাকেন, তবে তিনি তার ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ইমেইল আইডি এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন :
যদি শেয়ারহোল্ডারের ইমেইল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানির/তার রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট "আরটিএ"/ডিপোজিটরিদের কাছে নিবন্ধিত থাকে, তবে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ ইন করার বিবরণ নিবন্ধিত ইমেইল ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছে।
শেয়ারহোল্ডার যদি কোম্পানি/তার আরটিএ/ডিপোজিটরিদের কাছে তার/তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকেন, তবে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে :
(১) অনুগ্রহ করে আমাদের আরটিএ, এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট... www.in.mpms.mufg.com-এ (Investor Services > Email/Bank detail Registration-এর অধীনে লগ ইন করুন - বিবরণগুলি পূরণ করুন, প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করুন এবং জমা দিন।
(২) ডিম্যাট মোডে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে :
শেয়ারহোল্ডার ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট ("ডিপি")-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ডিপি দ্বারা অনুসৃত ও নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ইমেইল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করতে পারেন।
এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ১০-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
পূর্বোক্ত বুক ক্লোজার-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.taiind.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সমস্ত বিষয়াদি বৈদ্যুতিন ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

৫) বৈদ্যুতিন ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ(গুলি) থাকলে, সদস্যরা হেল্প বিভাগের অধীনে https://instavote.linkintime.co.in-এ উপলব্ধ সদস্যদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ইনস্টাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা enotices@linkintime.co.in-এ একটি ইমেইল লিখতে পারেন অথবা তাদের ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে কল করতে পারেন।

লগইন/ই-ভোটিং সংক্রান্ত শেয়ারহোল্ডারদের/সদস্যদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, তারা instameet.in.mpms.mufg.com-এ ইমেইল পাঠাতে পারেন অথবা- টেলিফোন ০২২-৪৯১৮৬১৭৫-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ড-এর আদেশে
তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্নিগ্ধা খেতান
(ACS-55079)
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : **কলকাতা**
তারিখ : **২৮ আগস্ট, ২০২৬**

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN : L45201WB1996PLC077451
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (পব) ৭০০ ০০১, ফোন ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, **ইমেল :** info@dynamicarchistructures.com

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি এলওডিআর রেগুলেশনস")-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য আগামী সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০ টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ পোলক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর সমাপ্তি : কোম্পানি গত বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ইমেইলের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠিয়েছে যাদের ইমেইল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরিদের কাছে নিবন্ধিত ছিল এবং শুক্রবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণকারী যে সদস্যদের ইমেইল আইডি নিবন্ধিত ছিল না, তাদের ভৌতভাবে তা পাঠানো সম্পন্ন করেছে। এই নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের www.bseindia.com-এ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting@nsdl.co.in-এও উপলব্ধ রয়েছে।

ই-ভোটিং : আইনের ধারা ১০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ধারার বিধানসমূহ এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধিমালা, এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য রেগুলেশন এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২) মেনে, সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল")-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। বিশদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. রিমোট ই-ভোটিং শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে;
২. কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন;
৩. এরপর ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টার পরে এর অনুমতি দেওয়া হবে না এবং একবার কোনো সদস্য কর্তৃক রেজোলিউশনের ওপর ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, পরবর্তীতে তাঁকে তা পরিবর্তন করার বা পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না;
৪. সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে;
৫. যে সমস্ত সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করেন বা যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরির কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি বা যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানি বৈদ্যুতিনভাবে বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, এমন সদস্য evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, কোনো সদস্য যদি ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬. বোর্ড অফ ডিরেক্টরস মেসার্স অমিত শর্মা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারিজ-এর শ্রী অমিত শর্মা-কে (মেম্বারশিপ নং এ৪০৯৯৫) একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটিং প্রক্রিয়াটি স্ক্রুটিনাইজ করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।
৭. এজিএম-এর স্থানে ভোট দেওয়ার জন্য ব্যালট পেপার উপলব্ধ করা হবে। সভায় অংশগ্রহণকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে/অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে এজিএম-এ পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৮. ভোটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.dynamicarchistructures.com/index.php-এ কোম্পানি দ্বারা ঘোষণা করা হবে এবং বিএসই লিমিটেড-এর স্টক এক্সচেঞ্জকেও জানানো হবে এবং এনএসডিএল ই-ভোটিং পোর্টালেও আপলোড করা হবে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা/অভিযোগ/সহায়তার প্রয়োজন হলে, সদস্যরা evoting@nsdl.co.in / ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০-এ এনএসডিএল-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা শ্রী প্রীতম দত্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-এর সাথে pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

যে সমস্ত সদস্যদের ইমেইল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে নিবন্ধিত নেই তারা বৈদ্যুতিনভাবে কোম্পানির কাছ থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি সহ সমস্ত যোগাযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন বা আপডেট করার জন্য নিচে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন

ক) ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী যে সদস্যরা কোম্পানির কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের নাম, ইমেইল-আইডি, ফোলিও নম্বর, ধারণকৃত শেয়ারের সংখ্যা, সার্টিফিকেট নম্বর, স্বাতন্ত্রসূচক নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের সাথে প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড-কে mc-ssta2012@gmail.com বা mcssta@rediffmail.com-এ পাঠিয়ে তা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

খ) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের সাথে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধের জন্য স্পেশাল উইন্ডো

উপরে উল্লেখিত বিষয়ে ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা ফিজিক্যাল শেয়ারগুলি হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য খোলা স্পেশাল উইন্ডোটি ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে শেয়ার ক্রয় করেছিলেন এবং হস্তান্তরের জন্য শেয়ার জমা দেননি অথবা হস্তান্তরের জন্য জমা দিয়েছিলেন কিন্তু নথিপত্র/প্রক্রিয়ায় ঘাটতির কারণে বা অন্যথায় প্রত্যাখ্যাত/ফেরত/মনোযোগ দেওয়া হয়নি, তারা হস্তান্তরের জন্য শেয়ারগুলি পুনরায় জমা দিতে পারেন।

আপনি যদি এই সুযোগটি গ্রহণ করতে চান, তবে অনুগ্রহ করে রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড-এর সাথে তাদের ৩৮৩ লেক গার্ডেন্স, ১ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০৪৫ কার্যালয়ে, হেল্পলাইন নং ০৩৩-৪০৭২৪০৫১-৫৪-এ যোগাযোগ করুন। জিজ্ঞাসার জন্য ইমেইল আইডি হল mc-ssta@rediffmail.com।

হস্তান্তরের জন্য পুনরায় জমা দেওয়া শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মেই ইস্যু করা হবে।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ পোরওয়াল
ডিরেক্টর (ডিআইএন ০০৪৯৫৪৪৪)

তারিখ : ২৭ আগস্ট, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

যজুর ফাইবারস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
CIN : L17100WB1980PLC032918
ফোন : ০৩৩২৬৬১১০২৭; **ইমেল :** cs@yajurfibres.com; **ওয়েবসাইট :** www.yajurfibres.com

সদস্যদের প্রতি ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, ২৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য কোম্পানির ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিডিও মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের বৈদ্যুতিন প্রেরণ ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com)-এও উপলব্ধ রয়েছে। আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের ওপর ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের বৈদ্যুতিন ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, নিরীক্ষক এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর প্রতিবেদন সহ ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি (একত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের (ডিপি) কাছে, ক্ষেত্রমতো, নিবন্ধিত রয়েছে। তবে, যে সমস্ত সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপি-র কাছে নিবন্ধন করেননি তারা সহ সকল সদস্য কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.yajurfibres.com থেকে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ডাউনলোড করতে পারেন এবং এটি বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com)-এও উপলব্ধ থাকতে পারে।

যে সমস্ত সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপি-র কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ই-মেইলের মাধ্যমে পাওয়ার জন্য cs@yajurfibres.com-এ আমাদের কাছে লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার এবং ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রাপ্তির বিস্তারিত পদ্ধতি এবং রিমোট ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতির জন্য, সদস্যদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলীর জন্য সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিশদ বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

(ক) রিমোট ই-ভোটিং মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টায় শেষ হবে। এরপর ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকেল ৫টা)-এর পরে কাউকে বৈদ্যুতিনভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির আদায়দত্ত শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে।
(খ) শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে রেজিস্টার অফ মেম্বারস/বেনিফিসিয়াল ওনারদের তালিকায় যাদের নাম উপস্থিত ছিল সেই সমস্ত সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেন এবং শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এর পরে সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি Investor@masserv.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা +৯১ ১১৪১৩২ ০৩৩৫ নম্বরে কল করে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
(গ) একবার কোনো সদস্য কর্তৃক ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, পরবর্তীতে তাঁকে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
(ঘ) এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএম-এ উপস্থিত যোগ্য সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএম-এ তাদের ভোট দিতে পারবেন।
(ঙ) যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এও উপস্থিত থাকতে পারেন তবে তারা পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, যে সমস্ত সদস্য কোম্পানি/ডিপি/কোম্পানির আরটিএ-র কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের একটি ওয়েব-লিঙ্ক উল্লেখ করে চিঠি পাঠানো হচ্ছে যার মধ্যে সঠিক পাথ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ উপলব্ধ রয়েছে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.yajurfibres.com-এ উপলব্ধ রয়েছে এবং এটি বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com-এ) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০-এ কল করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
যজুর ফাইবারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
আশীষ কাংকারিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিআইএন-০৭৫৩২৪৩০)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮-০৮-২০২৬

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L32902WB1990PLC050020
নিবন্ধিত কার্যালয় : "ইকোস্টেশন", ব্লক - বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, ৫ম ফ্লোর, স্যুট নং ৫০৪, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন : (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫, **ই-মেইল :** cs@acknitindia.com, **ওয়েবসাইট :** www.acknitindia.com

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর-এর পুনঃনিয়োগের জন্য কোম্পানির ৩৬তম এজিএম-এ বিবেচিত হতে চলা প্রস্তাবিত রেজোলিউশন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে

এটি অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর সদস্যদের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") প্রসঙ্গে, যা আগামী বুধবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় (আইএসটি) [ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম]-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে।
উপরোক্ত এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে আইটেম নং ৫ হিসাবে থাকা একটি রেজোলিউশন ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে ৫ (পাঁচ) টানা বছরের দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য কোম্পানির ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে শ্রী শঙ্কর লাল বাজাজ-কে (ডিআইএন - ০০৬১৯২৮২) পুনঃনিয়োগের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল।
তবে, গত ২১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে শ্রী শঙ্কর লাল বাজাজ-এর মৃত্যুর ফলস্বরূপ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর পুনঃনিয়োগ সম্পর্কিত রেজোলিউশনটি নিষ্ফল হয়ে গেছে।
কোম্পানি এতদ্বারা জানাচ্ছে যে উক্ত রেজোলিউশনটি নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া হবে না এবং আসন্ন এজিএম-এর আলোচ্যসূচি থেকে এটি প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।
তদনুসারে, উক্ত আইটেম নং ৫ আসন্ন এজিএম-এ বিবেচনা, আলোচনা বা ভোটাভুটির জন্য রাখা হবে না এবং সদস্যদের উক্ত রেজোলিউশনের বিষয়ে তাদের ভোট দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সমস্ত বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকবে।

বোর্ড-এর আদেশে
অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্নেহা গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭.০৮.২০২৬

রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড
CIN : L15100WB2012PLC171600
নিবন্ধিত কার্যালয় : ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ডি২/২, ব্লক - ইপি ও জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ০৩৩ ৩৫২২২৪২২ ই-মেইল : info@regaal.in ওয়েবসাইট: www.regaalresources.com

ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে চলা রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড-এর ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") কর্তৃক জারি করা ০৫ মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০-এর সাথে পঠিত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং সেবি কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ("বিজ্ঞপ্তি") উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর ১৪তম (চতুর্দশ) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") আগামী বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম") সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

পূর্বোক্ত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস মেনে, কোম্পানির ১৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে (যদি না সদস্যদের দ্বারা বিশেষভাবে হার্ড কপির জন্য অনুরোধ করা হয়) সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেইল ঠিকানা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট ("ডিপি"), কোম্পানি বা কোম্পানির আরটিএ -এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। আরও, সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, যে সমস্ত সদস্য কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরিদের কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা এখনও নিবন্ধন করেননি, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় একটি ওয়েবলিঙ্ক প্রদানকারী চিঠি পাঠানো হবে, যার মধ্যে সঠিক পাথ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেখানে বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.regaalresources.com-এ, স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com)-এর ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির ই-ভোটিং এজেন্সি এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইটেও (https//instavote.linkintime.co.in/) উপলব্ধ করা হবে।

যে সমস্ত সদস্য কোম্পানির কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা তাদের ইউজার ক্রেডেনশিয়াল সহ ই-ভোটিং ওয়েবসাইট https//instavote.linkintime.co.in-এ লগইন করে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে অথবা সভার চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের কোম্পানি/স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ বিজ্ঞপ্তিতে থাকা নির্দেশাবলী পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-মেইল ঠিকানা এবং ইসিএস ম্যান্ডেট নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি

কোম্পানির মোট শেয়ারহোল্ডিং ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে রয়েছে। যে সমস্ত সদস্য সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের বিবরণ এবং যোগাযোগের অন্যান্য বিবরণ সহ তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (ইসিএস) ম্যান্ডেট নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের)-এর কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন সেখানে তা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য।

চূড়ান্ত লভ্যাংশ এবং রেকর্ড তারিখ

সদস্যরা মনে রাখবেন যে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস ২৭ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতিটি ৫ টাকা ফেস ভ্যালুর ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ০.২৫ টাকা চূড়ান্ত লভ্যাংশের সুপারিশ করেছেন। বোর্ড দ্বারা সুপারিশকৃত চূড়ান্ত লভ্যাংশ আসন্ন এজিএম-এ অনুমোদিত হলে, তা কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধানের অধীনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, উৎসে কর কর্তন সাপেক্ষে, সেই সমস্ত সদস্যদের প্রদান করা হবে যাদের নাম রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে রেজিস্টার অফ মেম্বারস বা ডিপোজিটরিদের রেকর্ডে উপস্থিত থাকবে।

আয়কর আইন, ২০২৫-এর বিধান অনুসারে, শেয়ারহোল্ডারদের হাতে লভ্যাংশ আয় করযোগ্য। তদনুসারে, কোম্পানিকে চূড়ান্ত লভ্যাংশ বিতরণের আগে, যেখানে প্রযোজ্য, আইনের ধারা ৩৯৩(১) (নিবাসী শেয়ারহোল্ডারদের জন্য) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ধারার অধীনে নির্ধারিত হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। প্রযোজ্য কর কর্তনের পর নিট লভ্যাংশ সেই যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রদান করা হবে যাদের নাম রেকর্ড তারিখে রেজিস্টার অফ মেম্বারস-এ উপস্থিত থাকবে।

সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ১২ অনুসারে, শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমেই করা হবে এবং লভ্যাংশ প্রদানের জন্য কোনো 'পে-অ্যাবল অ্যাট পার' ওয়ারেন্ট বা চেক বা ড্রাফ্ট ইস্যু করা হবে কাশী। সদস্যদের তাদের প্যান, ইমেইল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ তাদের ডিপি-দের কাছে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিংয়ের উদ্দেশ্যে কাট-অফ তারিখ বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকেল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা পাননি, তারা এজিএম চলাকালীন উপলব্ধ করা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এমসিএ এবং সেবি-এর প্রযোজ্য সার্কুলার মেনে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে।

রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
টিঙ্কু কুমার গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮ আগস্ট, ২০২৬

মানাকসিয়া লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : L74950WB1984PLC038336
নিবন্ধিত কার্যালয় : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং : ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫
ইমেইল : investor.relations@manaksia.com; ওয়েবসাইট : www.manaksia.com

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, মানাকসিয়া লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের ৪২তম (বিয়াল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য সমস্ত বিধানসমূহ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ")-এর ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ০৫ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ২০/২০২০, ০৫ মে, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ০২/২০২২ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলি, যার মধ্যে সর্বশেষটি হল ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি")-এর ০৫ জুন, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2025/83 (সম্মিলিতভাবে "সার্কুলারসমূহ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর সাথে পঠিত সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') মেনে একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য আগামী **বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে** দুপুর ১২.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলি মেনে, কোম্পানি গত ২৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে কোম্পানির সেই সমস্ত সদস্যদের ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠিয়েছে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের (ডিপি) কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, সাথে তা অ্যাক্সেস করার ওয়েবলিঙ্কও পাঠিয়েছে। আরও, সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপি-র কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের একটি ওয়েবলিঙ্ক প্রদানকারী চিঠি পাঠানো হচ্ছে, যার মধ্যে সঠিক পাথ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের (বিজ্ঞপ্তি সহ) সম্পূর্ণ বিবরণ উপলব্ধ রয়েছে।

২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksia.com-এ এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ উপলব্ধ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা)-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

যে সমস্ত সদস্য তাদের ইমেইল ঠিকানা (ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্য সহ) কোম্পানি/ডিপি-র কাছে নিবন্ধন করেননি, তাদের এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট করা পদ্ধতিতে তা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সভার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিবরণের জন্য সদস্যদের গত ১৩ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির দ্বারা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরেজি) এবং একদিন (বাংলা)-এ প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রকাশনাটি দেখার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত বিজ্ঞাপনগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে তাদের ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ রয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানের সাথে পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০, সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে ৪২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে আচ্ছাদিত রেজোলিউশনগুলি রিমোট ই-ভোটিংয়ের (এজিএম-এর স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে ভোট দেওয়ার সুবিধা) মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য কোম্পানি দ্বারা এনএসডিএল -কে নিযুক্ত করা হয়েছে। ই-ভোটিংয়ের সুবিধাও এজিএম-এ উপলব্ধ থাকবে এবং যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা পাননি, তারা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন।

কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে যে সমস্ত সদস্যের নাম কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস-এ বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বেনিফিসিয়াল ওনারদের তালিকায় নথিভুক্ত থাকবে, তারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তার এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বলে গণ্য করা উচিত। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া ব্যক্তিরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের অনুরোধ করে এনএসডিএল-কে evoting@nsdl.com-এ বা compliance@mdplcorporate.com-এ লিখতে পারেন। তবে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর কাছে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত সদস্যরা এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল শনিবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫ টায় (আইএসটি) শেষ হবে, এরপর রিমোট ই-ভোটিং এনএসডিএল দ্বারা ব্লক করা হবে। আরও, একবার কোনো সদস্য কর্তৃক রেজোলিউশনের ওপর ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, তা পরবর্তীতে পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন তবে সভায় পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে ভার্চুয়াল সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিং/এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং বা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় যোগদান সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা শ্রী প্রীতম দত্ত, সিনিয়র ম্যানেজার-এর কাছে pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ভোটিং প্রক্রিয়াটি স্ক্রুটিনাইজ করার জন্য বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, কলকাতা-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভোটের ফলাফল শুক্রবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ তাৎক্ষণিকভাবে কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.manaksia.com-এ এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হবে। এই ফলাফল কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড-এর কাছেও ফরোয়ার্ড করা হবে।

বোর্ড-এর আদেশে
মানাকসিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ডি. চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭.০৮.২০২৬

টেরাকোটার রাখিতে বাঁকুড়ার স্নেহ, তালডাংরার মা-বোনেদের ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাখি বন্ধনের আগে বাঁকুড়ার তালডাংরার মাটির শিল্পীদের তৈরি টেরাকোটার রাখি উপহার পেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে সেই রাখির ছবি দিয়ে বাঁকুড়ার বাসিন্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। একই সঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার নিজের পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'রাখি তো শুধু সুতো নয়..' তাঁর কথায়, রাখির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আপনজনের সম্পর্ক ও আশীর্বাদের বন্ধন।

শিল্পের মাধ্যমেও সেই ভালোবাসা প্রকাশ পায় বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

বাঁকুড়ার টেরাকোটা শিল্পের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তালডাংরার মা, বোন ও দিদিদের কাছ থেকে তিনি স্নেহ, ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ পেয়েছেন। তাঁদের নিজেদের হাতে তৈরি টেরাকোটার রাখিকে তিনি শুধু উপহার হিসেবে দেখছেন না, বরং স্নেহ ও আশীর্বাদের প্রতীক হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। বাঁকুড়ার লাল মাটি এবং সেখানকার শিল্পীদের কাজের কথাও পোস্টে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, এই শিল্পীদের সৃজনশীলতা এবং মানুষের ভালোবাসা তাঁকে বারবার আকৃষ্ট করে। পাশাপাশি অন্নপূর্ণা যোজনার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের জীবনে আরও স্বাচ্ছন্দ্য আসুক, সেটাই তাঁর কামনা। সরকারি প্রকল্পের সুবিধায় মানুষের মুখে হাসি ফুটছে বলেও পোস্টে উল্লেখ করেন তিনি। আগামী রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বাঁকুড়ার বাসিন্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তালডাংরার শিল্পীদের হাতে তৈরি রাখিকে কেন্দ্র করে তাঁর এই বার্তা রাখীবন্ধনের আগে রাজ্যের মাটি ও লোকশিল্পের সঙ্গে রাজনৈতিক বার্তা সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করল।

সশস্ত্র সীমা বলের শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারে রাখিবন্ধন উৎসব পালন

সোমা মুখোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি: বৃহস্পতিবার রাখি পূর্ণিমার দিন সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ান ভাইদের হাতে রাখি বেঁধে দিলেন স্কুলের ছাত্রীরা, দুর্গা বাহিনী এবং সীমান্ত এলাকার বোনেরা। জওয়ানরা যাতে বাড়ির বাইরে থেকেও রাখি পূর্ণিমার দিন নিজের বোনেদের অভাব অনুভব না করেন তাই এই আয়োজন করা হয়েছিল সশস্ত্র সীমা বলের শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারে। এই দিন দেশের সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে থাকার সুযোগ পেয়ে ছাত্রীরা উচ্ছ্বসিত ছিল। যাঁরা পরিবারের আগে দেশকে প্রাধান্য দেন তাদের হাতে রাখি পরিয়ে কালিম্পংয়ের আইন বিভাগের ছাত্রীরা আপ্লুত। প্রার্থনার থালা, প্রদীপ, মিষ্টি এবং রাখি নিখুঁতভাবে সাজানো ছিল বোনেদের হাতে, সেই থালা নিয়ে স্কুলের ছাত্রীরা এসএসবি-র জওয়ানদের সঙ্গে উৎসবটি উদযাপন করেন। শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের

ইন্সপেক্টর জেনারেল বন্দন সাক্সেনার তত্ত্বাবধানে এই রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংস্থা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং বিশিষ্ট অতিথিরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীরা (বোনেরা) এসএসবি-র আধিকারিক ও কর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন এবং ভাই-বোনের ভালোবাসা, স্নেহ ও বিশ্বাসের অটুট বন্ধনের বার্তা ছড়িয়ে দেন।

কেনারা ব্যাঙ্ক Canara Bank

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৬

ই-নিলাম তারিখ ১১.০৮.২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নেওয়া হয়েছে, যা ই-অকশনের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করা হবে: নিম্নে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলীতে নিম্নে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে।

ক.	খ.	গ.	ঘ.	ঙ.
ক্র. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (তদুপরি বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারা অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি শাখা ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমা করার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা:** ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা ৭০০০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স শ্রী কৃষ্ণ ডেয়ারি, (ঋণগ্রহীতা),** গ্রাম: মীরডাঙ্গা, সারদানগর, থানা বলাগড়, পোঃ গুপ্তিপাড়া, জেলা: হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ: ৭১২৫১২ **খ) শ্রী হরিহর সিংহ (প্রোপ্রাইটর),** পিতা: শ্রী নেমাই চন্দ্র সিংহ, গ্রাম মেদগাছি, পোঃ পূর্ব সাতগাছিয়া, থানা: কালনা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৪০৫ **গ) শ্রীমতী সীমা সিংহ (গ্যারান্টার),** স্বামী: শ্রী হরিহর সিংহ, গ্রাম: মেদগাছি, পোঃ পূর্ব সাতগাছিয়া, থানা: কালনা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ: ৭১৩৪০৫ **ঘ) শ্রী মাধব সিংহ (গ্যারান্টার),** পিতা: শ্রী নেমাই চন্দ্র সিংহ, গ্রাম মেদগাছি, পোঃ পূর্ব সাতগাছিয়া, থানা: কালনা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ: ৭১৩৪০৫	**ক) ৩,০৬,৮৪,৮৯৩.৪৮ টাকা (তিন কোটি ছয় লক্ষ চুরাশি হাজার আটশো তিরানব্বই টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **খ) ১২.১১.২০২৪** **গ) ১৪.০২.২০২৫**	০.৮৩ একর আয়তনের ডেইরি ইউনিটের জমি এবং ভবনের ইএমটি, যার জে.এল নং ০৪, আর.এস খতিয়ান নং ৫৫১, এল.আর খতিয়ান নং ১২৪৬, হাল খতিয়ান নং ৩৭৭৭ আর.এস দাগ নং ৩৩৮ এবং এল.আর দাগ নং ৬০১, মৌজা মীরডাঙ্গা, থানা বলাগড়, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৫১২, যা **মেসার্স শ্রী কৃষ্ণ ডেয়ারির প্রোপ্রাইটর হরিহর সিংহের নামে রয়েছে। উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** পূর্বে: ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতের কাঁচা রাস্তা, পশ্চিমে: শ্রী নিরঞ্জন দের বাড়ি, দক্ষিণে: শ্রী নোয়ারাম ভূমির জমি, উত্তরে: শ্রী বিষ্ণু ভূমির জমি। **(বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ১,১২,৭৫,০০০.০০ টাকা (এক কোটি বারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ১১,২৭,৫০০.০০ টাকা (এগারো লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)** **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার, মোবা: ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **১১,২৭,৫০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com **(https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
২.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা:** ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা ৭০০০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মোঃ হাসমত আলী সেখ (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা),** পিতা: শ্রী হোসাইন এস.কে. গ্রাম: দুলালপুর হামিরপুর, পাত্রসায়র, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০৬ **খ) মোঃ এস.কে. সিরাজুল (গ্যারান্টার/ বন্ধকদাতা),** পিতা: শ্রী হোসাইন এস.কে., গ্রাম: দুলালপুর হামিরপুর, পাত্রসায়র, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০৬	**ক) ৩৮,২২,৬৪৫.০৪ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার ছশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং চার পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **খ) ০৩.০৪.২০২৫** **গ) ২৮.০৭.২০২৫**	এক তলা বাণিজ্যিক ভবন সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমির প্লট, যা এ.ডি.এস.আর.ও. সোনামুখী, মৌজা-দুলালপুর, জে.এল.নং. ১২, আর.এস. খতিয়ান নং ২৬৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৮৯ এবং ৬৭১, প্লট নং ৪৯৩, আয়তন-০.৫০ একর, হামিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ-হামিদপুর, থানা-পাত্রসায়র, জেলা বর্ধমান-৭২২২০৬-এ অবস্থিত, যা **হাসমত আলী সেখ (ওরফে আজিজুল সেখ) এবং এস.কে. সিরাজুল (ওরফে সিরাজুল সেখ) -এর নামে রয়েছে। সীমানা-** উত্তরে- আব্দুল হাকিম মিদ্যার প্লট যা বর্তমানে কাবলু মিদ্যার, প্লট নং ৫৪২, দক্ষিণে- বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানগামী পাকা রাস্তা, পূর্বে- মিহিলাল মিদ্যার জমির বাকি অংশ যা বর্তমানে সাবেদ মিদ্যার, প্লট নং ৪৯৩, পশ্চিমে- রেজাক এস.কে.-এর জমির প্লটের বাকি অংশ, প্লট নং ৪৯৩। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ২৮,১০,০০০.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ২,৮১,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ একাশি হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ১০,০০০/- টাকা** ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার, মোবা: ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **২,৮১,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com **(https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৩.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা:** ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা ৭০০০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স কিরণ এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর- মোঃ কাদেরুল হাসান (ঋণগ্রহীতা),** পিতা: শ্রী আজকারুল হক, খাসপাড়া, মৌজা-নলহাটি, কলেজ মোড়, জেলা বীরভূম-৭৩১২৪ **খ) শ্রীমতী মহিলা খাতুন (বন্ধকদাতা/ গ্যারান্টার),** স্বামী: শ্রী আজকারুল হক, খাসপাড়া, মৌজা-নলহাটি, কলেজ মোড়, জেলা বীরভূম-৭৩১২৪	**ক) ৬৩,৮২,০২৯.৭৬ টাকা (তেষট্টি লক্ষ বিরাশি হাজার উনত্রিশ টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **খ) ১১.০২.২০২০** **গ) ২১.০৯.২০২০**	মৌজা-করিমপুরে অবস্থিত জমি ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জে.এল.নং ৫২, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৩৬৮, এল.আর. প্লট নং ৬২২, আয়তন- ০.০৬ একর। জমির ধরন বাস্তু। থানা নলহাটি, জেলা-বীরভূম। সীমানা: উত্তরে বাড়ি, দক্ষিণে-রাস্তা, পূর্বে-রাস্তা, পশ্চিমে-বাড়ি। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ৪২,৫০,০০০.০০ টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ৪,২৫,০০০.০০ টাকা (চার লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ৫০,০০০/- টাকা** ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার, মোবা: ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **৪,২৫,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com **(https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৪.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা:** ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা ৭০০০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) শ্রী সাগর বনিক (ঋণগ্রহীতা),** পিতা: শ্রী বীরেন বনিক, ন'গাছি নেতাজি পল্লী, শ্যামনগর, কাউগাছি, শ্যামনগর, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩১২৭	**ক) ৪৬,১৭,৬০৭.১৯ টাকা (ছেচল্লিশ লক্ষ সতেরো হাজার ছশো সাত টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **খ) ১৫.০৬.২০২৪** **গ) ০২.০৮.২০২৫**	একটি সম্পূর্ণ মার্বেল ফ্লোর যুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ৩৪, ৩য় তলায়, উত্তর-পূর্বমুখী, পরিমাপ প্রায় ৯১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, যাতে রয়েছে দুটি বেডরুম, দুটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, যা 'রিভার কুইন' নামক জি+৫ বহুতল ভবনের ৩য় তলায় অবস্থিত, এবং এর সাথে ৭ কাঠা ১৫ ছটাক ১০ বর্গফুট (কমবেশি) পরিমাপের জমির আনুপাতিক অবিভক্ত ও অচিহ্নিত অংশ রয়েছে, যা মৌজা গড় শ্যামনগরে অবস্থিত, জে.এল.নং ১৯, তৌজি নং ৩৯, সি.এস. ও আর.এস. খতিয়ান নং ৮০, এল.আর. দাগ নং ১২ ও ১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৭২-এর অন্তর্গত, জগদ্দল থানার অধীনে, গারুলিয়া পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার নৈহাটি-এর এক্তিয়ারাধীন, যার মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৭৩ নিমতলা ঘাট রোড, ওয়ার্ড নং ১৮ (পুরানো), ০৪ (নতুন), উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ-** উত্তরে: নিমতলা ঘাট রোড, দক্ষিণে: রেলওয়ের জমি, পূর্বে: সাধারণ জমি, পশ্চিমে: হুগলি নদী। **প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি**	**ক) ২৩,৩০,০০০.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ২,৩৩,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার, মোবা: ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **২,৩৩,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com **(https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৫.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা:** ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা ৭০০০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স এম. জে. ফুটওয়্যার (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর মনোজ কুমার দাস,** ৩ কেদার ব্যানার্জী লেন, কলকাতা-৭০০০০৭ **খ) শ্রী মনোজ কুমার দাস (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- শ্রী বিষ্ণুদেব দাস, ৩ কেদার ব্যানার্জী লেন, কলকাতা-৭০০০০৭ **গ) শ্রী কৌশিক দত্ত (গ্যারান্টার),** ৪৬ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০০৫০ **ঘ) শ্রী অতুল চন্দ্র বর্মন (গ্যারান্টার),** মধু মুরলি, পোঃ- ঘোল কাজীপাড়া, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৪ **ঙ) শ্রী বিষ্ণুদেব দাস (গ্যারান্টার),** ৩/১ মার্কাস স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০০০৭ **চ) শ্রীমতী জানকী দেবী (গ্যারান্টার),** ৩/১ মার্কাস স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০০৭	**ক) ২,৩৯,৯৫,৪১১.০৭ টাকা (দুই কোটি উনচল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশো এগারো টাকা এবং সাত পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **খ) ০৭.০৬.২০২১** **গ) ০৯.০১.২০২৪**	১ কাঠা (কমবেশি) পরিমাপের বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার ওপর অবস্থিত ভবন, সিএস প্লট নং ৩০৩-এর অংশে এলওপি নং ১৯৬, মৌজা ঘোল নং ৭৭-এর মধ্যে, থানা-বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। যা ১৯৬৯ সালের জন্য অতিরিক্ত জেলা রেজিস্ট্রার, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা-এর অফিসে বুক নং ১, ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা ৫৬৩০ থেকে ৫৬৩৩-এ ১২৭৯ নম্বর দলিল হিসেবে নিবন্ধিত। **সীমানা:** উত্তরে-এলওপি নং ১৮৭, পূর্বে-এলওপি নং ১৯৫, দক্ষিণে-রাস্তা, পশ্চিমে-এলওপি নং ১৯৭। **প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি**	**ক) ২১,৬০,০০০.০০ টাকা (একুশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ২,১৬,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ ষোলো হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার, মোবা: ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **২,১৬,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com **(https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৬.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা:** ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা ৭০০০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) শ্রী অমিত সাহা (ঋণগ্রহীতা),** পিতা: শ্রী অপু সাহা, ১৩এইচ/৫৪, পাইকপাড়া রাজা মহীন্দ্র রোড, বেলগাছিয়া, কলকাতা-৭০০০৩৭ এবং **মেসার্স অমিত ফ্যাশন (প্রোপ্রাইটর শ্রী অমিত সাহা),** ৭৯২/এফ, জগতপুর, থানা বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২০, কলকাতা-৭০০০৫৯	**ক) ৪৫,৫২,৭২১.৫৩ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার সাতশো একুশ টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **খ) ১৩.১১.২০২৪** **গ) ১৫.০১.২০২৫**	৪র্থ তলায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং: ৪বি, যার কার্পেট এরিয়া ৭১৯ বর্গফুট (অর্থাৎ সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৮৬৩ বর্গফুট কমবেশি), যাতে রয়েছে ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং ১টি ব্যালকনি, টাইলস ফ্লোরিং এবং লিফট সুবিধাসহ, এর সাথে ৩ (তিন) কাঠা ১ ছটাক ২০ (কুড়ি) বর্গফুট (কমবেশি) পরিমাপের জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং এর উপর অবস্থিত একটি জি+৪ তলা ভবন, যা মৌজা গরুলে অবস্থিত, দাগ নং ৪১৩-এর অন্তর্গত, খতিয়ান নং ৩৭৬ ও ৩৭৭-এর অধীনে, আর.এস/এল.আর. দাগ নং ৭১৮, ৭১৯ এবং ৭৭৯-এর অনুরূপ, আর.এস. খতিয়ান নং ২১৬৬-এর অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৭৮০ এবং ৩৭৮১-এর অধীনে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৮, পঞ্চানন সরকার রোড, থানা দমদম, কলকাতা-৭০০০৬৫, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ৪, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস কাশীপুর দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। **যার সীমানা নিম্নরূপ-** উত্তরে-দাগ নং ৪১৪ এবং ৪১১, দক্ষিণে-৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পূর্বে-১৬ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে-সুভাষ কুমার দাসের প্লট। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ২২,৮০,০০০.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ২,২৮,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার, মোবা: ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **২,২৮,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com **(https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৭.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা:** ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স রায় অ্যান্ড কোম্পানি, অংশীদার- শ্রী ধর্মকান্ত রায় ও শ্রীমতী গীতা রায়, সি/ও** গ্রাম সোনারী কাকরিবান, পোঃ খারিজা কাকরিবান, কোচবিহার-৭৩৬১৭৯ **খ) শ্রী ধর্মকান্ত রায় (অংশীদার),** পিতা: মৃত নরকান্ত রায়, শিবযজ্ঞ রোড বাই লেন, পোঃ খাগড়াবাড়ী, থানা কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার-৭৩৬১১৮ **গ) শ্রীমতী গীতা রায় (অংশীদার),** স্বামী: শ্রী ধর্মকান্ত রায়, শিবযজ্ঞ রোড বাই লেন, পোঃ খাগড়াবাড়ী, থানা কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার-৭৩৬১১৮ **ঘ) শ্রী দিব্যেন্দু রায় (গ্যারান্টার),** পিতা: শ্রী ধর্মকান্ত রায়, শিবযজ্ঞ রোড বাই লেন, পোঃ খাগড়াবাড়ী, থানা কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার-৭৩৬১১৮	**ক) ৭০,৭৯,০২৩.৯২ টাকা (সত্তর লক্ষ উনআশি হাজার তেইশ টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **খ) ২৭.০৫.২০২৫** **গ) ১৯.০৮.২০২৫**	জেলা: কোচবিহার, থানা পুন্ডিবাড়ি, জে.এল নং ৯৪, তৌজি নং ১৫২৯/৩৮৩৪, মৌজা সোনার কারিবারি-এর থাক নং ১০২৫, এল.আর খতিয়ান নং ১২৪ -এর অন্তর্গত আর.এস প্লট নং ৫১৬, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫ এবং ৪৮৯, যা এল.আর প্লট নং ৯২৫ (পরিমাপ ০.০৩ একর), ৯২৮ (পরিমাপ ০.০২ একর), ৯৩০ (পরিমাপ ০.০৩ একর), ৯৩১ (পরিমাপ ০.২৬ একর) এবং ৯৩৩ (পরিমাপ ০.০৪ একর)-এর অনুরূপ, মোট জমির পরিমাণ ০.৪০ একর অর্থাৎ ৪০ ডেসিমেল, শ্রেণীবিভাগ "কারখানা", যা গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা পুন্ডিবাড়ি, জেলা কোচবিহারের অধীনে অবস্থিত **(টাইটেল হোল্ডারের নাম ধর্মকান্ত রায়)। জমির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: ধর্মকান্ত রায়ের জমি, দক্ষিণে: ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, পূর্বে: ধর্মকান্ত রায়ের জমি, পশ্চিমে: ধর্মকান্ত রায়ের জমি। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ৬২,৮০,০০০.০০ টাকা (বাষট্টি লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ৬,২৮,০০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার, মোবা: ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **৬,২৮,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com **(https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৮.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা:** ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) মেসার্স রূপায়ণ মার্বেল অ্যান্ড প্লাম্বিং (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর আরিফ মন্ডল,** চারঘাট বাজার, থানা-স্বরূপনগর, মসলন্দপুর চারঘাট, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৮৯ **খ) মোঃ আরিফ মন্ডল,** পিতা- রবিউল মন্ডল, নিমতলা, মসলন্দপুর, থানা-হাবড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, মসলন্দপুর-৭৪৩২৮৯ **গ) মোমেনা মন্ডল,** পিতা- মজিবুর মন্ডল, নিমতলা, মসলন্দপুর, থানা-হাবড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, মসলন্দপুর-৭৪৩২৮৯ **ঘ) রবিউল মন্ডল,** পিতা- খায়রুল মন্ডল, নিমতলা, মসলন্দপুর, থানা-হাবড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, মসলন্দপুর-৭৪৩২৮৯	**ক) ৬২,১৯,২০৮.৭০ টাকা (বাষট্টি লক্ষ উনিশ হাজার দুইশো আট টাকা এবং সত্তর পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **খ) ২৬.১১.২০২৪** **গ) ৩০.০১.২০২৫**	প্রায় ১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত ইক্যুইটেবল মর্টগেজ এবং তার উপর অবস্থিত একটি দোতলা ভবন, মৌজা মসলন্দপুরে অবস্থিত, জে.এল নং ১৬৮, তৌজি নং ১৪, হাল ২১৫৯, রে.সা. নং ২১৮, খতিয়ান নং এল.আর ২৭৩ (বর্তমানে খতিয়ান নং এল.আর ২৭৩০ এবং এল.আর ২৭৫২), দাগ নং ৬৮২, মসলন্দপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা হাবড়া, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৮৯ **(মালিক- রবিউল মন্ডল এবং মোমেনা মন্ডল)। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: রাস্তা, দক্ষিণে: মহিউদ্দিন সর্দারের সম্পত্তি, পূর্বে: এমদাদ সর্দারের সম্পত্তি, পশ্চিমে: রফিক সর্দারের সম্পত্তি। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ৩০,০০,০০০.০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র)** **খ) ৩,০০,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ টাকা মাত্র)** **গ) ১০,০০০/- টাকা** ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার, মোবা: ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **৩,০০,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com **(https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৯.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা:** ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) রখমা এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর: সুস্মিতা মন্ডল,** রাহারহাটি খোলাপোতা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪২৮ **খ) সুস্মিতা মন্ডল,** রাহারহাটি, খোলাপোতা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪২৮ **গ) গৌতম মন্ডল (গ্যারান্টার),** পিতা: নিরঞ্জন মন্ডল, গ্রাম রাণামল্লী, পোঃ খোলাপোতা, বসিরহাট, বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৮	**ক) ১,৩৬,৪৪,৭৯৩.১৫ টাকা (এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাতশো তিরানব্বই টাকা এবং পনেরো পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে ০১.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **খ) ১৮.১২.২০১৯** **গ) ০৯.০৯.২০২০**	i- সম্পত্তি-১: গৌতম মন্ডলের (গ্যারান্টার/ বন্ধকদাতা) নামের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ০৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং দোতলা আবাসিক ভবন। ii- সম্পত্তি-২: সুস্মিতা মন্ডলের (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) নামের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ১২ ডেসিমেল পরিমাপের জমি। i- সম্পত্তি-১: মৌজা, রাহারহাটি, জে.এল নং ৩২, এল.আর খতিয়ান নং ৩৬৮, আর.এস দাগ নং ১১৬২, ঘোড়ারাশ কুলীনগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, খোলাপোতা, থানা: মাটিয়া (বসিরহাট), পোঃ: খোলাপোতা, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪২৮। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: সমীর মন্ডল, দক্ষিণে: দাতার জমি, পূর্বে: কাঁচা রাস্তা, পশ্চিমে: মৃণ্ময় মন্ডল। ii- সম্পত্তি-২: আর.এস এবং এল.আর দাগ নং ১১৬২, আর.এস খতিয়ান নং ৩৬৮-এর অধীনে, যা এল.আর খতিয়ান নং ১২৪৮ -এর অনুরূপ, মৌজা রাহারহাটি, জে.এল নং ৩২, ঘোড়ারাশ কুলীনগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা-বসিরহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, গ্রাম- রাজারহাট, পোঃ-খোলাপোতা, থানা-বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪৩৮-এ অবস্থিত। **ভবনের সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: জমির মালিক, পূর্বে: ১৬ ফুট মেটাল রাস্তা, দক্ষিণে: জমির মালিক, পশ্চিমে: নির্মল বালা মন্ডলের বাড়ি। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) i) ৫৩,০০,০০০.০০ টাকা (তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা মাত্র)** **ii) ২৮,৭০,০০০.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)** **খ) i) ৫,৩০,০০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)** **ii) ২,৮৭,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার, মোবা: ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **i) ৫,৩০,০০০.০০ টাকা এবং ii) ২,৮৭,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com **(https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
১০.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা:** ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) শ্রী সিদ্ধেশ্বর ভুঁইয়া,** পিতা- মৃত নিরঞ্জন ভুঁইয়া, গ্রাম-পনিয়া, পোঃ-মজনা, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৩৩	**ক) ৩,৩৮,৪৩,৮১১.৩৭ টাকা (তিন কোটি আটত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার আটশো এগারো টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **খ) ০৭.০৭.২০২৫** **গ) ০৮.১০.২০২৫**	৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা পানিয়া-তে অবস্থিত, জে.এল নং ২২৭, তৌজি নং ২৯৩৫, প্লট নং ৫৬৩-তে, খতিয়ান নং ৩৫৫-এর সাথে সম্পর্কিত, ডাকঘর মজনা, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: বাপ্পা ভুঁইয়ার জমি, দক্ষিণে: গ্রামের বালির রাস্তা, পূর্বে: প্লট নং ৫৬২, পশ্চিমে: প্লট নং ৫৬৪। **(বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ১৯,০০,০০০.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ টাকা মাত্র)** **খ) ১,৯০,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ১০,০০০/- টাকা** ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার, মোবা: ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **১,৯০,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com **(https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।
১১.	**ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টার(দের) নাম ও ঠিকানা:** **ক) শ্রীমতী রূপা দে (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা),** স্বামী- শ্রী শান্তনু দে, এলআইসি রোড খাতড়া, পোঃ ও থানা খাতড়া, জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭২২১৪০ **খ) শ্রী শান্তনু দে (সহ-ঋণগ্রহীতা),** পিতা- শ্রী সীতারাম দে, রবীন্দ্র সরণি, ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর পাশে, পোঃ ও থানা খাতড়া, জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭২২১৪০	**ক) ৫৭,৮৮,৯৯৬.৫৬ টাকা (সাতান্ন লক্ষ আঠাশ হাজার নয়শো ছিয়ানব্বই টাকা এবং ছাপ্পান্ন পয়সা মাত্র)** এবং তার সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **খ) ১৩.০৩.২০২৬** **গ) ৩০.০৫.২০২৬**	৮.৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং এর উপর অবস্থিত দোতলা আবাসিক ভবন, আর.এস প্লট নং ৯৫, এল.আর প্লট নং ৩৬৬, ৩৬৫, আর.এস খতিয়ান নং ৬০ কান্ডা খতিয়ান নং ৮২০, এল.আর খতিয়ান নং ৩৯১০, জে.এল. নং- ২১৩, মৌজা কেন্দুয়াডিহি, মহল্লা: কেন্দুয়াডিহি, মিলন পল্লী, ওয়ার্ড নং ২২, হোল্ডিং নং ২৮৬/ডি/২/১, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, থানা বাঁকুড়া, জেলা-বাঁকুড়া, পিন কোড- ৭২২১০২-এ অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা: (দলিল অনুযায়ী)** উত্তরে: প্লট নং: ৯৫ এবং ৯৬, দক্ষিণে: প্লট নং: ৯৪, পূর্বে: প্লট নং: ৯৭, পশ্চিমে: সরকারি কলোনি রোড। **(পরিদর্শন/প্রকৃত অনুযায়ী)-** উত্তরে: চন্দন শ ও রঞ্জন শ-এর সম্পত্তি, দক্ষিণে: জগদীশ রায়ের সম্পত্তি, পূর্বে: খালি জমি এবং অন্যদের বাড়ি, পশ্চিমে: ৪০ ফুট চওড়া রাস্তা। **(প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ৬৫,১০,০০০.০০ টাকা (পঁয়ষট্টি লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ৬,৫১,০০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ একান্ন হাজার টাকা** **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: ক্যানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার, মোবা: ৯০৫১৮৮২৩৬৪ ঙ) **৬,৫১,০০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.com **(https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ১১.০৯.২০২৬ সকাল ১১:৩০ টা থেকে দুপুর ১:৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ১০.০৯.২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত

অন্যান্য শর্তাবলি:

১. সম্পত্তিগুলি **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** শর্তে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পত্তি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক বিডারের ক্ষেত্রে, দরদাতা/ক্রেতাকে একটি ইনক্রিমেন্টের (বৃদ্ধির) সাথে বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)**-এর মাধ্যমে "অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডে" পরিচালিত হবে।
৫. পরিষেবা প্রদানকারী **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)**-এর যোগাযোগের নম্বর হল ৮২৯১২২০২২০, ইমেইল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com**।
৬. সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে **৩১.০৮.২০২৬ থেকে ০৯.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টার** মধ্যে সম্পদগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৭. সফল ক্রেতা/সর্বোচ্চ দরদাতাকে সর্বোচ্চ/সফল ঘোষণার সাথে সাথেই বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয় মূল্য বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা উপরোক্ত বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তার জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৮. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/হার/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ খরচ/সরকারি বকেয়া/যেকোনো কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদি সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ শুধুমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
৯. এটি উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের জন্য উপরোক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার একটি নোটিশও বটে, যদি তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়।
১০. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা ই-নিলামের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লেখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করা হবে এবং সুদ ও খরচ সহ বাকি বকেয়া (যদি থাকে) আদায় করা হবে।
১১. কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত অফার বা বিড গ্রহণ/বাতিল করার অথবা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।
১২. আরও বিশদ বিবরণ কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com** -এ উপলব্ধ।

স্থান: কলকাতা, তারিখ: ২৮.০৮.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার, কানাড়া ব্যাঙ্ক**

'ক্রীড়া মানে পদক জয় নয়, খেলার শক্তি ও যুবশক্তির মেলবন্ধন ঘটানো'

নয়াদিল্লি, ২৭ অগস্ট: ক্রীড়া মানে কেবল পদক জয় নয়, খেলার শক্তি ও যুবশক্তির মেলবন্ধন ঘটানো, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার খেলো ইন্ডিয়া সংলাপে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ১৫ 'অগস্ট আমি দেশের সামনে ভারতের ক্রীড়া-সংক্রান্ত রূপকল্প তুলে ধরেছিলাম। খেলাধুলো মানে কেবল পদক জয় নয়। বরং ক্রীড়া হল 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে খেলাধুলোর শক্তি ও আমাদের যুবশক্তির মেলবন্ধন ঘটানো।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ক্রীড়া বিজ্ঞান, প্রশিক্ষণ, কোচিং এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও জোরদার করছি। খেলাধুলার বিষয়ে সরকার কতটা আন্তরিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই আয়োজনটি তারও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।' সুস্থ সমাজ, উন্নত কর্মসংস্কৃতির জন্য ক্রীড়াসুলভ মনোভাব অত্যন্ত জরুরি, বৃহস্পতিবার খেলো ইন্ডিয়া সংলাপে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, একটি সুস্থ সমাজ, একটি ভালো পারিবারিক ব্যবস্থা ও উন্নত কর্মসংস্কৃতির জন্য ক্রীড়াসুলভ মনোভাব অত্যন্ত জরুরি।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী আধুনিক ক্রীড়া-কাঠামো গড়ে তুলতে আমাদের সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এখন দেশে এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে যেখানে প্রতিটি স্তরে সহায়তা প্রদান করা হয়, অর্থাৎ প্রতিভা শনাক্ত করা থেকে শুরু করে তাকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই এই সহায়তা পাওয়া যায়।'

খেলো ইন্ডিয়া সংলাপে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ক্রীড়া বিজ্ঞান, প্রশিক্ষণ, কোচিং ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও জোরদার করছি। খেলাধুলোর বিষয়ে সরকার কতটা আন্তরিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই আয়োজনটি তারও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।' 'খেলো ইন্ডিয়া ডায়ালগ' কেবল খেলোয়াড়দের নিয়ে আলোচনার কোনও সাধারণ কর্মসূচি নয়, এটি এমন এক আলোচনার মঞ্চ যেখানে প্রতিটি নতুন ধারণা দেশের ক্রীড়া-ভাবনাকে নতুন দিশা দেখাতে পারে। পাশাপাশি, তরুণদের সঙ্গে যে মতবিনিময় চলছে, তা আপনাদের নিজস্ব চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে দেশের স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত করার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'খেলো ইন্ডিয়া সংলাপে' বক্তব্য রাখেন। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে মেরা যুব ভারতের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিটি দেশজুড়ে পরিচালিত হয়। দেশের তরুণদের খেলাধুলোয় যুক্ত করা, তাঁদের আকাঙ্ক্ষাগুলি তুলে ধরা এবং যুবকেন্দ্রিক শক্তিশালী 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধারণা অথবা পরামর্শ প্রদান করাই এই কর্মসূচির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই উপলক্ষে ভার্চুয়ালি তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১০০ বছর আগে মেজর ধ্যান চাঁদ-জি-র অংশগ্রহণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হকি দল নিউজিল্যান্ড সফর করেছিলেন। সেই সফরই ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে ১০০ বছরের ক্রীড়া সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। আমি সম্প্রতি নিউজিল্যান্ড সফর করেছি এবং সেখানেও মেজর ধ্যান চাঁদ-জি-র কথা স্মরণ করেছি। তিনি যে সম্পর্কের সূচনা করেছিলেন, তা আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ভারত নিরন্তর কাজ করে চলেছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০১২ সালের অলিম্পিকে ভারত মাত্র ১৩টি ক্রীড়া ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল এবং আরও ২০টিরও বেশি বিভাগে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। এর মধ্যে অনেক খেলাধুলোই আমাদের দেশে খুব একটা পরিচিত নয়, অথচ অন্যান্য দেশ এসব ইভেন্টে পদক জয় করে। পদক সংখ্যা বাড়াতে হলে ভারতকে এই বিভাগগুলিতেও দক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। বিশাল সমুদ্রতট এবং বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল থাকায়,জলক্রীড়া থেকে শুরু করে শীতকালীন খেলাধুলো, সার্ফিং ও স্পোর্ট ক্লাইম্বিংয়ের মতো খেলার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক পরিবেশ ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়, উভয়ই ভারতের রয়েছে। তা সত্ত্বেও, বিশ্বমঞ্চে এসব বিভাগে আমাদের উপস্থিতি এখনও নগণ্য।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '২০৩৬ সালের অলিম্পিকের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন ক্রীড়াবিদদের খুঁজে বের করা ও গড়ে তোলা, যারা ২০৩৬ সালে বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে অংশ নেবেন। লাল কেল্লা থেকে আমি ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্য থেকে ক্রীড়া-প্রতিভা খুঁজে বের করার জন্য একটি বড়সড় অভিযানের ঘোষণা করেছি। কোনও শিশুর কেবল আগ্রহের বিষয়টি দেখলেই চলবে না, বরং কোন খেলার জন্য তাঁরা প্রাকৃতিকভাবে উপযুক্ত, তা শনাক্ত করে সেই অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, সরকার আপনাদের পাশে থাকবে এবং সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।'

নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণে প্রধানমন্ত্রীকে খাড়গের চিঠি

নয়াদিল্লি, ২৭ অগস্ট: নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, বিষয়টি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাড়াহুড়ো করে বা জোর করে কোনও প্রস্তাব পাশ করানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে খাড়গে জানান, এই বিষয়ে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট। তাঁদের দাবি, লোকসভার বর্তমান ৫৪৩টি আসন আগামী ২৫ বছর অপরিবর্তিত রাখা, রাজ্যগুলির বর্তমান প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখা এবং ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকেই মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর করা।খাড়গে জানান, গত ১৬ জুলাইও তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে আবেদন জানিয়েছিলেন, সংসদের কোনও বিশেষ অধিবেশনে নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করার আগে সব রাজনৈতিক দলকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হোক। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেওয়ায় তিনি ফের এই দাবি জানালেন। কংগ্রেস সভাপতির দাবি, এই কারণেই বাদল অধিবেশনের সমাপ্তি নিয়েও ক্রমাগত দেরি হচ্ছে। তিনি নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে আলোচনার জন্য সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দল ও রাজ্য সরকারকে প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। খাড়গে বলেন, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল যেভাবে তাড়াহুড়ো করে প্রস্তাব পাশ করানোর চেষ্টা হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি যেন না-হয়।

৪ দিনের সফরে উজবেকিস্তান ও কিরঘিজ যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই শনিবার থেকে উজবেকিস্তান ও কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রে চার দিনের সফরে যাচ্ছেন। নতুন দিল্লিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পশ্চিম) সিবি জর্জ জানান, সফরের প্রথম পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি শওকত মিরজিয়য়েভের আমন্ত্রণে তাসখন্দে দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে যাবেন। এই সফরের সময় ভারত ও উজবেকিস্তানের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে প্রধানমন্ত্রী মোদী সে দেশের রাষ্ট্রপতি মিরজিয়য়েভের সঙ্গে প্রতিনিধি-স্তরের বৈঠক করবেন। তিনি জানান, দুই নেতা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, ডিজিটাল সংযোগ, জ্বালানি, শিক্ষা এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন। তাসখন্দ থেকে প্রধানমন্ত্রী কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি সাদির জাপারভের আমন্ত্রণে কিরগিজস্তানের বিশকেকে যাবেন। সেখানে তিনি চলতি মাসের ৩১ তারিখে আয়োজিত হতে চলা ২৬তম সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। সচিব জানান, দু'দিনের এই সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেবেন এবং সেখানে নিরাপত্তা, সংযোগ ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি তুলে ধরবেন। শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি এসসিও নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করারও কথা রয়েছে। এছাড়া তিনি মধ্য এশিয়ার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উদযাপন হিসেবে আয়োজিত ষষ্ঠ 'ওয়ার্ল্ড নোম্যাড গেমসে'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অফিস বিল্ডিং, ২য় ও ৩য় ফ্লোর, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৭০০ ০০১, ই-মেইল zokolkatacentral@indianbank.bank.in
সংশোধনী
২৬.০৮.২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপনে, 'দরপত্রের ফর্ম সংগ্রহের তারিখ' '২৫ আগস্ট ২০২৬ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬'-এর পরিবর্তে '**২৬ আগস্ট ২০২৬ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬**' পড়তে হবে এবং **বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ** '১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬'-এর পরিবর্তে '**১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬**' পড়তে হবে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টিটিআর-এএসটিই-আরপিএইচ-২৬-আরই, তাং. ২৫.০৮.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টিটিআর-এএসটিই- আরপিএইচ -২৬-আরই**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/ সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** সিগন্যালিং-এর কাজ- হাওড়া ডিভিসন- টিটিআর (এফএস + টিডব্লুএস + ডব্লুসিএমএসসি) ৬০ কেজি ১২-র মধ্যে ১- ৭৪টি সেট। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৮১,২৮,৪৭১.০০ টাকা। **বায়না অর্থ/ দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩,৬২,৬০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৮.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩৯ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৪.০৯.২০২৬। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps. gov.in**
HWH-305/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
মেসার্স এম.বি. কারস (সিই ধারকের নাম মন্টু বর্মণ, করদাতার নং ১১০৮১১৩০০০২০)-এর মালিক / অনুমোদিত প্রতিনিধি / যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি, যাদের সর্বশেষ জানা ঠিকানা পি-৪০, ব্লক 'বি', নিউ আলিপুর, ৩য় তল, কলকাতা ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ।
এই সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি **মেসার্স এম.বি. কারস**-এর বিষয়ে জারি করা হচ্ছে যারা **উপরোক্ত ভাড়ায় নেওয়া অংশটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে গেছেন এবং তা ব্যবহার/দখল করা বন্ধ করে দিয়েছেন।** যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ফার্মের বর্তমান ঠিকানা এবং যোগাযোগের বিশদ বিবরণ, সেইসাথে এর মালিক, এজেন্ট, সহযোগী, প্রতিনিধি এবং এর সাথে যুক্ত বা এর পক্ষে কাজ করা ব্যক্তিদের বর্তমান ঠিকানা এবং যোগাযোগের বিশদ বিবরণ বর্তমানে **জানা বা উপলব্ধ নেই।**
তদনুসারে, এই সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, উক্ত ফার্ম, এর মালিক, এজেন্ট, সহযোগী, প্রতিনিধি, অনুমোদিত ব্যক্তি এবং উক্ত ফার্মের মাধ্যমে বা এর অধীনে দাবি করা অন্য সকল ব্যক্তিকে **এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে** এবং তাদের বর্তমান ঠিকানা ও যোগাযোগের বিশদ বিবরণ প্রদান করতে এবং উক্ত ভাড়ায় নেওয়া অংশটির সাথে সম্পর্কিত কোনো দাবি, অধিকার, স্বার্থ বা আপত্তি, যদি থাকে, তা জানাতে বলা হচ্ছে।
মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ দ্বারা IA(COMPANIES ACT)/106(KB)-TP/24(KB)2023-তে ১৮.০৫.২০২৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিযুক্ত ইউনিট কনস্ট্রাকশন কো. প্রাইভেট লিমিটেড-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী রেজোলিউশন প্রফেশনাল, যেখানে প্রযোজ্য, উক্ত ভাড়ায় নেওয়া অংশটি এবং **সেখানে পড়ে থাকা সম্পদ/বস্তুগুলি, যদি থাকে, সুরক্ষিত করতে, নিয়ন্ত্রণ নিতে এবং/অথবা দখল নেওয়ার জন্য** ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে অনুমোদিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকারী হবেন।
উক্ত ভাড়ায় নেওয়া অংশটির ক্ষেত্রে কোনো অধিকার, সত্ত্ব এবং/অথবা স্বার্থ, কথিত ভাড়াটিয়া বা অন্য কোনো স্বার্থ দাবি করা যেকোনো ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যে প্রাসঙ্গিক সমস্ত সহায়ক নথিপত্র সহ লিখিতভাবে তা জানাতে হবে।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া বা যোগাযোগ না থাকলে, এই সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত ফার্ম এবং এর মালিক এবং অফিসিয়াল অ্যাসাইনি, প্রতিনিধি এবং অন্য সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি যথাযথ এবং পর্যাপ্ত বিজ্ঞপ্তি হিসাবে গণ্য করা হবে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী/ রেজোলিউশন প্রফেশনাল কোনো অতিরিক্ত বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইন অনুযায়ী অগ্রসর হবেন।
সন্দীপ খৈতান
(IBBI/IPA-001/IP-P00532/2017-18/10957)
৩য় তল, সন্মতি প্লাজা,
জি.এস. রোড, গুয়াহাটি, অসম-৭৮১০০৫

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচ.এম.সি. এলাকার পার্ক এবং বাগান বিভাগের কাজের জন্য, একই প্রকৃতির কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিস্তারিত প্রাসঙ্গিক তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বিভাগ ও https://www.wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫.০৯.২০২৬ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং **ইডি/০১/পিঅ্যান্ডজি/২৬-২৭** তারিখ **২৫-০৮-২০২৬**
৬২(৩)/২৬-২৭
২৭-০৮-২৬
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata-700028
"CORRIGENDUM: DUM DUM MUNICIPALITY HAS published 12 no of E-tenders in the Govt website: "**wbtenders.gov.in.**" related to **ROAD RENOVATION SCHEME OF DUM DUM MUNICIPALITY Govt Fund.** vide memo no **576/ADMIN/ DDM/ GEN/26-27,** Dtd **14/08/2026.** Published on **15/08/2026.** The Last date for dropping Bids is **03/09/2026.** Technical Bids opening is on **05/09/2026.** TENDER FEE IS HEREBY EXEMPTED.
Sd/-Administrator
Dum Dum Municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah, Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114, Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25531487
e-NIT No.: 02/PH&S/PM/2026-27 & 03/PH&S/PM/2026-27
Dated: 20.08.2026
Bid Submission Start Date: 27.08.2026 from 10:00 Hrs
Bid Submission End Date: 11.09.2026 up to 18:00 Hrs
Tender ID: 2026_MAD_5020149_1 to 2026_MAD_5020149_11 & 2026_MAD_5020264_1 to 2026_MAD_5020264_9
Total 20 nos work
The Executive Officer, Panihati Municipality invites online e-tender in two part system (Part-I Technical Bid and Part-II Financial Bid) from eligible, reliable, resourceful and experienced agencies/firms/companies/individual contractors having experience with sufficient financial ability, having credential and acumen in executing any civil work in any Government/Government Undertaking/Autonomous Bodies/ Semi-Government/Statutory Authorities and or Local Bodies etc. within the last 5 (five) years from the date of issue of this e-NIT for These work. For downloading please see the website **www.tenders.wb.gov.in** and for further details visit www.panihatimunicipality.in or Municipal Office
Sd/- **Executive Officer, Panihati Municipality**

ময়দান

সোনাল দিনুশা নিশ্চিত জয় কাড়লেন ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার কলম্বো টেস্ট এমন এক নাটকীয় পরিণতি পেল, যা দীর্ঘদিন ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে থাকবে। ম্যাচের পঞ্চম দিনে ভারতের সামনে ছিল সহজ সমীকরণ। শ্রীলঙ্কার হাতে ছিল মাত্র চারটি উইকেট, আর গোটা দিন সময়। তাই অধিকাংশেরই বিশ্বাস ছিল, প্রথম সেশনেই বাকি উইকেট তুলে নিয়ে ভারত সিরিজের পাশাপাশি ম্যাচও জিতে নেবে। কিন্তু ক্রিকেটের অনিশ্চয়তাই আবারও প্রমাণিত হল। শ্রীলঙ্কার ব্যাটাররা অবিশ্বাস্য ধৈর্য ও লড়াইয়ের মানসিকতা দেখিয়ে ভারতের জয় ছিনিয়ে নিল। এই প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় নায়ক সোনাল দিনুশা। প্রথম ইনিংসে শতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও দুর্দান্ত ব্যাটিং করে তিনি অপরাজিত ১৩৩ রান করেন। ভারতের বিপক্ষে এই সিরিজে এটি তাঁর তৃতীয় শতরান। তবে শুধু শতরানই নয়, টেলএন্ডারদের সঙ্গে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়ে তিনি ভারতের বোলারদের হতাশ করে দেন। নুয়ান্তা, প্রভাত জয়সূর্য, লাহিরুকুমারা এবং অসিতা ফার্নান্ডো, প্রত্যেকেই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী মূল্যবান সময় কাটান। লাহিরু কুমারার ধৈর্যশীল ইনিংস এবং অসিতা ফার্নান্ডোর রান না করেও ২৪ বল টিকে থাকা শ্রীলঙ্কার ড্র নিশ্চিত করতে বড় ভূমিকা নেয়।

খিদিরপুরকে হারাল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে পরাজিত ঘরের ছেলে মেহতাব হোসেন। লাল-হলুদের বিপক্ষ ডাগআউটে কোচের ভূমিকায় ছিলেন প্রাক্তনী মেহতাব হোসেন। বৃহস্পতিবার কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের ম্যাচে লাক্সারি লিভিং খিদিরপুর এসসিকে ২-০ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ২৭ মিনিটে পেনাল্টি বক্সের ভিতর থেকে দুরন্ত শটে গোল করেন আকাশ হেমব্রম। ৬৮ মিনিটে লাল-হলুদের হয়ে ব্যবধান বাড়ান বিলাল। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলে ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়ে ইস্টবেঙ্গল। শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল লাল-হলুদ। কিন্তু রবি দাসের শট আটকে দেন খিদিরপুরের গোলকিপার অর্নেন্দু দত্ত। ফিরতি বল থেকেও গোল করতে পারেননি রবি। এদিন খিদিরপুরকে হারিয়ে সুপার সিক্স কার্যত নিশ্চিত করে ফেলল তারা। ১০ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে ভবানীপুর। ৮ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল। ইউনাইটেড কলকাতা চতুর্থ স্থানে। ১০ ম্যাচে ১৬ পয়েন্টে তারা। ম্যাচ হেরে মেহতাব বলেন, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে কোচিং করানো সবসময়ই স্পেশাল। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দলের সহকারী কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাসের চিন্তার জায়গা ফুটবলারদের সুযোগ নষ্ট করা।

বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। উপস্থিত ছিলেন বিওএ সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী, সচিব জহর দাস, সহ সভাপতি কমলেশ চ্যাটার্জি ও বিশ্বরূপ দে এবং কোষাধ্যক্ষ কমল মৈত্র সহ অন্যান্যরা। ছিলেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী অ্যাথলিট জ্যোতির্ময়ী সিকদারও। বিওএ কর্তাদের পাশাপাশি কর্মীদের রাখি পরিয়ে উৎসবের আনন্দে সামিল হন জ্যোতির্ময়ী।

৭ সেপ্টেম্বর বার্ষিক পুরস্কার সিএবির

সিএবির জীবনকৃতি সম্মান উৎপল ও পূর্ণিমাকে, সম্ভাব্য এজিএম ঘিরে প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ক্রিকেটের কৃতিদের সম্মান জানাতে বড়সড় আয়োজন করছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বসবে সিএবির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীর আসর। ক্রিকেটে দীর্ঘ অবদানের জন্য এ বার জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হবে প্রাক্তন ক্রিকেটার উৎপল চট্টোপাধ্যায় এবং মহিলা ক্রিকেটের পূর্ণিমা চৌধুরীকে। এ বারের পুরস্কারপ্রাপকদের তালিকাতেও রয়েছে একাধিক চমক। বর্ষসেরা ক্রিকেটার এবং রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার হয়ে সর্বোচ্চ রান করার স্বীকৃতি পাচ্ছেন সুদীপ কুমার ঘরামি। জেন্টলম্যান ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার নির্বাচিত হয়েছেন সুমন্ত গুপ্ত। সেরা ফাস্ট বোলারের পুরস্কার উঠবে মহম্মদ শামির হাতে। সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে সেরার সম্মান পাচ্ছেন তনুশ্রী সরকার। অনূর্ধ্ব-২৩ বিভাগে সেরা ক্রিকেটার আয়ুষ কুমার সিংহ, সেরা বোলার সুখমীত সিংহ এবং মহিলা ক্রিকেটে সেরা সুজাতা দে। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে সেরা ক্রিকেটার চন্দ্রহাস দাশ এবং সেরা বোলার অগস্ত্য শুক্লা। পুরস্কার বিতরণীর পাশাপাশি সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভা বা এজিএম নিয়েও প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সম্ভাব্য ভাবে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার আইটিসিতে বসতে পারে সভা। গত বছরও সিএবির এজিএম হয়েছিল আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গলে। নতুন মরসুমের আগে বাংলার ক্রিকেটের সাফল্য, প্রতিভা এবং দীর্ঘদিনের অবদানকে সম্মান জানাতে সিএবির এই দুই আয়োজন ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে আগ্রহ।

Tender is invited by the undersigned for the work i) "Urgent necessary electrical arrangements for the inauguration of the new Girl's Hostel at Maulanaza Azad college on 01.09.2026 by the Hon'ble Minister-In-Charge Higher Education Departments" .
ii) Emergent Temporary Electrical works, AC, DG, Sound System, LED wall for Observance of Consumer Rights Protection Week from 1st September, 2026 to 7th September, 2026. Tender **No: 44/IR/T/KCED/I of 2026-27. And 45/IR/T/KCED/I of 2026-27.**
Bid Submission end date **Upto 12 PM on 31/08/2026.** Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website
Sd/- B. Mandal
Executive Engineer, PWD
Kolkata Central Electrical Division

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e-tender vide reference no:- **WBMAD/ PWD/DEV/NIT-1/2026-27**, Tender Ids:- 2026_MAD_5020522_1, 2026_MAD_5020522_2, 2026_MAD_5020522_3, 2026_MAD_5020522_4, 2026_MAD_5020522_5, 2026_MAD_5020522_6, 2026_MAD_5020522_7, 2026_MAD_5020522_8 for repairing & renovation of Bituminous road under Chakdaha Municipal area. For further information, please visit https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
Administrator
Chakdaha Municipality

Tender Notice
BIRSINGHA DEVELOPMENT AUTHORITY
Memo No -48/BSDA/C-146/2026-27 Date: 27/08/2026
Nine no's tender is hereby invited under tender notice no. - BSDA GHATAL/NIT-35/2026-27 dated 27.08.2026 of Tender ID 2026_BSDA_5020506_1 to 2026_BSDA_5020506_9
Bid submission start date and time 27.08.2026 from 18:55 onwards & closing date and time of bid submission - 11-09-2026 up to 18:55.
For more details please visit the website:- **https://www.tenders.wb.gov.in.**
Executive Officer & Member Secretary
BirsinghaDvelopment Authority. Ghatal,
PaschimMedinipur &
Sub-Divisional Officer, Ghatal,
PaschimMedinipur

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE(E/M)SWTP/T-08 of 2026-27
Online two part above / below percentage premium base e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/SWTP, E/M Sector, KMDA, Thakurbati Street, Serampore, Hooghly-712201, from reliable, resourceful, bonafied and experienced agencies, for the work, **Name of work, Estimated Amount, Earnest Money to be deposited, Time of Completion**, Oiling and greasing of moving parts of pump and motor and applying gland packing at 17 nos. pump houses under Integration/ SWTP from Uttarpara to bhadreswar for one (01) year., Rs.2,21,773/-, Rs.4,480/-, 01 year, **Last date & time of online Tender submission:** 16.09.2026 upto 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-449)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T16361(1)/2026

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
কান্দি শাখা
নূতনহাট থানা রোড, পো. এবং থানা - কান্দি
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
পিন : ৭৪২ ১৩৭
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ সালের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৮(৬) এবং ৯(১) অনুবিধির অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৫.০৯.২০২৬ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২,৩৭,৭৭,৮৪০.০০ টাকা (দুই কোটি সাঁয়ত্রিশ লাখ সাতাত্তর হাজার আটশ চল্লিশ টাকা)** (বিবি ১,৫৩,৩৯,৯৯২.৫৮ টাকা এবং এমওআই + এমএলই + এমওএক্স ৮৪,৩৭,৮৪৭.৪২ টাকা) **২৬.০৮.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এইচ এস অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম, অংশীদারগণ : (১) শ্রী বাবর আলি এবং (২) শ্রী আইয়ারউদ্দিন শেখ,** গ্রাম এবং পো - কুন্দল, থানা - বর্ধমান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৮ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এইচ এস অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম অংশীদারগণ : ১. শ্রী বাবর আলি, ২. শ্রী আইয়ারউদ্দিন শেখ,** গ্রাম এবং পো : কুন্দল, থানা : বারওয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন -৭৪২১৬৮। **অংশীদার/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী বাবর আলি** পিতা প্রয়াত ইনাল হক, গ্রাম : কাটনা, পো : নবদুর্গা, থানা : বারওয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৮। **অংশীদার/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী আইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ, গ্রাম -বালিয়াহাট, পো : কান্দি, বালিয়া, থানা -খারগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৭। **খ) কান্দি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকদত্ত দলিল নং ২২৮/২০২০, তারিখ ১০.০১.২০২০, জেএল নং ০১২, মৌজা - কুন্দল, থানা : বারওয়ান, অবস্থিত মৌজা - কুন্দল, জেএল নং ০১২, থানা : বারওয়ান , কল্যাণপুর-২ জিপি (গ্রাম পঞ্চায়েত) অধীন, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১৬৮ নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে : খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, মোট এরিয়া : ৬০.৭৫ ডেসিমেল, শ্রেণি -পোলট্রি (লেয়ার ফার্মিং), **সম্পত্তি শ্রী আইয়ারউদ্দিন শেখ** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, মোট এরিয়া ৬০.৭৫ ডেসিমেল, শ্রেণি -পোলট্রি (লেয়ার ফার্মিং) **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৯, এলআর প্লট নং ১১৪৬, মোট এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি - আমন, **সম্পত্তি শ্রী আইয়ারউদ্দিন শেখ** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট এরিয়া : ০.৭৫ ডেসিমেল, শ্রেণি - আমন, **সম্পত্তি শ্রী আইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট এরিয়া : ০.২৫ ডেসিমেল, শ্রেণি -আমন, **সম্পত্তি শ্রী আইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২,মোট এরিয়া : ১.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি -আমন, **সম্পত্তি শ্রী আইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলার প্লট নং ৭৮১, মোট এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি - আমন, **সম্পত্তি শ্রী আইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলার প্লট নং ৭৮১, মোট এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি - আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট এরিয়া : ০.৭৫ ডেসিমেল, শ্রেণি- আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট এরিয়া : ০.২৫ ডেসিমেল, শ্রেণি- আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট এরিয়া : ১.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি- আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি- আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে।	**২,৩৭,৭৭,৮৪০.০০ টাকা (দুই কোটি সাঁয়ত্রিশ লাখ সাতাত্তর হাজার আটশ চল্লিশ টাকা)** (বিবি ১,৫৩,৩৯, ৯৯২.৫৮ টাকা এবং এমওআই + এমএলই + এমওএক্স ৮৪,৩৭,৮৪৭.৪২ টাকা) **২৬.০৮.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৯২.০০ লাখ টাকা (*)** (বিরানব্বই লাখ টাকা) **খ) ৯.২০ লাখ টাকা** (নয় লাখ কুড়ি হাজার টাকা) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30295237019** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) স্বত্ব দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।
ই-নিলামের তারিখ ও সময়- তারিখ - ২৫.০৯.২০২৬, সময় - সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম- https://baanknet.com
অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর** ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০,** ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com**-এ ই-মেইল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন- **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং **৮২৯১২ ২০২২০**-তে যোগাযোগ করুন।
https: //baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
দ্রষ্টব্য- এটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/অংশীদার(গণ)-এর জন্যও একটি বিজ্ঞপ্তি
তারিখ- ২৭.০৮.২০২৬/স্থান : কান্দি
অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

অভিনয়ে নিজের ছন্দে সৌরসেনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র ৯ বছর বয়সে মডেলিংয়ে পা রেখেছিলেন সৌরসেনী মৈত্র। ১৬ বছর বয়সেই অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ। তবে ছোটবেলায় অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার কথা ভাবেননি তিনি। বিজ্ঞাপন ও মডেলিংয়ের জগৎ পেরিয়ে ধীরে ধীরে অভিনয়েই নিজের জায়গা তৈরি করেছেন। ২০১২ সালে বেদব্রত পাইনের 'চিটাগং' ছবির মাধ্যমে বড়পর্দায় অভিষেক। বর্তমানে তিনি টলিউডের পরিচিত মুখ। সম্প্রতি 'নিব্বা নিব্বি' ছবিতে ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা পার্বতী মজুমদারের চরিত্রে অভিনয় করে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। ছবির প্রচার পর্ব শেষ হওয়ার পর বৃষ্টিভেজা সকালে নিজের কেরিয়ার, অভিনয়, মডেলিং, নারীশক্তি, শাহরুখ খান, প্রেম এবং বিতর্ক নিয়ে খোলামেলা আড্ডা দিয়েছেন অভিনেত্রী।

সৌরসেনীর কাছে মডেলিং শুধু পেশা ছিল না, ছিল অনেকটা ঘরে ফেরার মতো। পুজোর আগে মার্জার সরণিতে হাঁটা, মেকআপ রুমে আড্ডা, একের পর এক পোশাক বদলে র‍্যাম্পে ওঠার উত্তেজনা এখনও তাঁর মনে পড়ে। এখন অবশ্য বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করে সেই অভাব কিছুটা পূরণ হয়। মডেলিং ও বিজ্ঞাপনের কাজ করতে করতেই অভিনয়ের সুযোগ আসে। মুম্বইয়েও বেশ কিছু বিজ্ঞাপনী সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছেন অভিনেত্রী। তাঁর মতে, মুম্বইয়ের কাজের পরিবেশ অনেকটাই গোছানো এবং পদ্ধতিগত। বিশেষ করে বিকল্প পরিকল্পনা রাখা ও সময়ের সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেখান থেকে শেখার রয়েছে। পাশাপাশি, মুম্বইয়ে প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রীর পাশাপাশি জুনিয়র আর্টিস্ট ও টেকনিশিয়ানদের প্রতিও যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয় বলে মনে করেন তিনি। অভিনয়ের কোনও প্রথাগত প্রশিক্ষণ নেননি। মঞ্চেও অভিনয় করেননি। নিজেকে এখনও 'নন টেকনিক্যাল' অভিনেত্রী বলেই মনে করেন। তবে ক্যামেরার সামনে কাজ করতে করতে প্রতিনিয়ত শিখছেন। লাইট নেওয়া, ক্যামেরার দিকে কীভাবে 'চিট' করতে হয়, ফ্রেম ইন-ফ্রেম আউট, এ ধরনের প্রযুক্তিগত বিষয় এখনও শেখার পর্যায়ে রয়েছেন তিনি।

তথাগত মুখোপাধ্যায়ের 'নিব্বা নিব্বি' ছবিতে ঋষভ বসুর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন সৌরসেনী। তাঁর চরিত্র পার্বতী মজুমদার ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর যে ধরনের সামাজিক নিয়ম বা প্রত্যাশা তৈরি হয়, পার্বতী সেগুলির ধার ধারেন না। এই চরিত্রটি করতে অভিনেত্রীকে বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল। পেটের আকার তৈরি করতে প্রস্থেটিক ব্যবহার করা হয়। সেটি পরে হাঁটা ও চলাফেরার অভ্যাস করতে বাড়িতেও অনুশীলন করেছেন তিনি। টানা ওয়ার্কশপ করে চেষ্টা করেছেন, যাতে পর্দায় তাঁর চরিত্রটিকে অভিনয় মনে না হয়, বরং বাস্তব বলে মনে হয়।

ছবিতে নারী-পুরুষের জন্য সমাজের আলাদা মানদণ্ড নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সৌরসেনী জানান, এক বয়স্ক মহিলা দর্শক তাঁর চরিত্রের মুখে অশ্লীল ভাষা শুনে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

কিন্তু পুরুষ চরিত্র একই ভাষা ব্যবহার করলেও সেটি তাঁর নজরে পড়েনি। অভিনেত্রীর মতে, নারীর স্বাধীনতা খর্ব করার ক্ষেত্রে শুধু পুরুষ নয়, অনেক সময় নারীরাও ভূমিকা নেন। তাঁর জীবনে নারীশক্তির সবচেয়ে বড় উদাহরণ তাঁর মা।

অ্যাকশন দৃশ্য করতে বরাবরই ভালোবাসেন সৌরসেনী। 'নিব্বা নিব্বি'-তেও রয়েছে অ্যাকশন ও হিংসার দৃশ্য। যদিও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি হিংসার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর কথায়, বাস্তবে একটি পিঁপড়েকেও হয়তো মারতে পারবেন না। কিন্তু পর্দায় অন্য মানুষের চরিত্র হয়ে ওঠার সময় সেই চরিত্রের রাগ, ক্ষোভ ও আবেগ প্রকাশের সুযোগ পান। অ্যাকশন দৃশ্য অনেকটা সেই জমে থাকা আবেগ বের করে দেওয়ার মাধ্যম।

কেরিয়ারে বেছে বেছে কাজ করতে চান সৌরসেনী। তাঁর কাছে শুধু নিয়মিত কাজ করা কিংবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভরানোই লক্ষ্য নয়। যে চরিত্রে নিজের কিছু দেওয়ার সুযোগ থাকবে, সেই কাজই করতে চান।

ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে গিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনও কুপ্রস্তাব পাননি বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী। তবে মাঝেমধ্যেই প্রযোজক বা প্রযোজনা সংস্থার কাছ থেকে 'বাজেট নেই' শুনে তিনি বিরক্ত হন। তাঁর কথায়, কখনও কখনও অন্তত 'বাজেট আছে' শুনতে ইচ্ছে করে।

শাহরুখ খান সৌরসেনীর কাছে শুধু প্রিয় তারকা নন, তাঁর 'স্বপ্নপুরুষ'। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথমবার শাহরুখের সঙ্গে দেখা। সেই সাক্ষাতের ছবি এখনও তাঁর বাড়িতে বাঁধানো রয়েছে। পরে মণীশ মলহোত্রর দিওয়ালি পার্টিতে আরও দু'বার শাহরুখের সঙ্গে দেখা হয়। একবার তাঁকে প্রণাম করলে শাহরুখ গাল টিপে আদর করেন। সৌরসেনী মজা করে জানিয়েছিলেন, এরপর সাত দিন মেকআপ তুলবেন না, স্নানও করবেন না। শাহরুখ তাঁকে আরও ভালো কাজ করার পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, শাহরুখের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাঁর প্রতি ভালোবাসার পাশাপাশি সম্মানও আরও বেড়েছে। প্রত্যেক মানুষকে সম্মান করার যে মানসিকতা শাহরুখের মধ্যে রয়েছে, সেটিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে।

তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা এখন যেন বিনোদনেরই অংশ। তবে এসব নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না অভিনেত্রী। কাজের ফাঁকে নিজের জন্য সময় বের করেন। একা ভ্রমণও করেন। সম্প্রতি শুটিং শেষ করে গোয়া গিয়ে মৃৎশিল্পের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, মানসিক সুস্থতার জন্য নিজের যত্ন নেওয়া জরুরি। মন শান্ত থাকলে জীবনের ইতিবাচক দিকগুলিতে মন দেওয়া অনেক সহজ হয়।

হইচই এর নতুন সিরিজ 'অজেয়া-স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স'

আরজি করের স্মৃতিকে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছে

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

মাত্র দু'বছর আগে আমাদের শহরে ঘটে যাওয়া আর জি কর কাণ্ডের ভয়াবহতা, নৃসংসতা এবং প্রকৃত অপরাধীর শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ-আন্দোলনে মুখরিত বাংলার কথা আমরা কেউই ভুলিনি।'অভয়ার ভয় নাই-রাজপথ ছাড়ি নাই'-শ্লোগানে মুখরিত হয়েছিল এই রাজ্যের এবং দেশ-বিদেশের প্রতিটি প্রান্তর, প্রতিটি অঞ্চল, প্রতিটি রাজপথ। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'ধ্বনিতে কেঁপে উঠেছিল এ রাজ্য এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রাঙ্গণ। 'রাত-দখল'থেকে 'মোমবাতি মিছিল' কোন কিছুই থেমেছিল না।শুধু এই মিছিলনগরী কলকাতা নয় এই রাজ্যের প্রতিটি ছোট বড় শহরে,গ্রামে,অঞ্চলে সমবেত ক্ষুব্ধ প্রতিবাদী মানুষের ঢল নেমেছিল। তাদের চোখে ছিল প্রতিবাদের আগুন, মনের ভিতরে ছিল শুধুমাত্র ন্যায় বিচারের আশা। একটি সাধারণ ঘরের মেয়ে, যার চোখে স্বপ্ন ছিল বড় চিকিৎসক হওয়ার, মানুষের সেবা করার, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি তার সেই আশা পূরণ করেনি। হতভাগ্য মেয়েটিকে তার কর্মস্থলে পাশবিক অত্যাচার সহ্য করে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। তার এই নির্মম পরিণতিতে দেশ এবং রাজ্যের মানুষ ক্ষোভ-বিক্ষোভে ফুঁসে উঠে স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এ সমস্ত কিছুই মানুষ এখনো ভুলে যায়নি, যাওয়া সম্ভবও নয়। গত দু'বছর আগে ঘটে যাওয়া আরজিকর হাসপাতালের নির্মম ঘটনার কথা আমরা কেউই ভুলতে পারিনি। সেই আরজি কর হাসপাতালের নির্মম ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ছায়ায় সম্প্রতি বাংলা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই এর পর্দায় মুক্তি পেয়েছে 'অজেয়া-স্পেশাল টাস্ক ফোর্স'নামে আটটি পর্বের একটি সিরিজ। অয়ন চক্রবর্তীর নির্দেশনায় এই সিরিজটি গত একুশে আগস্ট ২০২৬ হইচই এর পর্দায় স্ট্রিমিং করেছে। আর জি কর বা অভয়া কাণ্ডের বিচারের কাজ এখনো পর্যন্ত চলছে। অনেক তথ্যই এখনো সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে মানুষ জানতে পারেননি, অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক ধোঁয়াশা এখনো মানুষের মনে রয়ে গেছে। কিন্তু ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন ধরনের কন্সপিরেসি বা চক্রান্তের তথ্য বিভিন্ন মিডিয়া বা সংবাদপত্র মারফত আমরা জেনেছি। সেগুলি কতটা সত্য, কতটাই বা সঠিক বা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা হয়তো আগামী দিনে জানা যেতে পারে। মিডিয়া বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া সেই বিভিন্ন ধরনের সূত্র বা তথ্যগুলি কে একত্রিত করে এই সিরিজের গল্পটি লেখা হয়েছে। গল্পটি লিখেছেন শর্বরী ঘোষাল। যেমন রিয়েল লাইফে আরজি করে হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পরপরই হাসপাতালের একটি অংশকে ভাঙা নিয়ে বহু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পক্ষে এবং বিপক্ষে বহু যুক্তি, আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক চলেছিল, এই সিরিজে সেই ঘটনার আধারেও চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছে। মিডিয়া বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া সেই সমস্ত সূত্রগুলি কে একত্রিত করে, প্রকৃত নাম, ধাম বদলে দিয়ে এই সিরিজের চিত্রনাট্যে ইনভেস্টিগেশনের সমস্ত বিষয়গুলিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই যা এই সিরিজের আটটি পর্বেই দর্শকদের এনগেজ করে রাখতে সক্ষম হবে। সিরিজটিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোহিনী সরকার(এসিপি দামিনি সেনগুপ্ত) শিরিন পাল (অজেয়া) ইন্দ্রাশিষ রায়, রুকমা রায়, মৈনাক ব্যানার্জি, সুদীপ মুখার্জী, সাগ্নিক এবং আরও অনেকে। প্রত্যেকেরই অভিনয় যথাযথ এবং সচ্ছন্দ। আলাদাভাবে উল্লেখ করার বিষয় থাকলে অবশ্যই শিরিন পালের নাম উল্লেখ করতে হয়, যে অভিনেত্রী নির্যাতিতা মেয়েটি বা অজেয়ার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ঘটনাটির নির্মমতা এবং ভয়াবহতা কে যথাযথ রূপে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে, নৃশংস এবং মর্মান্তিক দৃশ্যগুলিকে যথাযথভাবে দৃশ্যায়ন সম্ভব হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যগুলিকে অবলোকন কালে দর্শকদের মানসিক কষ্ট,ক্ষোভ এবং রাগের অনুভূতি বাড়তে পারে। কিন্তু অভয়া হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় যে রাজনৈতিক যোগ এবং টানাপোড়েনের মত বিষয় বস্তুগুলি উঠে এসেছিল, সেই বিষয়গুলিকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে গিয়ে অল্পবিস্তর ঠাঁই দেওয়া হয়েছে এই সিরিজের চিত্রনাট্যে। অজেয়ার বাবা মা এর চরিত্র কে খুবই অল্প পরিসরে রেখে এই সিরিজের চিত্রনাট্য লিখিত হয়েছে। সিরিজের চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন শর্বরী ঘোষাল এবং অয়ন চক্রবর্তী। রাম্যদীপ সাহার সিনেমাটোগ্রাফি যথাযথ এবং প্রশংসনীয়। সামগ্রিক এডিটিং এর কাজ করেছেন সংলাপ ভৌমিক এবং আবহ ও সুরসৃষ্টি করেছেন নবারুণ বোস। এস ভি এফ প্রোডাকশন হাউসের উদ্যোগে হইচই এর এই নতুন সিরিজটি দু'বছর আগে সমাজে ঘটে যাওয়া এক নৃশংস এবং মর্মান্তিক ঘটনা এবং এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে-দুঃখে-শোকে এই সমাজের প্রতিবাদ-আন্দোলনের স্মৃতিকে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছে।

অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব, স্বপ্নপূরণের লড়াইয়ের আবেগ এবং অনুপ্রেরণার গল্পে আসছে নতুন ছবি 'ডাক্তার কাকু'

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্কের আবেগ, সমাজের প্রান্তিক এক তরুণের চিকিৎসক হবার স্বপ্ন নিয়ে লড়াই এবং সেই লড়াইয়ের এক পথপ্রদর্শক এবং তার স্নেহ,বিশ্বাস এবং আশীর্বাদে স্বপ্নবাজ মাছ বিক্রেতা তরুণের চিকিৎসক হবার স্বপ্নপূরণের গল্প নিয়ে আসতে চলেছে একটি নতুন ছবি 'ডাক্তার কাকু'। ছবিতে 'ডাক্তার কাকুর' ভূমিকায় দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কে। দুই বন্ধুর চরিত্রে দেখা যাবে ঋদ্ধি সেন (পুশকিন) এবং পাভেল(পচা) কে। স্নেহ, মায়া, আশীর্বাদ, বিশ্বাস, বন্ধুত্ব এবং স্বপ্ন দেখার আবেগ এবং অনুপ্রেরণার মিশেলে তৈরি 'ডাক্তার কাকু' ছবিটির পরিচালক পাভেল। ছবির গল্পে 'ডাক্তার কাকু'প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় একজন বামপন্থী সাহিত্যপ্রেমী মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়ান সাহিত্যিক আলেকজান্ডার পুশকিনের নামে নিজের সন্তানের নাম রেখেছেন পুশকিন। পুশকিনের ছোটবেলার বন্ধু পচা সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে থাকা একজন মাছ বিক্রেতা। সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য থাকলেও পচা এবং পুশকিন একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, এককথায় তাদের বন্ধুত্বের ভিত অটুট। নিজের সন্তানের প্রান্তিক অবস্থানে থাকা (মাছ বিক্রেতা) বন্ধু পচাকে স্নেহ, ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং আশীর্বাদ দিয়ে স্বপ্ন দেখতে শেখানো এবং সেই স্বপ্নপূরণের লড়াইয়ে তার পাশে সব সময় একজন পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় থাকার আবেগ এবং অনুপ্রেরণার গল্পে এই ছবির চিত্রনাট্য লিখিত হয়েছে। এই ছবির অভিনেতা ঋদ্ধি সেনকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এই ছবির পরিচালক এবং অভিনেতা পাভেলের গলায় শোনা গেল আন্তরিকতা এবং আবেগের সুর। তিনি বলেন- 'ঋদ্ধির সঙ্গে আমি এর আগেও 'মন খারাপ' ছবিতে কাজ করেছি। পড়াশোনা, বই, জীবন, রাজনীতি কিংবা প্রতিদিনের নানা বিষয়-আমাদের আলোচনার কোন শেষ নেই। খিল্লী যেমন চলে, তেমনি সিরিয়াস আলোচনা। 'পচা'চরিত্রটা করতে আমার এতটা সহজ হয়েছে, কারণ পুশকিন হিসেবে আমি ঋদ্ধি কে পাশে পেয়েছি। ওর মধ্যে এখনো একটা ছেলেমানুষী রয়েছে, যেটা চরিত্রটার জন্য ভীষণ দরকার ছিল। একজন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি। শুটিংয়ের প্রতিটা মুহূর্তে ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি'। ছবি পরিচালনার ক্ষেত্রে সফলতার পর এবার অভিনেতা হিসেবে পাভেলের চ্যালেঞ্জ আগামী ছবি 'ডাক্তার কাকু'।

বছর দুই পর নতুন চমক নিয়ে শহরে আবার জয়-লোপার গানের এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়-লোপা এক্সপ্রেস- এক বিশেষ সঙ্গীত সন্ধ্যার সাক্ষী হয়েছিল ২০২৪-এ। প্রথম সিজন মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল শ্রোতাদের। এবার বছর দুই পর আবার শহর কলকাতায় ফিরছে জয়-লোপা এক্সপ্রেস আগামী ২৯ অগাষ্ট, ২০২৬, জি.ডি.বিড়লা সভাঘর, সন্ধ্যা ৬৩০টা থেকে। নিবেদনে বোরোলিন। এক অন্য ধারার গানের গাড়ি ছুটবে যার নাম জয়-লোপা এক্সপ্রেস। গানের মোড়ে, মোড়ে নানা স্টেশন ছুঁয়ে এগিয়ে চলবে এই এক্সপ্রেস। এ গাড়ি প্রথম বার এসেছিল ২০২৫এর নভেম্বরে, তারপর নানা শহর ঘুরে সিজন টু নিয়ে ফিরছে শহরে। গানে ভরপুর এই গাড়িতে চড়ে পড়লে এক সুন্দর গান সফরের সাক্ষী থাকবেন শ্রোতারা। এই নিয়ে সঙ্গীত শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র জানালেন, 'জয়-লোপা এই জুটির ঊনত্রিশ বছরে পা দিলো।সেদিক থেকে আমাদের এক্সপ্রেস বহুদিন ধরেই চলছে, কিন্তু সেটা নিয়মিত হয়ে ওঠেনা। জয় আগে গিটারিস্ট হিসেবে আমার গানে বাজাতো, অনেক দিন হলো ওঁর ব্যস্ততা ,সুরকার হয়ে ওঠা আমাদের একসাথে আর গান-বাজনা হয়ে ওঠেনা। দুজনের রাস্তা দুজনের মতো চলতে থাকল। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা সঙ্গীতের সেতু বরাবর রয়ে গেছে। আমরা খুব ভালো বন্ধুও। আমিও একার অনুষ্ঠান করে আসছি, জয় স্টেজ শো তেমন করেননা। সেখান থেকেই এই ভাবনা। এখানে জয়ও ওঁর কম্পোজিশন শোনাবেন,আমিও ওঁর সুরের গান গাইবো, থাকবেন বেশ কিছু অতিথি যন্ত্রীরা। সব মিলিয়ে এই এক্সপ্রেস জয়-লোপা দুটো ইনিজন নিয়ে ছুটে চলবে।' জয় সরকার বললেন, 'আসলে লোপামুদ্রা মিত্রের হাত ধরেই আমার সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমার সুরকার জীবনের পঁচিশ বছর পাড়। অনেক বছর এক সাথে মঞ্চে লোপাকে গিটারে সঙ্গত করেছি। সেটা তো এখন আর হয়না। সেই মুহূর্ত গুলো মিস করি।তাই, আমাদের এই অন্য ভাবনা জয়-লোপা এক্সপ্রেস।'